শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণং

# আচার দর্পণ।

## প্রশ্নোত্তর দ্বারা গ্রন্থং।

কাঁচরাপাড়া নিবাসি শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
আচার্য্যেতি খ্যাত কর্ত্তৃক

সংগৃহীত এবং শ্রীরাধানাথ ন্যায়ালঙ্কার
ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক শোধিত হইয়া

কলিকাতা নগরে
সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে
মুদ্রিত হইল।
শকাব্দাঃ ১৭৬৭

# ভূমিকা।

ভারতবর্ষের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি যাবদ্বর্ণ ও বর্ণসঙ্কর আপনহ ধর্ম্ম প্রতিপালন করত বাস করিতেছেন তাঁহারদিগের আচার ব্যবহার অশৌচ এবং ধনাধিকার মীমাংসার নিমিত্ত মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র বক্তা অনেক ঋষি সংহিতা করিয়াছেন তাহাতে কোনহ স্থলে মুনিরদিগের মতের বিভিন্নতা আছে, তাহা যেহ ঋষির শাখায় যে ব্রাহ্মণ তাঁহারাই প্রতিপালন করিয়াছেন এবং তাঁহারদিগের প্রত্যেকের স্বীয়হ শিষ্য ও যজমানেরা সেইহ মত অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার পর সেইহ বংশে যাঁহারা আচার্য্য হইয়াছিলেন তাঁহারা ঐ সকল মুনি বচন প্রমাণে অন্যান্য মুনি বচনের অনুযায়ি অর্থ করিয়া পৃথক্‌হ স্মৃতি সংগ্রহ করিয়াছেন সেই সকল স্মৃতি তত্তদ্দেশীয় রাজার সহায়তায় প্রচলিত হয়। বঙ্গদেশে রঘুনন্দন নামা এক মহামহোপাধ্যায় হইয়া উপরি উক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের যাবদর্থ সংগ্রহ করিয়া বঙ্গদেশের ব্যবহারোপযোগি ব্যবস্থা স্থির করেন এবং সেই সকল সংগ্রহ উড়িষ্যা অবধি বেহারের পূর্ব্ব। আসামের পশ্চিম ভোটের দক্ষিণ এবং সমুদ্রের উত্তর দীর্ঘতা পূর্ব্ব পশ্চিমে ২০০ শত ক্রোশ আর প্রস্থে উত্তর দক্ষিণে ১৫০ শত ক্রোশ ব্যাপিয়া অর্থাৎ বঙ্গদেশ মধ্যে মান্যরূপে প্রচলিত। তাহার পর অনেকানেক পণ্ডিত মহাশয়েরা উক্ত গ্রন্থের পূর্ব্বাপর তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া পৃথক্‌হ গ্রন্থাকৃতি অনেক সংগ্রহ করিয়াছেন এবং উক্ত সংগ্রহের অর্থ [illegible]

কালকাত্তা নগরে অনেক বিজ্ঞ মহাশয়েরা ভাষান্তর অর্থাৎ গৌড়ীয় সাধু ভাষায় রচনা করিয়া অপণ্ডিত সমূহের মহোপকার করিয়াছেন কিন্তু সে সমস্ত গ্রন্থে একদা কেবল ধর্ম্মশাস্ত্র মাত্রেরি ব্যবস্থা আছে এইক্ষণকার নব্য সম্প্রদায়েরা সেই সকল ব্যবস্থার প্রতি নানা প্রকার তর্ক করিয়া নাস্তিকতা প্রকাশ করিয়া থাকেন তাঁহারদিগের হৃদ্বোধের নিমিত্ত হিতোপদেশের সহিত সংযোগ এবং বিধি নিষেধের কারণ দর্শাইয়া প্রাতঃকালাবধি পুনঃ প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত বাল্যকালাবধি বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণাদির কর্ত্তব্য প্রশ্নোত্তর চ্ছলে পূর্ব্বোক্ত নব্য ও প্রাচীন স্মৃতির প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত তিথি মাহাত্ম্য অশৌচ ব্যবস্থা দায় ব্যবস্থা ইত্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্ম রচনা করা গেল ইহাতে বিশেষ উপকার জনকত্ব আরো এই আছে যে তন্ত্র মতের পঞ্চাঙ্গ দীক্ষা ভাগবত মতের বৈষ্ণবাচরণ এবং বেদান্ত মতের ব্রহ্মোপাসনা প্রভৃতি সকল মতের কথা আছে এবং নাস্তিকতা বিনাশের প্রতি অনেক হেতুবাদ আছে অতএব নানা শাস্ত্ররূপ সমুদ্র পার হইয়া ফল প্রাপ্ত হওয়া অপণ্ডিতের কঠিন এ গ্রন্থ কূপের ন্যায় ক্ষুদ্র কিন্তু অনায়াসে ফল অর্থাৎ বিদ্যাহীন লোক অধ্যয়ন করিলে নানা শাস্ত্রের মর্ম্ম পণ্ডিতের ন্যায় বক্তৃতা করিতে এবং বুঝিতে পারে অতএব সাধু লোকেরদিগের নিকট আমার এই প্রার্থনা যে তাঁহারা অনুকূল হইয়া এই গ্রন্থে কৃপাদৃষ্টি করিলে আমার [illegible] সার্থক হয় নচেৎ দুই এক পৃষ্ঠ পাঠ করিয়া অ[illegible] [illegible] ইত্যলং বিস্তরেণ।

## নির্ঘণ্ট।

নির্ঘণ্ট।

## নির্ঘণ্ট।



---

## শুদ্ধি পত্র।

| শুদ্ধ | অশুদ্ধ | | |
|---|---|---|---|
| সূচী কর্ম্মকৃৎ | … সূচীক অর্থাৎ দরজীয়ায় | ৩০ | ২ |

প্রশ্ন। গৃহাশ্রমির অত্যন্ত অর্থাৎ সনাতন ধর্ম্মাবলম্বি ব্যক্তি সকল, লোক যাত্রা প্রাতঃকালাবধি পুনঃ প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত কিরূপ ব্যবহারাচরণে নির্ব্বাহ করিবেক।

উত্তর। রাত্রি শেষে চতুর্থ দণ্ডাবশিষ্টে শয্যাস্থিত ঈশ্বর স্মরণ কর্ত্তব্য, তন্মধ্যে বিশেষ বিশেষ মত এই যে বেদান্ত বাদিরা ওঁ তৎসদিতি উচ্চারণ করিবেক, তন্ত্রমতে এবং স্মৃতি ও পুরাণের মতে গুরুধ্যান এবং কৃষ্ণ বিষ্ণু নারায়ণেত্যাদি নামোচ্চারণ করিবেক, তদনন্তর রাত্রিবাস বস্ত্র পরিত্যাগ এবং চক্ষে জলদানাদি কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন। উপরি উক্ত শাস্ত্র কোন্ ২ ব্যক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

উত্তর। শিব প্রকাশিত তন্ত্র, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বেদ ও বেদান্ত, বিষ্ণু অভিপ্রেত এবং কোন স্থানে স্বয়ং পুরাণ বক্তা, এবং বেদাভিপ্রায়জ্ঞ কতক গুলিন ঋষি তাঁহারদিগের নাম মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ,

লিখিত, [illegible] গোতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ, এই বিংশতি, ইঁহারা [illegible]শাস্ত্র প্রযোজক অর্থাৎ বেদমূলক ধর্ম্মশাস্ত্র [illegible]।

প্রশ্ন। ইহারা সমস্ত কে ছিলেন।

উত্তর। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, এই তিন জন সৃষ্টির প্রথম পুরুষ ঈশ্বরাংশ এবং সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের অধিপতি, এবং সর্ব্বজ্ঞ। ঋষি সমস্তও তপোবলে সর্ব্বজ্ঞ, ও যাজ ছিলেন।

প্রশ্ন। তাঁহারদিগের বাক্যে কি হেতুক প্রামাণ্য।

উত্তর। সর্ব্বজ্ঞতা হেতুক। তাঁহারা পাপ পুণ্য সমস্ত এবং বন্ধ মোক্ষ উভয়ের কারণ দেখিতে পাইতেন। এই হেতুক লোকের উন্নত্যর্থে এবং দুঃখ মোচনার্থে পুণ্য ক কর্ম্ম বৈদিক ও সাংসারিক কর্ম্ম মধ্যে সংযোগ করিয়া দিয়া ছেন, যে কর্ম্মাচরণ করিলে ক্রমে তপস্যা করিতে সক্ষম হইয়া চরমে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হইতে পারে।

প্রশ্ন। প্রথমেই চরম ভাবনার আবশ্যক কি।

উত্তর। সর্ব্ব শাস্ত্রেই লেখেন যে শরীর অনিত্য ক্ষণিক কোন্ সময়ে ধ্বংস হয় অথবা তৎকাল নিয়ম নাই, অতএব কেবল অন্যান্য কর্ম্মে কালক্ষেপ না করিয়া গর্ভ যন্ত্রণা সংহারক যে পরমেশ্বর তাঁহার অনুষ্ঠান এবং চিন্তা কিঞ্চিৎ সর্ব্বদাই করা কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন। অন্যান্য তাবৎ শাস্ত্রে কহিয়াছেন মনুষ্যের চতুর অবস্থা অর্থাৎ বাল্য, পৌগণ্ড, যৌবন, এবং বার্দ্ধক্য, তবে প্রথম

দশ সহস্র বৎসর পূর্ব্ব মনুষ্যের যেরূপ স্বভাব বুদ্ধি পরাক্রম ছিল একণে তাহা নাই। এই স্থানে শাস্ত্র বিষয়ে এক প্রস্তাব কহি শ্রবণ কর, যথা আমারদিগের শাস্ত্র তিন প্রকার অর্থাৎ আদৌ দর্শন শাস্ত্র তাহার অভিপ্রায় ঈশ্বর নিরূপণ, ইহা অনুমান মূলক, অতএব সে শাস্ত্রের প্রস্তাব প্রতি সর্ব্বদা তর্কের আবশ্যক, যেহেতুক নানাপ্রকার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া অনুমান দ্বারা ঈশ্বরাস্তিত্ব স্থির হয়। দ্বিতীয় শাস্ত্র পুরাণ, তাহার দৃষ্টান্ত কান্তার ন্যায় কহেন অর্থাৎ কামিনী সমস্ত যেমন নানাপ্রকার হাব ভাব কটাক্ষ দ্বারা পুরুষের চিত্ত আকর্ষণ করে, সেইরূপ পুরাণ শাস্ত্র নানা ইতিহাসচ্ছলে জ্ঞানোপদেশ এবং সৎপথে নিয়োগ করেন। আর তৃতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র ইহাকে রাজাজ্ঞার ন্যায় কহেন, অর্থাৎ ইহার প্রতি কোন তর্ক করিবেক না যেমন রাজা যাহা বলেন তাহাই করিতে হয় সেইরূপ ধর্ম্ম শাস্ত্রে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন। কেবল এই কথায় বিশ্বাস করি না, কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ কারণ শুনিতে চাহি অতএব জিজ্ঞাস্য রাত্রিশেষে শয্যাস্থিত হইয়া ঈশ্বর নাম স্মরণ ও বস্ত্র ত্যাগের যে বিধি কহিলেন ইহার কারণ কি অনুমান হয়।

উত্তর। ইহার অনুভব এই যে রাত্রিকৃত পাপক্ষয় এবং তদ্দিবসীয় শুভ কামনায় ঈশ্বর স্মরণ, অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি সংহার কর্ত্তার উদ্দেশে তন্নামোচ্চারণ আত্মকর্ম্মার্থে জল

শাঁখের কারণ শরীরের স্বাস্থ্যজনক এবং চক্ষের উত্তম সত্তা প্রকাশক মলিন বস্ত্র ত্যাগ করাতে শরীরের সৌন্দর্য্য সুতরাং সভ্যতা।

প্রশ্ন। তদনন্তর কি কর্ত্তব্য।

উত্তর। মল মূত্রাদি পরিত্যাগ এবং দন্তধাবন।

প্রশ্ন। তাহার বিধি নিষেধ কিরূপ।

উত্তর। জলপাত্র স্পর্শ পূর্ব্বক মলমূত্র ত্যাগ নিষেধ। শৌচ কালে বস্ত্রদ্বারা মস্তকাচ্ছাদন বিধি। গর্ত্ত খনন তৃণ বিস্তীর্ণ প্রভৃতি আরো কতক গুলি বিধি, এবং মলমূত্র পরিত্যাগের মন্ত্র আছে, তাহা ইহকালে ব্যবহার প্রায় লোপ, বিশেষত নগরবাসি বিষয়ি ব্রাহ্মণ দিগের তদ্রূপ আচরণ অসম্ভব, এই কারণ এখানে তাহা অঙ্কিত হইল না প্রয়োজন হইলে আহ্নিকাচারাদি গ্রন্থ দৃষ্টি করিবেন। মৃত্তিকাশৌচের নিয়ম এই যে, একা লিঙ্গে ত্রিভির্গুহে দশ বামকরে তথা। উভয়োঃ সপ্ত বারাঃ স্যুস্ত্রিভিস্ত্রিভিঃ পদেঽ। খনন, অদূর, কর্কট গুহায় এবং জল অশৌচাতিরিক্ত মৃত্তিকা লইবেক, সকণ্টক বৃক্ষের শাখা দ্বারা দন্তধাবন নিষেধ এবং বৃক্ষ বিশেষের শাখা নিষেধ আছে তাহা বর্ণনে বাহুল্য, প্রয়োজন অল্প অতএব এই পর্য্যন্ত, আর সভ্যতার প্রয়োজন দক্ষিণ এবং পশ্চিম মুখী হইয়া দন্ত ধাবন করিবেক না। দন্তধাবন কাষ্ঠদ্বারা প্রশস্ত অভাবে মধ্যমা, তর্জ্জনী, অনামিকা এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা। বরিবেক, তর্জ্জনী দ্বারা করিবেক না, সুতরাং শুদ্রাদির নিষেধ। যদ্যপি

না। অনেকালে দন্তধাবন সর্ব্বজাতির নিষিদ্ধ। অপ্রাকারে দ্বাদশ গণ্ডূষ জল লইয়া কুল্লি করিলে মুখশুদ্ধি হয়।

প্রশ্ন। এ সমস্ত বিধি নিষেধের কারণ কি অনুমান হয়।

উত্তর। প্রত্যুষে গাত্রোত্থানের হেতু, ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে প্রাতঃ সন্ধ্যা আবশ্যক, বৈদ্যক শাস্ত্রে প্রাতরুত্থানের বিস্তর গুণ লেখেন এবং বিষয় কর্ম্মে সময় অনেক পাওয়াযায়। নীতি গ্রন্থে লেখেন, সর্ব্বকর্ম্মে তৎপর হইবেক ঐশ্বর্য্যেচ্ছুক পুরুষ নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ, লোভ, অলস, আর অল্পকাল সাধ্য কর্ম্ম বহুকালে করা এইছয় দোষ পরিত্যাগ করিবেক। শৌচ কালে জলপাত্র কিঞ্চিৎ দূরে রক্ষিত হইলে মূত্র বিন্দু জল পাত্রে স্পর্শ হইতে পারে না, তদুপায় জন্য স্পর্শ নিষেধ লেখেন বোধ হয়। মস্তকাচ্ছাদন করার প্রয়োজন বৃক্ষস্থ পক্ষির নিঃসৃত বিষ্ঠাদি মস্তকে পতিত হইতে ত্রাণ। মৃত্তিকার ব্যবহার দুর্গন্ধ বিনাশ করে। কর্কট গুহাদির মৃত্তিকা গ্রহণ কালে সর্প ভয় সম্ভাবনা, সকন্টক বৃক্ষের শাখা ভগ্নকালে কন্টক বিদ্ধ হইয়া ক্ষতাদি সম্ভাবনা, সুতরাং ক্ষতাশৌচে কার্য্য কর্ম্মানধিকার হয়, একারণ তদ্রহিত ও কাষ্ঠদ্বারা দন্ত ধাবন করিলে দন্ত উত্তম পরিষ্কার হয়, এবং দন্ত রোগাল্পতা জন্মে, দিক্ নিরূপণ এবং অঙ্গুলির নিয়ম, তাহার কারণের প্রত্যক্ষতা বোধ হয় না, কিন্তু ঋষিরা সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহারদিগের বাক্যতা অকারণা হইবেক, এই বিধানাবলম্বন করা সৎ।

প্রশ্ন। ক্ষৌরকর্ম্ম কি কর্ত্তব্য।

উত্তর। ক্ষৌরকর্ম্ম।

প্রশ্ন। তাহার বিধি নিষেধ কি।

উত্তর। সোম এবং বুধবার প্রশস্ত, সামবেদি ব্রাহ্মণের রবি এবং মঙ্গল প্রশস্ত। অশৌচান্তে ক্ষৌর কর্ম্মে বারদোষ নাই। ইহকালে অনেকে প্রত্যহ ক্ষৌর হইয়া থাকেন তাহার কারণ সভ্যতা, কিন্তু এ ব্যবহার শাস্ত্র বিরুদ্ধ হয় বটে, কারণ উপপাপরাধের অল্প প্রায়শ্চিত্ত তাহা প্রধান লোকের দ্বারা নির্ণয় হয়, যথা অন্নাদি দান, এক এক শাস্ত্র জ্ঞান থাকিলে তিনি এই সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত, অন্ন দানাদি সৎকার্য্যের সংকল্প করিতে পারে তাহাতে নিষ্পাপ হয় সুতরাং শাস্ত্রজ্ঞানী হইবার আবশ্যক।

প্রশ্ন। প্রায়শ্চিত্তরূপ অন্নাদির দান যে কহিলেন সে কি ব্রাহ্মণকে দান করিলে হয়, কি যে কোন ব্যক্তিকে দান করিলে হইতে পারে।

উত্তর। ক্ষুধিত ব্যক্তিকে দান করিলেই তাহা হয়, ইহার মধ্যে ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ হইলে ফলাধিক্য হয়, কারণ শাস্ত্রে লেখেন অপর ক্ষুধিত শত লোক ভোজন করাইলে যে পাপ ক্ষয় হয় অথবা যে পুণ্য হয়, ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ এক জনকে ভোজন করাইলে তৎফল হয়, তাহার অভিপ্রায় ব্রাহ্মণ জাতি শ্রেষ্ঠ, এবং ক্ষুধিত সুতরাং ফলাধিক্য

প্রশ্ন। তদনন্তর কি কর্ত্তব্য।

উত্তর। তৈলাভ্যাসির তৈলমর্দ্দন, তাহার নিয়ম ব্রাহ্মণ অগ্রে বামপদে, ক্ষত্রিয় কর্ণে, বৈশ্য দক্ষিণ পদে, অম্বষ্ঠ অনামিকাতে, শূদ্র মস্তকে অগ্রে মর্দ্দন করিবে। সার্ষপ এবং পুষ্পবাসিত তৈলকে শাস্ত্রে অতৈল কহেন, অর্থাৎ ইহা মর্দ্দনে তৈল মর্দ্দনজন্য যে অশৌচাদি তাহা হয় না। তৈল মর্দ্দনে বস্ত্রাদি সর্ব্বদা মলিন হয়, অতএব এ ব্যবহারকে অসভ্য ব্যবহার মধ্যে গণনা করা যায়। আতুর ব্যক্তির পক্ষে বৈদ্যক শাস্ত্রে লেখে অন্নের অষ্টগুণ পিষ্টক, পিষ্টকের অষ্টগুণ দুগ্ধ, দুগ্ধের অষ্টগুণ মাংস, মাংসের অষ্টগুণ ঘৃত, ঘৃতের অষ্টগুণ তৈল, কিন্তু মর্দ্দনে ভোজনে নহে।

প্রশ্ন। তৎপর কি কর্ত্তব্য।

উত্তর। স্নান, তাহার বিশেষ এই যে পদ্মপুরাণের মতে কার্ত্তিক, মাঘ, এবং বৈশাখ মাসে প্রাতঃস্নান করিবেক। মতান্তরে প্রত্যহ, অক্ষম পক্ষে বিহিত কালে, কিন্তু প্রত্যহ স্নানের আবশ্যক, তাহার কারণ স্নান না করিলে বৈদিক কর্ম্মে অধিকার হয় না।

প্রশ্ন। তবে শূদ্রাদির বৈদিক কর্ম্মে অনধিকারিত্ব প্রযুক্ত প্রত্যহ স্নানাকরণে প্রত্যবায় না হউক, এবং যে দিবস শারীরিক কোন ব্যামোহ প্রযুক্ত ব্রাহ্মণ অবগাহন করিতে অশক্ত, তদ্দিবসে বিষ্ণুপূজনে অনধিকারী প্রযুক্ত বিষ্ণুপূজা অকরণে

প্রত্যবায়ী না হউক যথা অশৌচাদি প্রতিবন্ধকে তদকরণে প্রত্যবায়াভাব।

উত্তর। এমত নহে যেহেতুক বৈদিক কর্ম্ম প্রায় উপলক্ষণ মাত্র এবং ব্রাহ্মণের স্নান নানা বিধ উক্ত আছে এই যে অস্নায়ি ব্যক্তির বিষ্ণু পূজায় অনধিকার সে স্নান মার্জ্জন স্নান তস্মাৎ মার্জ্জন স্নান করিয়া বিষ্ণুপূজা করিবেক ইহার তাৎপর্য্য প্রাতঃসন্ধ্যা না করিয়া বিষ্ণুপূজাদি করিবে না, সুতরাং সন্ধ্যা করিলে মার্জ্জন স্নান তাহার সহিত সিদ্ধ হইবে।

প্রশ্ন। প্রত্যহ স্নানের বিধির আর কারণ কি।

উত্তর। ধর্ম্ম বিষয়ের হেতু পূর্ব্বোক্ত হইল তদিতর গাত্র পরিষ্কার রাখা, ও সভ্যতা, বৈদ্যকে কহে স্নান দ্বারা শরীরের স্বচ্ছন্দতা হয়। তবে রোগ বিশেষে ব্যবস্থা, আতুর ব্যক্তির কোন নিয়মই নাই যাহাতে শরীরের স্বাস্থ্য হয় তাহাই কর্ত্তব্য ইহাতে শিবোক্তি আছে। শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং। শূদ্রাদি পীড়িত হইলে স্নানানুকল্প গাত্রমার্জ্জন জলস্পর্শ বস্ত্র পরিবর্ত্তন ইত্যাদি।

প্রশ্ন। প্রাতঃস্নানের পর কি কর্ত্তব্য।

উত্তর। প্রাতঃসন্ধ্যা সময়ে প্রাতঃসন্ধ্যা, তদনন্তর তর্পণাদি কারির তর্পণ তদনন্তর পূজা তদনন্তর মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা।

প্রশ্ন। সন্ধ্যা কি সর্ব্ব বর্ণের কর্ত্তব্য।

উত্তর। সন্ধ্যা সর্ব্ব জাতীয়ের আছে বরং ম্লেচ্ছ জবনাদিরাও করে প্রকারান্তর মাত্র।

প্রশ্ন। পূজা কি।

উত্তর। ঈশ্বরারাধনার পথ তাহা পঞ্চোপাসনায় ব্যবস্থিত। যথা শক্তি শিব সূর্য্য গণেশ বিষ্ণু এই পঞ্চধারূপ কল্পনা করিয়া মনুষ্য সকল পঞ্চধা আচারে নিযুক্ত হইয়া আত্মবৎ সেবা যথা নিত্য পূজা বন্দনা হোম জপ ধ্যান ইত্যাদি দ্বারা চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হন। চতুর্ব্বর্গ পদে সকামির ধর্ম্ম অর্থ এবং কাম প্রাপ্তি, নিষ্কামি ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধি দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ পরব্রহ্ম অনুসন্ধান করণক জ্ঞানী হইয়া মোক্ষ পদ প্রাপ্তি। বেদান্ত বাদিরা কহেন যে কেবল ব্রহ্মো পাসনাই করিবেক অন্যোপাসনায় প্রয়োজন বিরহ, বরং সুখ দুঃখ ঘটিত ভোগ জনক যে কর্ম্ম তাহা দুঃখজনক, অত এব কর্ম্মত্যাগ করা সর্ব্বাংশে উচিত হয়।

প্রশ্ন। শক্তির রূপ কি এবং শাক্তের আচার ব্যবহার বেশ এবং উপহার কি।

উত্তর। দশমহাবিদ্যারে রূপ প্রকৃতির কল্পনা। আচার তিন যথা পশু বীর এবং দিব্য। বেশ রক্তবস্ত্র পরিধান, অর্দ্ধ চন্দ্র তিলক, রুদ্রাক্ষ স্ফাটিক মহাশঙ্খ মালাধারণ, তন্ত্রোক্ত এবং বেদোক্ত মতে ব্যবহার উপহার রক্তপুষ্প রক্তচন্দন অপরাজিতা জবা বক ইত্যাদি পুষ্পে যন্ত্র, স্ফাটিক রুদ্রাক্ষ অধিকারি বিশেষে মহাশঙ্খ মালায় জপ, ঘৃত মধু চিনি মিশ্রিত বিল্বপত্র করণক হোম, মেষ মহিষ ছাগাদি বলি, ধূপ দীপ নৈবেদ্য যথাক্রমে পঞ্চোপচার দশোপচার ষোড়শো

পচার মৎস্য মাংস ভোগ ইত্যাদি। তন্ত্রসারে সাকার উপাসনার অধিকারি বিশেষ লেখেন যে অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ বিশিষ্ট, ও নিয়ম যুক্ত, চিত্তশুদ্ধি বিশিষ্ট, শাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাসী, বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান ক্ষম, আচারাদি গুণ যুক্ত বিশেষ দর্শী, সচ্চরিত্র,যত্নশীল ইত্যাদি গুণ বিশিষ্ট হইলে সে উত্তম শিষ্য হয়।

প্রশ্ন। পশুভাব কাহাকে কহে।

উত্তর। তাবৎ উপরের লিখিতের ন্যায় কিন্তু বৈষ্ণবাচার যাহা বিষ্ণুর উপাসনা স্থলে প্রকাশ হইবেক অর্থাৎ হবিষ্যাশী. জিতেন্দ্রিয়, গৃহিকালে আহুতি দান, স্বীয়স্ত্রীভিন্নান্যাস্ত্রীতে রমণে নিবৃত্তি, বলিদান করিতে পারে এবং নিবেদিত মৎস্য মাংস ভোজনেও অধিকারী, মহিষ আর উষ্ট্রাদি বলিদান করিলে প্রত্যবায়াভাব কিন্তু তম্মাংস ভোজনে অনধিকার। দিশাপূজায় অধিকারী, নিশাপদে দশদণ্ড রাত্র্যর্দ্ধ রাত্রি।

প্রশ্ন। উষ্ট্র এবং মহিষ মাংস ভোজন নিষেধ কিহেতু কহেন।

উত্তর। বেদে যাহা বিহিত ভোজ্য মাংস কহিয়াছেন তাহাই মাত্র গ্রাহ্য তদিতর গ্রাহ্য নহে।

প্রশ্ন। তথাপি সন্দেহ বেদে কি কারণ নিষেধ করেন।

উত্তর। বিহিত মাংস ব্যতিরেকে পীড়া দায়ক হয় তাহা বৈদ্যকে প্রচার আছে।

প্রশ্ন। বীরভাব কেমন।

উত্তর। পঞ্চমকারে যুক্ত হইয়া শাক্ত প্রকরণ মতে উপাসনা, পঞ্চমকার শব্দে মৎস্য মাংস মুদ্রা মদ্য মৈথুন বুঝায়,

মহানিশাতে পূজা, মহানিশাপক্ষে দুই প্রহরের পূর্ব্ব এবং পর একএক দণ্ড হয়।

প্রশ্ন। দিব্যভাব কি।

উত্তর। দেববৎ আচার কিন্তু সত্য এবং ত্রেতার অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত সে ভাব প্রচলিত ছিল এইক্ষণে দিব্যভাব হয় না ইহার প্রমাণ কালীবিলাস তন্ত্রে আছে।

প্রশ্ন। দিব্যভাব কলিতে হয় না ইহার কারণ কি।

উত্তর। ইহকালের লোক পূর্ব্ববৎ পরাক্রমী এবং জ্ঞানী নহে।

প্রশ্ন। ইউরোপ দেশীয় লোক সমস্তত্তো বিলক্ষণ পরাক্রমী এবং নানা বিদ্যার পণ্ডিত এবং উত্তম পরিচ্ছদে যান বাহনে স্ত্রীপুরুষ একত্র হইয়া দেবতার ন্যায় ভ্রমণ করে তবে ঐ রূপকে দিব্যরূপ কেন না কহি।

উত্তর। এ হাসির কথা এবং খেদজনক বটে, যেহেতুক ইদানীং ভারতবর্ষের অবস্থা এমত ক্ষীণ যে ইহা দেখিয়াও লোকের এমত ভ্রম উদয় হইতেছে, সনাতন ধর্ম্মাবলম্বি লোকের যে পরাক্রম আর পাণ্ডিত্য ছিল তাহা পুরাণাদিতে দৃষ্টিপাত করিলে বদিস্যাৎ এমত সন্দেহ হয় যে প্রচলিত পুরাণাদিতে এমত সম্ভাবনা বটে, যে অনেক বর্ণন এবং কালেতে প্রাচীন পুস্তকাদি হারাইয়া অনেক বিষয় পণ্ডিতেরা স্বকপোল রচিত সংযোগ করিয়াছেন, তথাপি অত্র কিঞ্চিৎ নিগূঢোহস্তি, ইহার অপ্রামাণ্য না করিয়া কিঞ্চিৎ গূঢাভিপ্রায়

সম্ভাবিত, তাহা বিবেচনা করিলে ইউরোপীয় দিগের এক্ষণ কার পরাক্রম অত্যল্প এবং কেবল সনাতন বিচারে এক কলার ন্যায় বোধ হইবেক।

প্রশ্ন। কৈছে দেশের এক ব্যক্তি শিল্প বিদ্যার দ্বারা আকাশ মার্গে উড়িয়া গেল, অপর এক ব্যক্তি মনুষ্যের ছায়া দর্পণে লইয়া প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করে ইহা কি সামান্য প্রতাপ বিষয় কহেন।

উত্তর। রামায়ণে মেঘনাদ নভোমণ্ডলে মেঘের পশ্চাদ্ভাগে স্থিতি করত রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন বর্ণন আছে, তাহা যদি অনেক বরলাভ এবং মন্ত্র মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস না করা যায়, তথাপি এতাদৃশ কোন বিদ্যা ছিল এমত স্বীকার অবশ্যই করিবেন, তাহাতে কি এমত বোধ হয় না যে মেঘনাদ কোন প্রকার শিল্প বিদ্যা বলে নভোমণ্ডলে স্থিতি করিয়া বাণ নিক্ষেপ করিয়া থাকিবেন, এজন্য অনুরক্ত পণ্ডিতেরা এরূপ বর্ণন করিয়া লিখিয়া থাকিবেন। এবং সমুদ্র পার হওয়ার সময় হনুমানকে ছায়া রাক্ষসী বদ্ধ করিয়াছিল।

প্রশ্ন। পুরাণে যুদ্ধ ধনুর্ব্বাণ এবং অসিচর্ম্ম লইয়া বর্ণন দেখিতেছি, ইহাতে কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারা যায় যে ইউরোপীয় দিগের বৃহৎ২ অগ্ন্যস্ত্র লইয়া যুদ্ধের ন্যায় পরাক্রম বিশিষ্ট যুদ্ধ পূর্ব্বে হইত। এবং হিন্দুদিগের ব্যবহার জাহাজে আরোহণ করিলে জাতি ভ্রষ্ট হয়, এবং অটক নদীর

পার আর সমুদ্রের কিয়দ্দূর গেলেই ভ্রান্তিভ্রষ্ট হয়, তবে কিরূপে ইহা বিশ্বাস করা হয় যে পূর্ব্বে এইরূপ অর্ণব যান লইয়া নানাদ্বীপে গমনাগমন এবং যুদ্ধ বিগ্রহ পরাক্রম বিশিষ্ট হইয়া করিতেন।

উত্তর। পূর্ব্বে অগ্ন্যস্ত্র ছিল না এমত বোধ হয় না, যেহেতুক পুরাণে দৃষ্ট হইতেছে চন্দ্রবংশে চন্দ্রের পুত্র বুধ, তাঁহার পুত্র পুরোবরা, তিনি চন্দ্রবংশে ভারতবর্ষে পারত্রিক স্থানে প্রথম রাজধানী স্থাপন করেন, এবং তিনি অগ্নি, প্রজ্বলিত বিদ্যা প্রকাশ করেন, ইহা অগ্ন্যস্ত্র বোধ হয়। আর অর্ণব যান বিষয়ে কিঞ্চিৎ প্রচলিত ইতিহাস আরো লিখিতে হইল, যথা, সূর্য্যবংশে স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত পৃথিবীর রাজা, প্রিয়ব্রতের সপ্ত পুত্র, সপ্তদ্বীপবিভাগ করিয়া লইয়া ছিলেন, আগ্নীধ্র জম্বুদ্বীপ অধিকার করেন, আগ্নীধ্র রাজার নয় পুত্র জম্বুদ্বীপকে নয় খণ্ডে বিভক্ত করেন, এবং স্বীয়২ নামে নয় বর্ষ খ্যাত হয়, যথা, কিংপুরুষ বর্ষ, ইলাবৃতবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ, কেতুমালবর্ষ, রম্যকবর্ষ, হিরণ্ময়বর্ষ, কুরুবর্ষ, হরিবর্ষ, এবং নাভিবর্ষ, নাভির পুত্র ঋষভদেব, তাঁহার একশত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভরত, ভরতের শাসনকালাবধি উক্ত নাভিবর্ষের নাম ভারতবর্ষ বলিয়া খ্যাত হয়, এবং দক্ষিণ সমুদ্র ভরত সাগর নামে প্রচার হয়, ইহাতে অনুমান হয় দক্ষিণ দিক্‌স্থ সমুদ্রের উপদ্বীপ সমস্ত তৎকর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া থাকিবেক, তাহার প্রমাণ ও দৃষ্ট হয়, কোনং উপদ্বীপে ভরতের প্রতিমূর্ত্তি আছে

তাহাকে তত্রস্থ লোকেরা দেবতা বলে, এই সমস্ত ইতিহাসের যদি বর্ণন উক্তি ত্যাগ করা যায় তথাপি স্থূল বিশ্বাস করিলে পূর্ব্বকালে হিন্দুরাজার দিগের অর্ণব যান দ্বারা সমুদ্রে এবং সপ্তদ্বীপে যুদ্ধ বিক্রম সমস্তই ছিল এমত উপলব্ধি হয়।

প্রশ্ন। তবে এক্ষণকার হিন্দুরা জাহাজে চড়িলে জাতি ভ্রষ্ট হয় এ কথা কিজন্যে কহেন।

উত্তর। এক্ষণে তাবৎ অর্ণবযান ম্লেচ্ছ কর্ত্তৃক সঞ্চালন হয়, এবং ভক্ষণাদি দ্রব্য তাবৎ অশুচি, এজন্যই দূষ্য, নচেৎ শূদ্রাদি নাবিক আর হিন্দুর বিহিত ভোজনীয় দ্রব্য ইত্যাদি বিশিষ্ট হইলেও যে জাতি ভ্রষ্ট হয় এরূপ শাস্ত্রের অভিপ্রায় বোধ হয় না, যেহেতুক স্মৃতিতে বহৎ কাষ্ঠে দোষাভাব লেখেন, ব্যবহারে দৃষ্ট হইতেছে, জবন নাবিক বিশিষ্ট ক্ষুদ্রং নৌকারোহি ব্রাহ্মণেরা তদুপরি ফলমূল ঘৃতপক্ব দ্রব্য ভোজন করিয়া থাকেন, তাঁহারা কেহ জাতিভ্রষ্ট হয়েন না।

প্রশ্ন। তথাপি হিন্দুর ভক্ষণ দ্রব্য আর আচার লইয়াই ব্যতিব্যস্ত ইহাতে নানাদেশ গমনাদি দ্বারা বাণিজ্য বা যুদ্ধ কোন কর্ম্মই সম্পন্ন হইতে পারে না।

উত্তর। শুদ্ধসত্ত্ব মোক্ষাকাঙ্ক্ষি বৈষ্ণবের আচার এক যোদ্ধার প্রতি ব্যবস্থা করিলে অবশ্যই ব্যাঘাত হইতে পারে, যেমন এক অতি বৃদ্ধের আহার ব্যবহার এক যুবা পুরুষকে করিতে বলা, আর এক বৈষ্ণবকে বেদে বিধি আছে বলিয়া মদ্যপানের ব্যবস্থা দেওয়, অতএব তাবৎবিষয়ের বিবেচনা

অধিকারি বিশেষে ব্যবস্থা বিশেষ শাক্তে প্রচার, ইহার দৃষ্টান্ত ও একশক্তি উপাসকের মধ্যে শাক্ত এবং বীরভাব দৃষ্ট হইতেছে।

প্রশ্ন। শিবরূপ কি এবং শৈব, সকলের আচার ব্যবহার বেশ এবং উপহার কি।

উত্তর। একরূপ শিব, শিবলিঙ্গ শব্দের ব্যুৎপত্তি আকাশ, পীঠ পদে পৃথিবী, প্রলয়কালে সর্ব্বদেবতা লয় হইবে সে কালকে লিঙ্গবলে, ইহার প্রমাণ স্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে আছে। পার্থিব শিবলিঙ্গ ব্যতিরেকে তাবৎ স্থাপিত শিব লিঙ্গে সর্ব্বদেবতার পূজা হইতে পারে, কিন্তু দ্রব্য বিশেষে নির্ম্মিত ব্যতিরেকে আবাহন করিতে হয়। শৈব সকলের আচার বৈষ্ণবের ন্যায়, বেদ তন্ত্র এবং পুরাণ মতে ব্যবহার, বেশ অর্দ্ধ চন্দ্রাকার তিলক, বিভূতি, রুদ্রাক্ষ মালাধারণ। উপহার ধুস্তুর পুষ্পে যত্ন, কুন্দ শেফালিকা জবা ইত্যাদি নিষেধ, রুদ্রাক্ষ মালায় জপ, ঘৃত মধু চিনি বিল্বপত্রে হোম, পূজার কাল পূর্ব্বাহ্ন।

প্রশ্ন। সূর্য্য রূপ কি এবং সৌর সকলের আচার ব্যবহার বেশ এবং উপহার কি।

উত্তর। দ্বাদশরূপে একরূপ সূর্য্য, সৌর সকলের আচার বৈষ্ণবের ন্যায়, বেদ এবং পুরাণ মতে ব্যবহার, বেশ ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র তিলক, স্ফাটিক মালাধারণ, উপহার রক্তপুষ্প রক্তচন্দন, কর

শিব পূজিত যন্ত্র, স্ফাটিক মালায় জপ, ঘৃত মধু পায়স পদ্ম পুষ্পে হোম, পূজার কাল পূর্ব্বাহ্ন।

প্রশ্ন। গণেশ রূপ কি এবং গাণপত্য সকলের আচার ব্যবহার বেশ এবং উপহার কি।

উত্তর। গণেশ একরূপ, গাণপত্যের আচার বৈষ্ণবের ন্যায়, বেদ এবং পুরাণ মতে ব্যবহার, বেশ ললাটের মধ্যস্থানে বর্ত্তুলাকার তিলক, উপহার করবীর পুষ্পে যন্ত্র, পদ্মবীজের মালায় জপ, ঘৃত মধু চিনি বিল্বপত্রে হোম, পূজার কাল পূর্ব্বাহ্ন।

প্রশ্ন। বিষ্ণুরূপ কি এবং বৈষ্ণবের আচার ব্যবহার এবং বেশ উপহার কি।

উত্তর। দশাবতার রূপ নারায়ণের কল্পনা, বৈষ্ণবাচার হবিষ্যাশী, জিতেন্দ্রিয়, বিষ্ণু নিবেদিত ভিন্ন দ্রব্য ভোজন ত্যাগী, সর্ব্বদা হরিসঙ্কীর্ত্তন, পুরাণোক্ত এবং বেদোক্ত মতে ব্যবহার, বেশ নাসাগ্র পর্য্যন্ত তিলক, তুলসীকাষ্ঠ মালাধারী, সর্ব্বাঙ্গে হরিনামাঙ্কিত, উপহার শ্বেতচন্দন, শ্বেত পুষ্প, তুলসী, করবীর পুষ্পে যন্ত্র, বামারূপ শালগ্রাম শিলাতে সর্ব্ব দেবতার পূজা আবাহন ব্যতিরেকে হয়, তুলসী মালায় জপ, ঘৃত মধু চিনি করবীর পুষ্পে হোম, পূজার কাল পূর্ব্বাহ্ন। তার হরিভক্তি বিলাসের মতে সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য, এবং মধুর এইচারি অভ্যধ্যে মধুর ভাবের মাহাত্ম্য অধিক, তাহার কারণ ইহাতে সকল ভাবের উদ্রেক আছে এবং সর্ব্বাঙ্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণের

প্রীতি জন্মান হয়। ভাগবতে লিখেন কামে অথবা ক্রোধে অথবা ভক্তিতে ইত্যাদি কোন ভাবে ঈশ্বরে চিত্ত নিবেশ করিলে উত্তম গতি প্রাপ্তি হয়, এবং অবহেলা ক্রমেও ভগবন্নামোচ্চারণ করিলে পাপক্ষয় হয়, সাধনাবস্থায় লিখেন আপনাকে তৃণ হইতে লঘুজ্ঞান, বৃক্ষ হইতে সহিষ্ণু, আত্মাভিমান শূন্য কিন্তু অন্যের সম্মান দাতা এমত ব্যক্তি হরিসংকীর্ত্তন যোগ্য হয়, অহঙ্কার হিংসা দ্বেষাদি রহিত, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ধার্ম্মিক, শাস্ত্রজ্ঞ, যে মনুষ্য তাহার নাম সাধু। ভগবদ্গীতায় চতুর্থ প্রকার ভক্ত কহেন যথা আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী, জ্ঞানী, তাহার জ্ঞানির মধ্যে উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ ত্রিবিধ আছে, সকল জগতে আপনাকে ব্রহ্ম স্বরূপে অধিষ্ঠিত এবং ব্রহ্মস্বরূপ আপনাতে জগৎকে যে দেখে, অর্থাৎ সর্ব্বত্রে আত্মদৃষ্টি যে করে সে উত্তম ভাগবত। শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্দে ত্রিংশদধ্যায়ে ত্রয়োবিংশতি শ্লোক লিখেন আমি যে বিশ্বের আত্মা সর্ব্বত্র বাস করিয়া আছি, আমার আরাধনা দানের দ্বারা, অন্যের সম্মান দানের দ্বারা, অন্যের সহিত মিত্রতার দ্বারা, ও সমদর্শনের দ্বারা করিবেক। ভগবদ্গীতাতে কহেন দুঃখেতে অনুদ্বিগ্ন চিত্ত, ও সুখেতে নিস্পৃহ, ও বিষয়ানুরাগ রহিত, ও ভয় ক্রোধ শূন্য এবং মুনি অর্থাৎ মৌনশীল যে মনুষ্য তাহার নাম স্থিতধী অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী। ভক্তের লক্ষণ লিখেন শত্রুতে মিত্রতে সমান ভাব, এবং মানাপমান, শীত, উষ্ণ, সুখ দুঃখ এবং বিষয়াসক্তি রহিত, নিন্দা স্তুতিতে সমান, ও

[illegible] বিবিক্ত, যথালব্ধ কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত বস্তুতে সন্তুষ্ট, একস্থান বাসশীল, এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্থিরচিত্ত যাঁহারা হয় তাঁহাকে উত্তম ভক্ত কহি। আর ঈশ্বরে প্রীতি ও ঈশ্বরের ভক্তদের প্রতি মৈত্র্য, ও মূর্খে কৃপা, আর দ্বেষ্টাতে উপেক্ষা যে করে সে মধ্যম ভাগবত হয়। ভগবানকে প্রতিমাতে যে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পূজা করে, ও তাঁহার ভক্ত সকলকে ও ভক্ত ভিন্ন সকলকে সেরূপ পূজা না করে, সে কনিষ্ঠ ভাগবত হয়।

প্রশ্ন। বেদান্ত মতে কেবল ব্রহ্মোপাসনা যে কহিয়াছেন সে কি রূপ।

উত্তর। বেদান্ত মতে আত্মোপাসনাই বিশেষ রূপে নিশ্চয় করেন, কহেন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য যাবৎ বিষয় নশ্বর, ইহা হইতে ভিন্ন পরমেশ্বর যুক্তি সিদ্ধ জানিয়া সেই অনির্ব্বচনীয় পরমেশ্বরের সত্তাকে তাঁহার কার্য্য দ্বারা স্থির করিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা করাই মোক্ষ সাধন। তাহা এইরূপে কর্ত্তব্য যে সর্ব্বদা আত্মচিন্তন এবং ইন্দ্রিয় দমনে যত্নবান, প্রণব উপনিষদাদির অভ্যাস। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার অধিকারির লক্ষণ কহিয়াছেন তিন প্রকার যে ঐহিক, পারত্রিক, ফলভোগ, বৈরাগ্য, এবং নিত্যানিত্য বস্তু কি ইহার বিবেচনা, এবং শমদমাদি সাধন, [illegible] মুমুক্ষা, এই সকল ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার অধিকারির বিশেষণ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে ঊনত্রিংশদধ্যায়ের ঊনবিংশতি শ্লোকে লিখেন সর্ব্বত্রই ঈশ্বর ব্যাপ্ত আছেন এই অভ্যাসের দ্বারা প্রাপ্ত হয় যে জ্ঞান তাহাতেই সকল জগৎ

ব্রহ্মাত্ম বোধ হয়, অতএব যখন সর্ব্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টিরূপ জ্ঞানের স্থায়িত্ব হইবে তখন সকল হীন হইয়া ক্রিয়া মাত্র হইতে নিবর্ত্ত হইবেক। যেমন প্রাপ্তে যথা বৃক্ষঃ পুষ্পং ত্যজতি নিস্পৃহঃ। অর্থাৎ ফল প্রাপ্ত হইলে ফুল স্বেচ্ছাধীনই বৃক্ষ হইতে গলিত হয়।

প্রশ্ন। এই ছয় প্রকারের কোন মতকে আপনি উত্তম কহেন।

উত্তর। সমস্তই উত্তম, যাহার যাহাতে রুচি। কিন্তু কেবল ব্রহ্মোপাসনা গৃহি পক্ষে শোভাকর নহে যেহেতুক সেমতে কোন কর্ম্ম নাই কেবল বেদপাঠ ব্রহ্মচিন্তা আর শম দমাদিতে যত্ন অতএব পঞ্চোপাসনার মধ্যে কোন এক পথাবলম্বী হইয়া শনৈঃ শনৈঃ পরম ব্রহ্মের আলোচনা করা ভালো পথ, এ কথার প্রমাণে ভগবতী গীতায় উমা তাঁহার পিতা হিমালয়কে এইরূপ উপদেশ কহিয়াছিলেন।

প্রশ্ন। পঞ্চোপাসক মাত্রেরি শনৈঃ শনৈঃ পরমব্রহ্মের আলোচনাকে যে আপনি উত্তম কহিয়াছেন ইহাতে এক সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে, যথা দেবোপাসকের এবং ব্রহ্মোপাসকের উভয়ের পরস্পর প্রত্যেকের ব্যবহার প্রত্যেকের পক্ষে বিপরীত দৃষ্ট হইতেছে, যেহেতুক কর্ম্মি প্রতি শ্রুতি অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত, অর্থাৎ প্রত্যহ সন্ধ্যা করিবেক, এবং স্মৃতিতে ও তন্ত্রে লিখেন যাবজ্জীবন বিষ্ণুপূজা ও শিবপূজা করিবেক,

অজ্ঞানীপণ্ডিতের মতে ইহার কোনো কর্ম্মই; নাই এই উভয় অবস্থা এক ব্যক্তিতে এক কালে কিরূপে সম্ভবে।

উত্তর। ইহা সন্ন্যাবস্থার কাল বিলক্ষণই আছে, কুলীনের উপাসনানুসারে বেদ, পুরাণ, এবং অন্যান্য, যাহার যে কর্ম্ম তাহা করণ অবসরমতে আত্মচিন্তা। যাজ্ঞবল্ক্য কহেন, ন্যায়েতে ধনোপার্জ্জন করে, জ্ঞান নিষ্ঠ হয়, অতিথিকে প্রীতি, এবং শ্রদ্ধা করে, সত্য বাক্য কহে, এরূপ গৃহস্থ মুক্তিপদ পায়। মনু কহেন, নিষ্কাম কর্ম্ম প্রবাহ চিত্ত শুদ্ধির কারণ, চিত্তশুদ্ধি জ্ঞানেচ্ছার কারণ, জ্ঞানেচ্ছা শ্রবণ মননাদি সাধনের কারণ, সেই সাধন জ্ঞানোৎপত্তির কারণ, জ্ঞান মোক্ষের কারণ। উপাসনা প্রকরণে যাহা বিধান আছে তাহা বিবেচনায় ফল লাভ কেবল এক, শমদমাদি সাধন কি কর্ম্মী কি জ্ঞানী উভয়েরি প্রয়োজন, বরং ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ব্যতিরেকে সামান্য ধনো পার্জ্জনের নিমিত্ত তাবৎ ব্যবসায়ের প্রতি ব্যাঘাত, যেহেতুক কামুক, লোভী, এমত ব্যক্তিকে কেহ বিশ্বাস করে না। বেদ পাঠ কাহার না আছে, অর্থাৎ বাল্যকালাবধিই, বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত আরম্ভ করিতেছেন।

প্রশ্ন। সামান্যত বিদ্যা যাহাতে ধনোপার্জ্জন হয়, ব্যাকরণ আদি ইহা পাঠে বেদপাঠের ফল কিরূপে প্রাপ্তি হয়।

উত্তর। বিদ্যা মাত্রেই বেদাঙ্গ বিশেষত ব্যাকরণ জ্ঞান না হইলে অন্য শাস্ত্রার্থ বোধ হয় না, এই কারণ পরম্পরা বেদপাঠের যে ফল সেই ফল শাস্ত্র মাত্রেই প্রাপ্ত করান।

অঙ্গিরা লেখেন বেদ হইতে ভিন্ন বেদান্ত শাস্ত্র নহে, এবং সাহিত্য দর্পণেও তাহার প্রমাণ লেখেন যেমন কাব্য শাস্ত্র যে সুমধুর, এবং শর্করাদি হইতে আলোচনা দ্বারা অল্পধী ব্যক্তি সকল চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হয়েন, সেইরূপ অতি সুকঠিন এবং দুঃখাবহ যে বেদ শাস্ত্র, তাহাকে পরিণত বুদ্ধিমানেরা আলোচনা করিয়াও চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হয়েন।

প্রশ্ন। তথাপি ইহাতে এই দোষ পতন হয় যে অল্পধী ব্যক্তি সকল ঐ কাব্য শাস্ত্র আলোচনার ন্যায় নিত্য কর্ম্ম করিয়া চতুর্ব্বর্গ পাউন; কিন্তু পরিণত বুদ্ধিমানেরা বেদাধ্যয়নের ন্যায় কর্ম্মত্যাগি রূপ জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া চতুর্ব্বর্গ পাউন।

উত্তর। ঐ গ্রন্থের স্থানান্তরে লিখেন যেমন রোগ হইলে তাহার উপশমনার্থ কটু ঔষধ সেবন করিলে রোগোপশম হয় তদ্রূপ শর্করা যুক্ত ঔষধ সত্ত্বে কোন্ রোগী শর্করাযুক্ত ঔষধ ত্যাগ করিয়া কটু দ্রব্যে প্রবর্ত্ত হইতে চাহে।

প্রশ্ন। কর্ম্মানুষ্ঠানে যে শর্করাযুক্তের ন্যায় সুখদ, ইহা কিরূপে প্রতিপন্ন হইতে পারে॥

উত্তর। গৃহাশ্রমির ধনোপার্জ্জনের আবশ্যক আছে, সুতরাং সেসম্বন্ধে তাহার ব্যয় সংকল্পে না করিয়া উত্তমাট্টালিকোপরি দিব্য পরিচ্ছদে শোভিত হইয়া স্বর্ণ পর্য্যঙ্কোপরি বিশ্রাম করেন, দ্বারে ভিক্ষুক আইলে দ্বারবান্ কহে কর্ত্তা আত্মচিন্তা করিতেছেন এখানে উচ্চধ্বনি করিও না, এইরূপে

[illegible] বার আজ্ঞা না কি, তুমি এস্থান হইতে প্রস্থান কর, এখানে [illegible] না। এই বাক্য শুনিয়া ভিক্ষুক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া [illegible]রে প্রস্থান করে, [illegible] কি সুখ জ্ঞান করেন, কি নিত্য [illegible] যাত্রা মহোৎসব নানা কর্ম্মোপলক্ষে দীন দরিদ্রকে দান, ও [illegible]র স্বজন লইয়া আমোদ প্রমোদ, নানাপ্রকার ব্যক্তিকে [illegible]দ্বারা বশতাপন্ন করা ইত্যাদি প্রকারে কালযাপন, অবকাশ অন্তে আত্মচিন্তা এসুখ। নীতি গ্রন্থে পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে ব্যক্তি স্বীয়ধন না খায়, ও না দান করে, তাহার সে ধনে কি প্রয়োজন, [illegible] কোনব্যক্তি আপন বৈরিকে দমন না করে, তাহার পরাক্রমে কি ফল, আর যে পুণ্যানুষ্ঠান না করে তাহার [illegible] কি প্রয়োজন, যে জিতেন্দ্রিয় না হয়, তাহার শরীর [illegible] আরো লিখেন বেদোক্ত আচার রহিত ব্যক্তি অনেক লোক কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হয়, এবং আত্মোদর ভরণ মাত্রাভি লাষী ভদ্রাভদ্র বিবেচনা রহিতান্তঃকরণ যে পুরুষ, তাহার সহিত অন্যপশুর ভেদ কি। [illegible] ধনাদির সম্ভাবনা না থাকে, তবে উদাসীন হইয়া বন মধ্যে বাস করিয়া কেবল [illegible] চিন্তা করা শোভাকর বটে। তাহাতেও বনস্থ [illegible]দি গের সহিত সৌহার্দ্দ করিলে বোধ হয় অধিক সুখ আছে, সুতরাং সৌহার্দ্দ রাখিতে হইলে সময়ক্রমে আহার, [illegible] দান, ও প্রতিগ্রহ, কর্ম্মাঙ্গ না করিলে তাহা কিরূপে [illegible] অতএব জ্ঞানিরা যে সমস্ত কর্ম্ম করিবেন [illegible]

পূর্ব্বক, এমত শাস্ত্র আছে। যথা ভগবদ্গীতার দ্বিতীয়া ধ্যায়ে চত্বারিংশৎ শ্লোকার্থ কামনা রহিত কর্ম্ম নিস্ফল হয় না এবং অঙ্গ ভঙ্গ হইলেও প্রত্যবায় নাই, নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান অল্প, কিন্তু মহাভয় হইতে ত্রাণ করে। অষ্টচত্বারিংশৎ শ্লোকার্থ ঈশ্বরেতে তৎপর হইয়া আসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্ম করাকেই যোগ কহে। পঞ্চাশৎ শ্লোকে ঈশ্বরের উদ্দেশে যে সমস্ত কর্ম্ম করা তাহাকেই বুদ্ধিযোগ কহে, তাহাতে পাপ পুণ্য এই উভয়কে নাশ করিয়া জ্ঞান জন্মায়, অতএব ঐ যোগের কৌশল দ্বারাই জ্ঞান জন্মে। এক পঞ্চাশৎ শ্লোকে ফলত্যাগী হইয়া কর্ম্ম করিলে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষপদ পায়। তৃতীয়াধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম করিয়া অন্তরে বিষয় ভাবে, লোককে জানায় আমি ব্রহ্মধ্যান করি, সে প্রতারক মাত্র হয়। সপ্তম শ্লোক, মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় দমন, আর শরীর দ্বারা কর্ম্ম করে, কিন্তু ফলেচ্ছা রহিত হয় যে, সেই শ্রেষ্ঠ। অষ্টম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে পরামর্শ দেন যে, হে অর্জ্জুন তুমি নিত্যকর্ম্ম কর, যেহেতুক কর্ম্ম ত্যাগাপেক্ষা কর্ম্মাচরণে প্রাধান্য আছে, এবং সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে শরীর রক্ষা হয় না। আরো বিংশতি শ্লোক অবধি চতুর্বিংশতি শ্লোক পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবার গুণ প্রকাশ করিয়াছেন, বিশেষ দ্বাবিংশতি শ্লোকার্থে শ্রীকৃষ্ণ আপনার প্রতি দৃষ্টান্তস্থল করিয়া কহেন যে, হে অর্জ্জুন দেখ

আমার কোন কর্ম্মে প্রয়োজন নাই, ত্রিভুবনে আমার অপ্রাপ্ত বস্তুও কিছুই নাই, তথাপি আমি সর্ব্বদা কর্ম্মসাধন করিতেছি। এবং বেদান্তের তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্থ পাদে ষড়্বিংশতি শ্লোকে, আত্ম জ্ঞানাশ্রয়. কর্ম্ম সকলের অপেক্ষা করেন, যেহেতুক বেদে যজ্ঞাদিকে বিদ্যার কারণ কহিয়াছেন, এমত শুনা যাইতেছে। শ্রুতি, তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন। অর্থাৎ সেই যে এই আত্মা, তাঁহাকে ব্রাহ্মণেরা বেদ পাঠের দ্বারা, এবং যজ্ঞ, দান, তপস্যা, এবং উপবাস দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন, যেমন অশ্বকে লাঙ্গলে যোজন না করিয়া রথে যোজন করান, সেইরূপ, আত্ম জ্ঞানের ইচ্ছার উৎপত্তির নিমিত্ত যজ্ঞাদির অপেক্ষা হয়।

প্রশ্ন। আহার, ব্যবহার, এবং দান, এই সমস্ত আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক করা কিরূপে সম্ভবে, কারণ এই আপনি কহিলেন মোক্ষ আকাঙ্ক্ষী হইয়া করিতে হয়।

উত্তর। এই যে সকল কর্ম্ম কহিলাম, এ কেবল লৌকিক আসক্তি, ঐহিক সুখজনক, ফলত জন্মান্তরীয় ভোগাকাঙ্ক্ষী হইয়া কোন কর্ম্ম করিবেক না।

প্রশ্ন। ইহাতে বোধ হইল, আহার ব্যবহার ঐহিকের সুখ জনক বটে, দান কর্ম্ম তো ইহ জন্মে এবং জন্মান্তরে উভয়েতে সুখজনক, যেহেতুক তাবৎ শাস্ত্রে লেখে, দানাদি করিলে পাপক্ষয় এবং অন্তে স্বর্গ ভোগ হয়।

উত্তর। যৎফলাভিলাষী হইয়া লোকে দানাদি করে, তৎফল প্রাপ্ত হয়, ইহাতো শাস্ত্রে আছে, অতএব এই যে দানাদি কহিলাম ইহা ঐহিকের সৌখ্যাকাঙ্ক্ষী হইয়া করিলে সুতরাং তিনি ঐহিকের সৌখ্য মাত্র পাইবেন, তবে যে আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক দানাদি কহিয়াছি সে জন্মান্তরের উদ্দেশে কর্ম্ম করিবে না।

প্রশ্ন। ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কর্ম্ম করিলে অনিষ্ট কি হয়।

উত্তর। কর্ম্ম জন্য শুভাশুভ মুক্তির বিরোধী তাহা। কারণ কর্ম্ম সত্ত্বে তাহার ভোগ অবশ্যই হয়, সুতরাং তদুপরি ত্যাগের আবশ্যকতা।

প্রশ্ন। তবেতো সুখেচ্ছায় কর্ম্ম করাই উত্তম হয়, যেহেতুক জন্মান্তরে সুখ ভোগ হয়।

উত্তর। সেও উৎকৃষ্ট নহে, যেহেতুক কিঞ্চিৎকালের পরে তৎসুখ ধ্বংসানন্তর দুঃখ ভোগ হইবার সম্ভাবনা।

প্রশ্ন। তবে বুঝা গেল কিঞ্চিৎকাল পরে দুঃখ হইবে, এই হেতুক অনিত্য সুখেচ্ছায় কর্ম্ম করা উচিত নহে, কিন্তু নিত্য সুখেচ্ছু হইয়া কর্ম্ম করিলে দোষ কি।

উত্তর। সেই নিত্যসুখী যে পুরুষ হয়, সেই মুক্ত পুরুষ, কদাচিত্তে, কিন্তু সেই নিত্য সুখরূপ আসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্ম কিম্বা বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ কর্ম্ম করা, নতুবা নিত্যসুখ কদাচ হয় না।

প্রশ্ন। পূজার পর কি কর্ত্তব্য।

উত্তর। ভোজন।

প্রশ্ন। ভোজনের সময় নিয়ম কি রূপ।

উত্তর। দিবার্দ্ধ প্রহরার্দ্ধ রাত্রির্দ্ধ প্রহর মধ্যে, এই দুই মুখ্যকাল, তদ্ভিন্ন কর্ম্মানুরোধে শরীর রক্ষার্থে বৃত্তি, একাদশী, মহাষ্টমী, শ্রীরামনবমী, শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী, এই কয়েক তিথিতে অষ্টবর্ষীয় বালক, এবং অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ, আর আতুর অর্থাৎ রোগী এই কয়েক ব্যক্তি ভিন্ন ভোজন করিবেক না, এবং পিতা মাতা ও মহাগুরু মরণে ত্রিরাত্রোপ বাস করা কর্ত্তব্য, অশক্ত পক্ষে অনুকল্প কথিত আছে। বামাচারির উপবাস তন্ত্রে ও আগমে নিষেধ করিয়াছেন।

প্রশ্ন। অন্যান্য দেশীয় দিগের শাস্ত্রে প্রাতঃকাল এবং সায়ংকাল ভোজনের প্রশস্ত সময় কহেন সেমততো ভাল বোধ হয় যেহেতুক সময় অনেকপাওয়া যায়।

উত্তর। প্রাতঃকাল ভোজনের সময় হইলে হিন্দুদিগের নিত্য কর্ম্মের ব্যাঘাত হয়, আর যে দেশের যে ব্যবস্থা তাহা তত্তদ্দেশে গুণ, এবং তদ্দ্বারা তত্রস্থ লোক সকল দীর্ঘ জীবী হইতে পারে, পরন্তু কর্ম্মানুরোধে যুক্ত্যন্তর হইয়া থাকে, কিন্তু তদ্দ্বারা দীর্ঘজীবী হইতে পারে না।

প্রশ্ন। ভোজনের দ্রব্য বিশেষ নিয়ম কিরূপ।

উত্তর। গীতায় লেখেন যে ভোগ ভোক্তার আয়ু উৎসাহ বল, আরোগ্য, সুখ, প্রীতির বর্দ্ধক এবং মধুর স্নিগ্ধ, স্থির ও হৃদ্যাত হয়, সেই সাত্বিক ভোজন। আর প্রহরাতীত, বিরস, দুর্গন্ধ, পর্য্যাষিত, উচ্ছিষ্ট, অস্পৃশ্য এই সমস্ত তামস ভোজন,

হয়। স্মৃতির মতে নিষিদ্ধান্ন, অভোজ্যান্ন, অভক্ষ্য, অপেয়, পান ভোজন করিবেক না।

প্রশ্ন। স্মৃতির মতে নিষিদ্ধান্ন কাহাকে বলেন।

উত্তর। অভ্যাবশ্যকাদির অন্ন, শূদ্রান্ন, চিকিৎসকের অন্ন, ভূমিপালান্ন, কদন্ন, স্ত্রীজীবির অন্ন, শৌণ্ডিকান্ন, সূচিকান্ন, কুক্কুর, গলৎকুষ্ঠী, অমেধ্য, পুক্কশ, রজস্বলা এবং পতিত ইহার দিগের সংস্পৃষ্টান্ন, নটী, শৈলূষকী, বেণুজীবী, স্ত্রীজিত নামজিবার, রজক, চর্ম্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত্ত, মেদ, ভিল, প্রব্রজিত ইহারদিগের অন্ন, এতদ্ভিন্ন হিরণ্যোদক স্পর্শ ব্যতিরেক কেশ কীটাদি দূষিতান্ন, [illegible] দত্তান্ন, পর্য্যুষিতান্ন, ব্যক্তি বিশেষের ভুক্তাবশিষ্টান্ন, শূদ্রসহিতৈক পংক্তি ভোজন, এবং একগৃহে সহভোজনে একব্যক্তি উত্থিত হইলে, কাক নকুলাদি সবোচ্ছিষ্টান্ন, ভোজন কালীন [illegible] ত্যাগ, আসনে পদ রাখিয়া ব্রাহ্মণের ভোজন ইত্যাদি নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন। অন্ত্যাবসায়ী কাহাকে বলে।

উত্তর। চণ্ডাল, শ্বপচ, ক্ষত্তা, সূত, বৈদেহিক, মাগধ, আয়োগব ইত্যাদি।

প্রশ্ন। অভোজ্যান্ন কি।

উত্তর। ব্রাহ্মণ হইয়া নটক্রিয়াজীবী, নর্ত্তক, পদাতিক, চৌর, শিল্পক, চর্ম্মকার, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, ব্যাধ, শৌণ্ডিক, দূত, রজক, কৈবর্ত্ত ক্রিয়াজীবী, কণ্ডজীবী, নপুংসক, উগ্র, বিপক্ষ, হিংস্রক, অজা গো মহিষাদিপালক, অসৎ শূদ্রাধ্যা

উত্তর। অবীরান্ন অমাদ্যত নিন্দিত বটে, তবে যে এই অস্পর্কীয়া কহিলাম এ মাতুলানী এবং বিমাতা এবং ব্রাহ্মণের আচার্য্য পত্নী এবং শ্বশুর পত্নী ইত্যাদি সম্বন্ধিন। এবং শূদ্রের স্ত্রী।

প্রশ্ন। তবে পূর্ব্বোক্ত দোষী যদ্যপি মাতুলাদি হয় তবে তৎ সংস্পৃষ্টান্ন ভোজন করিবে কি না।

উত্তর। অকৃত প্রায়শ্চিত্ত হইলে তৎ সংস্পৃষ্টান্ন অবশ্যই ত্যাগ করিবে যেহেতুক শাস্ত্রে লিখেন পতিতং পিতরংত্যজেৎ।

প্রশ্ন। আপনি যে রূপ অভোজ্যান্ন নিরূপণ করিলেন তাহাতে সহভোজন নিষেধ নাই তবে কি কারণ অশাস্ত্র বলিয়া তাহারদিগের সহ ভোজন নিন্দনীয় হয়।

উত্তর। শাস্ত্রে আর প্রকরণে লিখিয়াছেন নিন্দিত ব্যক্তির সহ অর্থাৎ পতিত ব্যক্তি সহ ভোজন করিবেক না তাহার অভিপ্রায় আহার কালীন ইতর ব্যক্তির মুখাবলোকন করিবেক না, যদ্যপি দৈবাৎ তন্মুখ দৃশ্য হয় তবে তদন্ন পরিত্যাগ করিবে। এবং এই গ্রন্থ কর্ত্তার অভিপ্রায় লোক সকল আত্মাভিমানী ইহাতে যদ্যপি স্যাৎ রবে এই২ কর্ম্ম করিয়া আমি ইহারদিগের অপেক্ষা নীচ হইয়াছি অতএব এ সকল কর্ম্ম পুনর্ব্বার না করিয়া ইহারা যে কর্ম্ম করিয়া উৎকৃষ্টপদ প্রাপ্ত হইয়াছে আমিও ইহারদিগের অপেক্ষা উত্তম কর্ম্ম করিয়া সর্ব্বোত্তম হইব, এইরূপ মানস করিয়া সৎ কর্ম্মে সর্ব্বদা প্রবর্ত্ত হইবেক।

প্রশ্ন। এ বিস্তার কহিবার প্রয়োজন কি এককালে কহিলেই হয় যে ব্রাহ্মণেরা স্বপাক ভিন্নান্ন ভোজন করিবে না।

উত্তর। স্বপাক ভিন্ন ইহাতে আছে, পরন্তু এ সমস্ত নিষেধ করিবার দ্বিতীয় তাৎপর্য্য ব্রাহ্মণেরা উপরি উক্ত নীচ কর্ম্ম করিবেন না, এবং যে ব্রাহ্মণ করেন তাঁহার সহিত ভোজ্যা সত্তা রাখিবে না। সামান্য ব্যক্তি সহ প্রধানলোকের ভোজন অন্য পুরে কা কথা, ম্লেচ্ছারিরাও বর্জ্জন করিয়া থাকে। তাহারদিগের শাস্ত্রে স্পৃষ্টাস্পৃষ্ট বিবেচনাধীন নিষেধ নাই, কিন্তু সহভোজনের বিলক্ষণ বিবেচনা আছে। তবে যে গোপনে হয়, তাহা সংস্কৃত স্মৃতি মতো নিষেধ তাহারদিগের না থাকাতে এ ব্যাঘাত ঘটিয়াছে, তথাপি অশাস্ত্র বলিয়া নিন্দা অবশ্যই করা যাইতে পারে। অতএব যাহাতে নিন্দা হয়, এমত কর্ম্ম হিন্দু শাস্ত্রের মতে কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যেহেতুক নীতি শাস্ত্রে লিখে, সর্ব্বদাই যশের অনুসন্ধান করিবেক, তাহার কারণ মাংস, মূত্র, বিষ্ঠা, ও অস্থিতে নির্ম্মিত বিনাশী যে শরীর ইহার দ্বারা নিত্য নির্ম্মল যশ লাভ করিবেক যেহেতুক শরীরের ও গুণের যে দূর সে অত্যন্ত অন্তর, তাহার কারণ শরীর অত্যল্প কালস্থায়ী গুণ কল্পান্ত স্থায়ী।

প্রশ্ন। অভোক্ষ্য, অপেয়, কি যাহা স্মৃতিতে নিষেধ করেন।

উত্তর। বিষ্ঠা, মূত্র, রেত, মদ্য, মূত্রনাদি, বিষ্ঠা মূত্র সংস্পর্শীয় ফলাদি, গোমাংস এই সমস্ত অভক্ষ্য, এবং নীচ

শেষ জল, ব্রাহ্মণ মাত্র করণক জলপান, কেবল হস্ত এবং বস্ত্র স্থিত দ্রব্য। প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড, দ্বিতীয়াতে বৃহতী, তৃতীয়াতে পটোল, চতুর্থীতে মূলক, পঞ্চমীতে শ্রীফল, ষষ্ঠীতে নিম্ব, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে নারিকেল, নবমীতে লাউ, দশমীতে শিম, একাদশীতে কলমীশাক, দ্বাদশীতে পুঁই, ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকী, চতুর্দ্দশীতে মাষকলাই, পঞ্চদশীতে অর্থাৎ অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে মাংস। এবং রবিবারে মৎস্য, আদা, রক্তশাক, নিম্বপত্র, এবং মসূরদাউল, আর সামান্যত চণ্ডালাদি স্পৃষ্ট, এবং কুক্কুটাদির উচ্ছিষ্ট, অর্থাৎ স্পৃষ্ট জলাদি ইত্যাদি ও নিষিদ্ধ এবং রবিবারে মাংস, মূলক, কাঞ্জিক, বিল্ব কাংস্যপাত্রে ভোজন, স্ত্রীসংসর্গ, তৈল ইত্যাদি ও নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন। আর২ কোনবারে আর২ কোনকর্ম্ম নিষেধ নাই কেবল রবিবারে এ সকল নিষেধের কারণ কি।

উত্তর। সকল বারেই কর্ম্ম বিশেষ২ নিষেধ আছে, ধনুর্ব্বিদ্যারম্ভে শনিবার, সোমবার, বুধবার, এবং তৈলাভ্যঙ্গে বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, মঙ্গলবার, নিষেধ।

প্রশ্ন। সামান্যত তাল ভক্ষণ ও বার্ত্তাকী ভক্ষণ নিষেধ হবে সপ্তমীতে তাল, ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকী ভক্ষণ কি কারণ নিষেধ।

উত্তর। শ্বেত তাল, শ্বেত বার্ত্তাকী, নিষেধ, বিশেষ যে যে তিথিতে যেহ দ্রব্য নিষেধ তৎ তৎ ভিন্ন তিথিতে তৎ তৎ দ্রব্য ভক্ষণ করিতে পারিবেক।

প্রশ্ন। যেহ তিথিতে যেহ দ্রব্য নিষেধ তদিতর দিনে যদ্যপি তৎ তৎ দ্রব্য ভোজন বিধি হয়, তবে দ্বাদশীতর দিনে পূতিকা ভক্ষণ করিবে কি না।

উত্তর। কুসুম্ভ, নালিকাশাক, শ্বেত বার্ত্তাকী, পূতিকা, ইহ সামান্যত ব্রাহ্মণের অভোজ্য, দ্বাদশীতে পূতিকা নিষেধ অধিক পাপ জনক অথবা শূদ্রাদির নিষেধ।

প্রশ্ন। বিষ্ঠা অবধি গোমাংস পর্য্যন্ত অপকৃষ্ট দ্রব্য নিষেধ যোগ্য বোধ হইল কিন্তু তদ্ভিন্ন জলাদি প্রকারান্তর ব্যবহারে এবং তিথি বিশেষে দ্রব্য বিশেষ ভক্ষণ নিষেধ ইত্যাদি সামান্যাপরাধে গুরুতর দোষশ্রুতির ন্যায় বোধ হয়, অতএব ইহার কারণ বিশেষ কি।

উত্তর। বিষ্ঠাবধি গোমাংস পর্য্যন্তেরি গুরুতর নিষেধ তাহার পর যে সমস্ত ইহা তদ্রূপ নহে, অকর্ত্তব্য প্রযুক্ত ঋষিরা ভয় প্রদর্শন করাইয়া নিষেধ করেন তাহার কারণ এ সমস্ত কর্ম্ম করিলে কুত্রাপি অভব্যতা প্রকাশ কোথায় রোগ জনক ইত্যাদি প্রত্যেকেরি গূঢাভিপ্রায় আছে, তাহা সম্যক্রূপে অস্মদাদির উপলব্ধি হয় না, সে ক্ষুদ্রবুদ্ধি প্রযুক্ত। বিশেষত মনুষ্য সকলের চরমকালে, যোগাবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ করা উত্তম কল্প, তাহা অনশন ব্রত প্রভৃতি অতি কঠিন কর্ম্ম

কিন্তু ক্রমে অভ্যাসদ্বারা তাহা সুসিদ্ধ হইতে পারে, বিবেচকেরা এমত কহেন, সুতরাং কোনো বিষয় অভ্যাস করিতে হইলে সোপানাবলম্বন ব্যতিরেকে ফলপ্রাপ্ত হইতে পারে না, এজন্য নীতিগ্রন্থে লিখেন। ধন পাদের ধূলীর ন্যায়, যৌবন পর্ব্বত নদীর বেগের ন্যায়, জলবিন্দু যেরূপ চঞ্চল, পরমায়ু তদ্রূপাস্থির, জীবন ফেনার ন্যায়, ইহা জানিয়া যে মন্দবুদ্ধি, সেই স্বর্গের অর্গলের উদ্ঘাটক যে ধর্ম্ম, তাহা না করে সে পশ্চাদ্‌দ্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাপিত হইয়া শোক রূপাগ্নিতে দগ্ধ হয়, তস্মাৎ শাস্ত্রে দৃঢ়তর বিশ্বাস করিয়া সেই আচরণ করিলে শেষ সুখোদয় অবশ্যই হইবেক। নিয়ম যে এক পদার্থ তাহা নিয়ম দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়, নিয়ম ব্যতিরেকে ইন্দ্রিয় বশ হয় না, ইন্দ্রিয়বশ না হইলে চিত্তশুদ্ধি হয় না, চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে জ্ঞান হয় না, জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি হয় না, অতএব প্রথমাবধি নিয়মাবধারণ ব্যতিরেকে চরমে যোগারূঢ় হইতে পারে না, এবং ইহকালেও প্রশংসিত হইতে পারে না।

প্রশ্ন। আর কি কি নিয়ম কর্ত্তব্য।

উত্তর। সদসৎ কর্ম্ম, এবং শুদ্ধাশুদ্ধ গ্রহণ ত্যাগ ইত্যাদি।

প্রশ্ন। অসৎ কর্ম্ম কি।

উত্তর। নানাপ্রকার পাতক।

প্রশ্ন। পাতক কতপ্রকার।

উত্তর। অতিপাতক ৩ প্রকার, মহাপাতক ৫ প্রকার, অনুপাতক ২১ প্রকার, উপপাতক ৫০ প্রকার, জাতিভ্রংশ

কর ৫ প্রকার, সঙ্করীকরণ ১০ প্রকার, অপাত্রীকরণ ৪ প্রকার, মলাবহ ৪ প্রকার, প্রকীর্ণক ৪ প্রকার এই ১০৬ প্রকার পাতক, ইহাভিন্ন আরো কতকগুলি কর্ম্ম বিশেষ আছে, তাহাও নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন। অতি পাতক তিন প্রকার কি কি।

উত্তর। মাতৃ দুহিতৃ পুত্রবধূ গমন, ইহার জ্ঞানাজ্ঞান সাধারণ মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত লিখেন, অতএব মহর্ষিদিগের অভিপ্রায় এই অনুমান হয় যে তদ্রূপ দুষ্কর্ম্মির উচিত আত্ম ঘাতী হইয়া দেহত্যাগ করে।

প্রশ্ন। মহাপাতক ৫ প্রকার কি কি।

উত্তর। ব্রহ্মহত্যা, ব্রাহ্মণের ত্রিবিধ প্রকার সুরাপান, শূদ্রের সুরাপান স্থলে কপিলা দুগ্ধপান, কপিলা দুগ্ধ শব্দে গাভী প্রসব হইলে দশ রাত্রের মধ্যে সেই গোর দুগ্ধ, ব্রাহ্মণের অশীতি রত্তিকা পরিমিত সুবর্ণ হরণ, গুর্ব্বঙ্গনা অর্থাৎ বিমাতৃ গমন, এবং উক্ত প্রকার দুষ্কর্ম্মির সংসর্গ, যথা এক যোন্যাদি প্রভৃতি গুরুতর সংসর্গ, আর মহাপাতকির মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, কিন্তু অজ্ঞান কৃত হইলে উৎকট প্রায় শ্চিত্ত দ্বারা লোকে ব্যবহার করে, অর্থাৎ নিষ্পাপী হয়। মিথ্যাভাষির অত্যন্তাভ্যাসে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত দৃষ্ট হও য়াতে তাহাকেও মহাপাতক তুল্য করিয়া গণনা করা যায়।

প্রশ্ন। অনুপাতক ২১ প্রকার কি কি।

উত্তর। পিতৃ ভোগ্যাস্ত্রী, পিতৃব্যস্ত্রী, পিতৃষ্বসা, ভ্রাতা স্ত্রী, মাতুলানী, শ্বশুরস্ত্রী, নৃপস্ত্রী, পিতৃভগিনী, মাতৃ

ভগিনী, শ্রোত্রিয়স্ত্রী, পুরোহিতের স্ত্রী, উপাধ্যায়স্ত্রী, মিত্রস্ত্রী, ভগিনীর সখী, স্বগোত্রাস্ত্রী, আত্মাপেক্ষোত্তমবর্ণা স্ত্রী চণ্ডালাদিস্ত্রী, ব্রাহ্মণ কন্যা রজস্বলাস্ত্রী, প্রব্রজিতাস্ত্রী, নিক্ষিপ্তা স্ত্রী, এই সমস্ত স্ত্রীগমন অত্যন্ত নিষিদ্ধ, ইহা অনুপাতক অর্থাৎ মহাপাতক তুল্য।

প্রশ্ন। উপপাতক ৫০ প্রকার কিং।

উত্তর। গোবধ, অযাজ্যযাজন, পরদার গমন, আত্মবিক্রয়, পিতা মাতা গুরু অকৃতাপরাধি পুত্র সহাধ্যায় এই সকল পরিত্যাগ, পরিবেত্তৃত্ব, পরিবিত্তিত্ব, পরিবেত্তৃ, পরিবিত্তিযাজন, এবং ইহারদিগের কন্যাদান, অঙ্গুল্যগ্রে কন্যাযোনি বিদারণ, ব্রতভঙ্গ, তড়াগ আরাম দারা অপত্য এই চতুষ্টয় বিক্রয়, সংস্কার হানিত্ব, ত্রিবিধ বান্ধব ত্যাগ, ভৃতকাধ্যাপন ভৃতাধ্যয়ন, ব্রাহ্মণের লৌহাদি বিক্রয়, সর্ব্বকর স্থানাধিকার, অমনুষ্য বধাদি, মহামন্ত্র প্রবর্ত্তন, স্ত্রীমাত্র জীবিকা, ঔষধবিক্রয়, হিংসা, অভিচার, স্বমাত্রার্থক পাকক্রিয়া, নিন্দিতান্ন ভোজন, চৌর্য্য স্বভাব, পিত্রাদির ঋণাশোধন, পাষণ্ড শাস্ত্রাভ্যাস, কুশীদবৃত্তি, ধান্য তামাকু পশু স্তেয়, মদ্যপের স্ত্রীগমন, মদ্যপাস্ত্রী গমন, স্ত্রী শূদ্র বৈশ্য ক্ষত্রিয় বধ, নাস্তি পরলোক ইত্যাকার জ্ঞান।

প্রশ্ন। জাতি ভ্রংশকর ৫ প্রকার কিং।

উত্তর। ব্রাহ্মণ পীড়ন, লসুনাদিঘ্রাণ, মদ্যঘ্রাণ, মিত্রেপি কৌটিল্যতা, পুংমৈথুন।

প্রশ্ন। সঙ্করী করণ ১০ প্রকার কি২।

উত্তর। খর, উষ্ট্র, অশ্ব, মৃগ, হস্তী, অজা, মেষ, মীন, সর্প, মহিষ, বধ।

প্রশ্ন। অপাত্রী করণ ৪ প্রকার কি২।

উত্তর। ব্রাহ্মণের নিন্দিত ধন গ্রহণ, বাণিজ্য, শূদ্রসেবন, প্রবঞ্চনা।

প্রশ্ন। নিন্দিত ধন কাহাকে কয়।

উত্তর। শূদ্র, চণ্ডাল, রজক, চর্ম্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত্ত, মেদ, ভিল ইহারদিগের দান গ্রহণ। কিন্তু সৎশূদ্র দত্ত ধনে দ্রব্যান্তর ক্রয় করিয়া ভক্ষণে অত্যন্ত দোষাভাব।

প্রশ্ন। মলাবহ ৪ প্রকার কি২।

উত্তর। কৃমি কীটহত্যা, মদ্যানুগত ফলাদি ভোজন, ফল কাষ্ঠ চৌর্য্য, এবং অল্পোপচয়ে মহদ্বৈকৃত্য।

প্রশ্ন। প্রকীর্ণক ৪ প্রকার কি২।

উত্তর। বিহিত নিত্যকর্ম্মাকরণ, পরদারগমনাদি, শৃগাল, কুকুর, বিড়াল, নর, অশ্ব, উষ্ট্র, বরাহ, দ্বারা দংশিত, মিথ্যা অভিশাপ জনিত, পাপ।

প্রশ্ন। কর্ম্ম বিশেষ কতকগুলি নিষেধ করিয়াছেন সে কি কি।

উত্তর। ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত ছেদন, ব্রাহ্মণ স্ত্রী অগ্নি গো, ইহারদিগের মধ্যদিয়া গমন, অগ্নিতে এবং গোতে চরণ নিক্ষেপ, পৃথিবীতে পদাঘাত, দেবতা গৃহের ইষ্টকাদি লইয়া

বাস গৃহ নির্ম্মাণ, বিষ্ঠা মূত্র উচ্ছিষ্ট যুক্ত ব্যক্তির স্পর্শ, এবং চণ্ডালাদিস্পর্শ, উচ্ছিষ্টমুখে উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণ শুব শূদ্র শূকর রজস্বলা কুক্কুর মদ্যভাণ্ড স্পর্শ, চণ্ডালাদির সহ গমন, গৃহীত তৈল পুরুষের এবং মৈথুনে বমনে ক্ষৌরে স্নান ব্যতিরেকে মূত্র পুরীষোৎসর্গ, ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত হীন ভোজন, দেবতা অতিথি ভৃত্য বর্জ্জন পূর্ব্বক ভক্ষণাভ্যাস, দেবার্থোপ কল্পিত দ্রব্যভক্ষণ, বালকাদি বর্জ্জন পূর্ব্বক একাকী মিষ্ট ভোজন, অত্যম্ল ভক্ষণ, দিবা মৈথুন, নগ্ন হইয়া স্নান, পরস্ত্রী নগ্না দর্শন পর্ব্বেতে স্ত্রী সংসর্গ, তৈলাভ্যক্ত স্নানার্থ পুরুষের স্নানাকরণ পূর্ব্বক ভোজন, পশ্চিম এবং উত্তর দিগে মস্তক করিয়া শয়ন, ও শনি মঙ্গলবার ষষ্ঠী দ্বাদশী এবং শ্রাদ্ধবাসর এই সকল দিবসে বস্ত্র ক্ষারসংযোগ, প্রতিপৎ অষ্টমী চতুর্দ্দশী পঞ্চদশী সন্ধ্যাগর্জ্জন অম্বুবাচী ইহাতে অধ্যয়ন, অম্বুবাচীতে অন্ন ভোজন মৃত্তিকা খনন, পর্ব্বাতিরিক্তে ঋতুমতী স্ত্রী পরিত্যাগ, তাম্বূলাতিরিক্তে চর্ব্বণকালে আচমনা করণ, ভোজন কালে রেত মূত্র পুরীষোৎসর্গ, জলে বিষ্ঠা মূত্র ষ্ঠীবন ত্যাগ, গঙ্গাতে বিষ্ঠামূত্র ষ্ঠীবন ত্যাগ ও আচমন, রেতঃপাত, নির্ম্মাল্য ত্যাগ, মলঘর্ষণ, কেশ মোচন, গাত্র মার্জ্জন, ক্রীড়া, প্রতিগ্রহ, অশ্রদ্ধা, অন্য তীর্থের প্রতি শ্রদ্ধা, এবং অন্য তীর্থ প্রশংসা, বস্ত্রত্যাগ, বস্ত্রাঘাত, সন্তরণ, এই সকল কর্ম্ম।

প্রশ্ন। পর্ব্ব কোন২ দিবস হয়।

উত্তর। চতুর্দ্দশী, পৌর্ণমাসী, অমাবাস্যা, অষ্টমী, সংক্রান্তি, এই পাঁচ পর্ব্ব, ইহাতে স্ত্রী তৈল মাংস সম্ভোগ করিবেক না, কিন্তু তন্ত্রমতে বামাচারির এই পাঁচ দিনে অবশ্য কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন। শুদ্ধাশুদ্ধ কি।

উত্তর। বর্ষাতিরিক্ত কালে ভূমিগত নবোদক ত্রিদিবস অশুদ্ধ থাকে। বাপী কূপাদি জলে মৃতশরীরাদি স্পর্শ হইলে অশুদ্ধ হয়, তৎসংশোধনার্থে শতকুম্ভ জলোত্তোলন পূর্ব্বক পঞ্চগব্য নিঃক্ষেপ করিবেক, শব দূষিত গৃহস্থিত মৃন্ময় ভাণ্ড ও অন্নাদি পরিত্যাগ করিয়া গোময় দ্বারা উপলেপন করিলে, শুদ্ধ হয়। চণ্ডালাদির বাসকরা গৃহ হইলে, প্রথম ভূমির অগ্নির দ্বারা দাহ, তদনন্তর মৃত্তিকা খনন, এবং অন্য মৃত্তিকা দ্বারা পূরণ, এবং গোময় দ্বারা উপলেপ করিলে শুদ্ধি হয়। ইহা মৃন্ময় গৃহ প্রতি। কিন্তু ইষ্টকাদি নির্ম্মিত গৃহ, দ্রব্য বিশেষ দ্বারা উপলেপনাদি যুক্তি সিদ্ধ, সুতরাং বলিতে হইবেক। সুবর্ণ, রজত, শঙ্খ, প্রস্তর, শুক্তি, রত্ন, কাংস্য, তাম্র, রঙ্গ, সীসা, লৌহ, পাত্র উচ্ছিষ্টাদি রহিত হইলে কেবল জল দ্বারা ধৌত করিলে শুদ্ধ হয়, উচ্ছিষ্ট হইলে মৃত্তিকা ক্ষার, ভস্ম এবং জলদ্বারা ধৌত হইলে শুদ্ধ হয়। রজস্বলা, বিষ্ঠা, মূত্র, মদ্য, চণ্ডালাদির উচ্ছিষ্ট, স্পর্শ হইলে দহনশীল পাত্রদ্রব্যাদি সংযোগ করিলে শুদ্ধ হয়। কাষ্ঠপাত্র তক্ষণ মাত্রে

শুদ্ধ হয়। প্রস্তর, হস্ত্যাদির দন্ত, মহিষাদি শৃঙ্গ পাত্র, সপ্তাহ মৃত্তিকার মধ্যে থাকিলে শুদ্ধ হয়। ... দ্রব্য পাত্র, ভগ্ন কাংস্য পাত্র, ত্যাজ্য হয়। ঘৃত, মধু, ..., গুড়, দুগ্ধ, যাবৎ ম্লেচ্ছপাত্রে থাকে তাবৎ অশুদ্ধ। মক্ষিকা, অচ্ছিন্ন ধারা, ভূমি, জল, বিড়াল, বায়ু, বৃহৎ কাষ্ঠ, ও প্রস্তর, সর্ব্বদা শুদ্ধ। লবণ, মধু, মাংস, পুষ্প, মূল, ফল, শাক, কাষ্ঠ, তৃণ, জল, দধি, ঘৃত, দুগ্ধ, তৈল, ঔষধ, মৃগ..., ছাতু, ভৃষ্ট তণ্ডুল, প্রভৃতি অগ্নিপক্ব দ্রব্য, তণ্ডুলাদি অপক্ব, অশৌচি স্বামিক হইলেও ব্যক্ত্যন্তর হস্তে দত্ত হইলে শুদ্ধ হয়। এবং মূল্য দিয়া অশৌচির দ্রব্য লইয়া ধৌত করিলে শুদ্ধ হয়।

প্রশ্ন। শুদ্ধাশুদ্ধের মধ্যে অনেক নিরর্থক দোষ হয়।

উত্তর। তাহা কদাচ নহে, যাহা আচরণ করা দুঃসাধ্য, এবং বিষয় কর্ম্মের হানি হয়, এমত কর্ম্ম নিষেধ করেন নাই, যে যে দ্রব্য যে যে প্রকারে অশুদ্ধ হয়, লিখিয়াছেন, সে দ্রব্য তদ্রূপে ব্যবহার করিলে কোথাও সম্ভ্রমের হানি হয়, কোথাও মানসিক ক্লেশ, অর্থাৎ ঋষিদিগের সূক্ষ্মদৃষ্টি প্রযুক্ত প্রকাশ হইয়াছিল যাহাতে বুদ্ধির জড়তা হয়, এমত দ্রব্যের নিষেধ করেন, আর নিষেধিত দ্রব্যের সর্ব্বদা ব্যবহার করিলে শরীরে মহদ্রোগোদ্ভব হয়, তাহা বিলক্ষণ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, এই ক্ষণ কার লোক যাহারা ধর্ম্মশাস্ত্র মানে না, তাহারা প্রায় উৎকট রোগগ্রস্ত, অতএব বিধি নিষেধানুসারে, কর্ম্ম অবশ্য

কর্ত্তব্য, উত্তম লোক সকল সর্ব্বদা যাহাতে মনের মালিন্য না জন্মে, এবং রোগ না হয়, ও বিধি উল্লঙ্ঘন জন্য দোষ না হয়, এবং লোকে শাস্ত্রানভিজ্ঞ বলিয়া মূর্খ না বলে, এমত উপায় চিন্তা সর্ব্বদা করিবেক। দেখ নীতিগ্রন্থে কহিয়াছেন. চিকিৎসকের রোগী, অধিকারি রাজাদিগের ব্যসনী লোক, পণ্ডিতের মূর্খ, সল্লোকের উত্তমজাতি, এই প্রত্যেক প্রত্যেকের জীবন. অর্থাৎ রোগী, পাপী, এবং মূর্খ খ্যাতি হইলে বৈদ্য, শ্রোত্রিয়, পণ্ডিত ইহারা আক্রমণ করে, আর সল্লোকে ত্যাগ করে। ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষ নিষেধ নাই, তত্রাপি নীতি শাস্ত্রে রোগজনক প্রযুক্ত নিষেধ করেন, যথা শুষ্ক মাংস, বৃদ্ধাস্ত্রীসংভোগ, শরৎকালীন রৌদ্র, অত্যম্ল দধি, আর প্রভাতে মৈথুন, এবং নিদ্রা, ইহারা লোকের মৃত্যুর কারণ লেখেন। নবান্ন, সদ্যোঘৃত, অল্পোষ্ণ জল, বালিকা স্ত্রী, এই সকল জীবনের কারণ লেখেন।

প্রশ্ন। শুষ্ক মাংসাদি ষড়্দ্রব্য ব্যবহারে প্রাণিদিগের মৃত্যু হয়, লিখিয়াছেন এ অতি অপ্রামাণ্যের বিষয়, যেহেতুক এই কর্ম্ম প্রায় অধুনা অনেকেই ব্যবহার করিয়া থাকে, কৈ তাহার কেহতো মরে না।

উত্তর। মৃত্যু হয় লিখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হয়, শুষ্কমাংস ভোজনে ও অত্যম্ল দধি ভোজনে রোগোৎপত্তি হইয়া তদ্দ্বারা মৃত্যু সম্ভাবনা, এবং শর রৌদ্র গ্রহণে রোগোৎপত্তি হইতে পারে, বৃদ্ধা স্ত্রী সংভোগ,

আর প্রভাত কালীন মৈথুন, এবং নিদ্রা, ইহাতে আয়ুঃ সহ শরীরকে ক্ষয় করে, সুতরাং পরম্পরা মৃত্যু জনক বটে।

প্রশ্ন। দোষ হয় না এমত কিং কর্ম্ম আছে।

উত্তর। নিজ ভৃত্য দ্বারা, কিম্বা কুম্ভকার, কি নাপিতং ইত্যাদির গৃহে কন্দুপক্ব, অর্থাৎ জলব্যতিরেকে পাক, ঘৃত পক্ব, তৈলপক্ব, দুগ্ধ, গোপজাত দধি, শক্তু ভোজনে দোষ হয় না। আপৎ কালে শূদ্রের আমান্ন ভোজনে দোষাভাব, বরং উৎকট আপৎকালে চণ্ডালাদির আমান্নও ভোজন করিতে পারে। ক্রোধ, কিম্বা মোহ, কিম্বা ভয় প্রযুক্ত যদি ভার্য্যা কে মাতৃ সম্বোধন করে, তবে সে স্ত্রী পরিত্যাগ করিবেক, কিন্তু যদি বয়স্থা ও গুণবতী হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গ্রহণ করিলে দোষ হয় না। এবং ব্যভিচারিণী স্ত্রী বধে দোষ হয় না, কিন্তু বধ পদে মস্তকাদি মুণ্ডন, নতুবা প্রাণে নষ্ট করিবেক না। ভোজন কালে সূতকাদ্যশৌচে, গ্রাসত্যাগ পূর্ব্বক স্নান করিলে দোষ হয় না। এবং পিতা, ও মাতা, গুরু ইহাঁরদিগের উচ্ছিষ্ট ভোজনে দোষাভাব, এবং কুক্কুর দষ্ট মৃগমাংস দষ্টস্থান পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট মাংস ভোজন করিতে পারে।

প্রশ্ন। তথাপি যে সমস্ত কর্ম্ম পূর্ব্ব নিষেধ লিখিয়াছেন ইহা সমস্ত যে ইহকালের মনুষ্য সম্পূর্ণরূপে আচরণ করিতে পারে এবং তদ্দ্বারা অরোগী ও নির্ম্মলবুদ্ধি বিশিষ্ট, এবং

সচিত্ত হইয়া চরমে যোগারূঢ় হইতে পারে এমত কোন প্রকারে বোধ হয় না।

উত্তর। এই কারণ প্রযুক্ত এক্ষণকার মনুষ্য অল্প পরাক্রমী, এবং সমল বুদ্ধি, অর্থাৎ স্থূলবুদ্ধি, ও সর্ব্বদা রোগ গ্রস্ত। যদ্যপি কিঞ্চিৎ বুদ্ধি ধর্ম্মাংশে নিক্ষেপ করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক কর্ম্ম করে তবে তাবৎ কর্ম্মই সম্পূর্ণ হয়, অথচ পাপ জন্মে না। যদি দৈবাৎ কোন পাপজনক কর্ম্ম হয় তাহারও প্রায়শ্চিত্ত আছে। প্রায়শ্চিত্ত করিতে অশক্ত পর, অনুকল্প কহিয়াছেন। সাবধান হইবেক না এবং সর্ব্বদা কেবল দুষ্কর্ম্মই করিবেক. তাহার কথা কি। শাস্ত্রে লিখেন গতায় লোকেরা প্রদীপ নির্ব্বাণের গন্ধের ঘ্রাণ পায় না, সুহৃৎ লোকের বাক্য শ্রবণ করে না. এবং অরুন্ধতী তারার দর্শন হয় না, সেইরূপ নরকোন্মুখ মনুষ্যের শাস্ত্রে বিশ্বাস হয় না। উত্তম লোকদিগের স্বভাব সিদ্ধ এই যে আপৎ কালে ধৈর্য্য, বৃদ্ধিকালে ক্ষমা, সভাতে বাক্যের পটুতা, যুদ্ধে পরাক্রম, যশেতে অভিরুচি, আর শাস্ত্র শ্রবণে সদাভিলাষ হয়। উপাসনা পক্ষে অধিকারি ভেদে পাপক্ষয়ের উপায় ও পুরুষার্থ সিদ্ধির কারণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার চতুর্থাধ্যায়ের পঞ্চবিংশতি শ্লোকাবধি একত্রিংশৎ শ্লোক পর্য্যন্ত কহিয়াছেন। যথা পঞ্চ বিংশতি শ্লোকার্থ, কর্ম্মযোগী শ্রদ্ধা পূর্ব্বক দেবতাকে যজন করেন, জ্ঞানযোগী ব্রহ্মরূপাগ্নিতে ব্রহ্মার্পণ রূপ যজ্ঞদ্বারা যজন করেন। ষড়্‌বিংশতি শ্লোকার্থ

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ইন্দ্রিয় সংযম রূপাগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রি
য়কে হবন করেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে নিরোধ করিয়া প্রাধান্য
রূপে সংযমের অনুষ্ঠানে স্থিতি করেন। কোনং গৃহস্থেরা
ইন্দ্রিয় রূপাগ্নিতে শব্দাদি বিষয়কে হবন করেন, অর্থাৎ বিষয়
ভোগ কালেও আত্মাকে নির্লিপ্ত জানিয়া ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম
ইন্দ্রিয় করে এই নিশ্চয় করেন। সপ্তবিংশতি শ্লোকার্থ,
ধ্যাননিষ্ঠ ব্যক্তিরা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণাদি বায়ু
এসকলের কর্ম্মকে জ্ঞানদীপ্ত প্রজ্বলিত, যে আত্মার ধ্যানরূপ
সংযমাগ্নি, তাহাতে হবন করেন, অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে
আত্মাকে জানিয়া তাহাতে মনঃস্থির করিয়া বাহ্যে নির্লিপ্তরূপ
থাকেন। অষ্টাবিংশতি শ্লোকার্থ, কোনং ব্যক্তিরা দানরূপই
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আর কেহং তপোরূপ যজ্ঞ
করেন। কেহং চিত্তাদি নিরোধ যজ্ঞ করেন। ও কেহং বেদ
পাঠরূপ যজ্ঞ করেন। ও কেহং যত্নশীল দৃঢ়ব্রত ব্যক্তিরা
বেদার্থ জ্ঞানরূপ যজ্ঞ করেন। ঊনত্রিংশৎ শ্লোকে কোনং
ব্যক্তি পূরক ও কুম্ভক ও রেচক ক্রমে প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞ
পরায়ণ হয়েন। ত্রিংশৎ শ্লোকার্থ, কোনং ব্যক্তিরা আহার
সঙ্কোচ দ্বারা ইন্দ্রিয়কে দুর্ব্বল করিয়া ইন্দ্রিয় বৃত্তি লয়
করেন, এই দ্বাদশ প্রকার ব্যক্তিরা স্বং অধিকারের যজ্ঞকে
প্রাপ্ত হয়েন, আর পূর্ব্বোক্ত স্বং যজ্ঞের দ্বারা স্বকীয় পাপকে
ক্ষয় করেন। একত্রিংশৎ শ্লোকে স্বং যজ্ঞের অবসরকালে,
অমৃতরূপ বিহিতান্ন ভোজন পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা নিত্য

ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন, ইহার মধ্যে কোন যজ্ঞ যে না করে সে মনুষ্যলোকও প্রাপ্ত হয় না, পরলোকে সুখ কিপ্রকারে তাহার হইবেক।

প্রশ্ন। পরলোক আছে কি না ইহার সন্দেহ জন্মে, যেহেতুক দৃষ্ট নহে, যদি থাকে, তথাপি ইহলোক এবং পরলোক উভয়েতেই সুখ এবং দুঃখ অতএব ভবিষ্যৎ পরলোকে সুখ কল্পনা করিয়া ইহলোকে যে অত্যন্ত ক্লেশ স্বীকার করা সে নির্ব্বোধের কর্ম্ম কি না।

উত্তর। এ পূর্ব্বপক্ষ নাস্তিকেরা করিয়া থাকে, কিন্তু নাস্তিকতা করা দুই চারিটা কথা অভ্যাস করিলে হয় না, ইহা অনেক বিদ্যার কর্ম্ম, ইহকালে তদ্রূপ পণ্ডিত পৃথিবীতে নাই, কথিত আছে কলিযুগের লোক এইরূপ কিঞ্চিৎ২ নাস্তিকতা দ্বারা সামান্য জ্ঞানিলোকের দিগকে বিচারে পরাভব করিয়া আপনি অত্যন্ত পণ্ডিতত্বাভিমানী হইয়া পুণ্যজনক কর্ম্মহীন হইয়া দেহান্তর প্রাপ্ত হইবেন, পরে ঐ কর্ম্মানুসারে মনুষ্যদেহ পাইয়াও পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য বিরহ প্রযুক্ত জ্ঞানের বিরহ হয়, এঘটনা পৃথিবী অতি প্রাচীনা প্রযুক্ত আর উত্তম মনুষ্য হয় না, যেহেতু মনুষ্যেতেও পথিব্যংশ আছে, ইহার দৃষ্টান্ত যেমন বহুকালের বৃক্ষে অত্যন্ত ক্ষুদ্র২ ফল, আর অত্যল্প হয়, তন্ন্যায় ইনিও জীর্ণা আর অত্যল্পকাল আছে, কিঞ্চিৎ ধর্ম্মও আছেন, ইহাই শেষ হইয়া অবশেষে একাকার ম্লেচ্ছময় হইলেই জলমগ্না হইবেন তাহার সন্দেহ নাই।

প্রশ্ন। তবে এক্ষণে ধর্ম্মোপদেশের আবশ্যক কি, শেষে তো ম্লেচ্ছ হইতে হইবেক, তবে আর হিন্দু থাকিয়া ক্লেশ পাইবার প্রয়োজন কি।

উত্তর। এতদ্রূপ ব্যবহারাচরণ তাবৎ লোক হইতে হই বেক না, তাহার কারণ যাবৎ পর্য্যন্ত এক পাদ ধর্ম্ম আছেন, তাবৎ পর্য্যন্ত কতিপয় লোক ঋষিদিগকে সর্ব্বজ্ঞ বিশ্বাস করিয়া তাঁহারদিগের বাক্য প্রমাণ করিয়া অনুমান প্রামাণ্য করিবেক, তাহার দৃষ্টান্ত অনেক ন্যায়াদি গ্রন্থে প্রচার আছে তথা তোমার আপনার চক্ষুঃ তুমি আপনি দেখিতে পাওনা, কিন্তু তাহার ক্রিয়া দ্বারা অবধারণ করিতেছো যে তুমি চক্ষু হীন নহ, এবং দিবস হইলেই রাত্রি হইবে বলিয়া প্রাতঃ কালে প্রদীপ প্রজ্বলিত কোন্ বুদ্ধিমানে করিয়া থাকে, অত এব পরলোক অবশ্যই আছে, এবং তাহা দীর্ঘকাল, ইহ লোক অত্যল্পকাল, ইহাতে কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার করিলে যদি দীর্ঘকাল সুখভোগ হয় তাহা কোন্ বুদ্ধিমান না করে।

প্রশ্ন। মনুষ্য মরিলে সে কি হয়।

উত্তর। প্রপঞ্চ দেহের ধ্বংস হয়, জীব নিত্য প্রযুক্ত তাঁহার ধ্বংস নাই, সেইজীব দেহান্তর ধারণ করিয়া পূর্ব্বকৃত পাপ পুণ্যানুসারে সুখ দুঃখ পরদেহে ভোগ করে।

প্রশ্ন। তবে কিপ্রকারে পরলোক দীর্ঘকাল সম্ভবে, যেহেতুক দেহির আয়ু আকার বিশেষে প্রায় তুল্য দৃষ্ট হইতেছে।

উত্তর। পাপ পুণ্যের ভোগক্ষয় একজন্মে হয় না, জীবের জন্ম মৃত্যু কর্ম্মবশত বারম্বার স্থাবর জঙ্গমাদি শরীর হয়, পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মানুসারে কর্ম্মান্তরকে নিয়োজন করে, অর্থাৎ যাহার পাপ অধিক থাকে, তাহাকে জন্মান্তরে সর্ব্বদা পাপ জনক কর্ম্মে প্রবর্ত্ত করায়, যাহার পুণ্যাধিক থাকে, তাহাকে পুণ্যজনক কর্ম্মেতেই সদা নিযোগ করায়, যাহার জ্ঞান সাধন কিঞ্চিন্মাত্র থাকে তাহাকে পুনর্ব্বার জ্ঞানজনক কর্ম্মেই প্রবর্ত্ত করায়। প্রমাণ শ্রীভগবদ্গীতায় শ্লোক ॥ পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে। নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥ প্রাপ্যপুণ্য কৃতান্ লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃসমাঃ। শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোহভিজায়তে॥ তথা। তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকং। যততে চ ততোভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন যে যেব্যক্তি প্রথম জ্ঞানারূঢ় হইয়া পশ্চাৎ অযত্ন করে, তাহার সে জ্ঞানেচ্ছার ফল ব্যর্থ হয় না, যেহেতুক সে পরজন্মে শুচি শ্রীমান লোকের গৃহে জন্মগ্রহণ করত সেই পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার হেতুক পরজন্মে বিশ্বাস দ্বারা যত্ন করিয়া জ্ঞানকে বর্দ্ধন করে, এবং তাহাতে জ্ঞানের ফল যে মুক্তি তাহা প্রাপ্ত হয়,। ভগবদ্গীতার পঞ্চমাধ্যায়ের চতুর্দ্দশ এবং পঞ্চদশ শ্লোকার্থ, জীবের কর্তৃত্ব পাপ পুণ্য সুখ দুঃখ ঈশ্বর সর্জ্জন করেন না, ইহা অনাদি অবিদ্যা হইতে জন্মে, অতএব যেরূপ কর্ম্ম করে তাহাকে ভগবান্ সেইরূপ ফল দেন।

মনু কহেন। যন্তু কর্ম্মণি যস্মিন্ স ন্যযুঙ্‌ক্ত প্রথম প্রভুঃ। স তদেব স্বয়ম্ভেজে সৃজ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ। অর্থাৎ সেই আদিতে প্রজাপতি যাহাকে২ যে যে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন তাহারা পুনঃ২ জন্ম পাইয়া সেই২ কর্ম্মকে স্বয়ং আচরণ করে, তস্মাৎ পূর্ব্ব জন্ম কৃতকর্ম্ম যৎকরণক, যে প্রকারে, যেকালে, যেস্থানে, যৎশুভ, কিম্বা অশুভ কর্ম্ম আত্মকৃত হয়, তৎকরণক, সেই প্রকারে, সেইকালে, সেই স্থানে, ঈশ্বরেচ্ছাপ্রযুক্ত সেই জীবকে ঘটে। কিন্তু ইহার নিয়ম শত জন্মে অথবা কল্পকোটি শতান্তে পাতকের ভোগ অবশ্যই করিতে হইবেক, আর যদি অত্যন্ত উৎকট পাপ কিম্বা পুণ্য হয়, তবে ইহ জন্মেই তিন দিনে, অথবা তিন পক্ষে, অথবা তিন মাসে, অথবা তিন বৎসরে, ফল ভোগ হয়। এই যে চারি ভোগের কাল নিয়ম, এই চারি যুগ ভেদ জানিবা।

প্রশ্ন। আপনি কহিলেন, ব্রহ্মহত্যাদি উৎকট কর্ম্ম করিলে সেই কর্ম্মের এই উক্ত চতুষ্টয় কালের মধ্যে অবশ্য ফল ভোগ হয়, ইহাতে অত্যন্ত সন্দেহ জন্মিল, যেহেতুক কর্ম্ম চ[illegible]ন স্থায়ি সেই হেতুক পরে কি কারণ জন্য ভোগ হয়।

উত্তর। এঅতিনাস্তিকের কথা, ইহার প্রমাণ স্মৃতি-কর্ত্তারা লিখিয়াছে[illegible] যে পাপ জনক কর্ম্ম করিলে পাপ জন্য দুরদৃষ্ট [illegible] সেই দুরদৃষ্ট ফলনাশ্য, অর্থাৎ তাহার ফল ভোগ

হইলেই নাশ হয়, তাহার প্রমাণ ধর্ম্মশাস্ত্র কর্ত্তারা কহিয়াছেন, যথা। চিরধ্বস্তংফলায়ালং ন কর্ম্মাতিশয়ং বিনা।

প্রশ্ন। ম্লেচ্ছাদিরাতো আমারদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র মানে না তবে তাহারদিগের পরাক্রম বৃদ্ধি এবং বলতো বিলক্ষণ থাকে।

উত্তর। যে দেশে যে শ্রেণীতে এবং যে ধর্ম্মে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহার প্রত্যেকের এক২ ধর্ম্মশাস্ত্র আছে তদনুসারে আচরণ করিলে ইহকাল যাপন ভাল হইতে পারে এমত অনুমান হয় যেহেতু যে সমস্ত ধর্ম্ম ও তদ্দেশে ঈশ্বরেচ্ছাধীন প্রকাশ হইয়াছে অতএব তাহার ব্যতিক্রমে অবশ্যই ব্যতিক্রম হইতে পারে।

প্রশ্ন। হিন্দুর শাস্ত্রে অত্যন্ত গোলযোগ দেখিতেছি যেহেতুক পূজা প্রকরণে মহাবিদ্যা উপাসক বীর ভাবাপন্ন সাধারণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চাতুর্ব্বর্ণের প্রতি মদ্য মাংস পান ভোজনে বিধি কহিলেন, পরে সদসৎকর্ম্ম মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ইহারদিগের মদ্য পানে মহাপাতক হয় এঅতিগুরুতর নিষেধ দৃষ্ট হইতেছে, এ উভয় সমন্বয় কিরূপে হইতে পারে।

উত্তর। মহাবিদ্যা উপাসক পশু, বীর, এবং দিব্য, এতিন ভাবের কথা আগমে লেখেন, কিন্তু স্মৃতির মতে কলিতে মদ্যপান অত্যন্ত নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন। তথাপি বিরোধ রহিল, যেহেতুক উভয় শাস্ত্র প্রকাশককে আপনি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া কহিতেছেন, অথচ পর

স্পার মতের অত্যন্ত অনৈক্য দৃষ্ট হইতেছে অতএব এই দুই শাস্ত্রের কোন শাস্ত্র অধিক প্রামাণ্য এবং বলবান্ বলা যাইতে পারে।

উত্তর। এ দুই শাস্ত্রের এককে প্রামাণ্য অন্যকে অপ্রামাণ্য কহিতে পারা যায় না, তাহার কারণ আগম কর্ত্তা মহাদেব, আর স্মৃতি সংহিতা বেদ মূলক। বস্তুত শাস্ত্রে লিখেন। শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী। অর্থাৎ বেদেতে, এবং স্মৃতিতে বিরোধ হইলে বেদের প্রামাণ্য হয়, শ্রুতিতে শ্রুতিতে বিরোধ হইলে বৈধাবৈধ পর সিদ্ধান্ত হয়, অতএব এই উভয় শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ হইবাতে মহেশ্বর তাহার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সে এই যে যে স্থানে কলিতে ব্রাহ্মণাদির প্রতি মদ্যাদির নিষেধ দৃষ্ট হইতেছে সে অবৈধ মদ্যাদি জানিবা, আর যে স্থলে কলিতে ব্রাহ্মণাদির মদ্যাদির পান ভোজন বিধি দেখিতেছি তাহা বৈধপর হয়, যেহেতুক অধিকারি বিশেষে সংস্কৃত মদিরাপানে বিশেষ আবশ্যক আছে লিখিয়াছেন, বৈষ্ণবাধিকারে সৌত্রামণি যাগে সুরাপান বিধির স্থলে আঘ্রাণ মাত্র লইবেক কহেন। কারণ স্বীয়২ অধিকারি মনুষ্যের যে নিষ্ঠা তাহাকেই গুণ কহি। সত্য-ত্রেতা দ্বাপরে, যজ্ঞাদিতে যেরূপ বেদোক্ত বিধানে মদ্যাদ্যাচরণ ছিল তাহা কলিতে নিষিদ্ধ। অতএব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক যে সামান্যত সুরাপানে ব্রাহ্মণের চিরকাল মহাপাতক আছে।

প্রশ্ন। শাক্ত মধ্যেতো দিব্য, বীর, এবং পশু, এই তিন ভাব আছে, তন্মধ্যে দিব্য, এবং পশু, এই দুই ভাবকে কেন উত্তম না কহি।

উত্তর। এ তিন ভাবের মধ্যে এককে উত্তম অপরকে অধম একথা কহিতে পারা যায় না তাহার কারণ শাস্ত্রে কোন স্থলে পশুভাবের মাহাত্ম্য অধিক লেখেন, কোন স্থানে বীরভাবের পর উত্তম নাই ইহাও লেখেন, যেমন শিব প্রধান গ্রন্থ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু হইতে শিবের প্রাধান্য বর্ণন, তদ্রূপ বিষ্ণু প্রধান গ্রন্থে ব্রহ্মা ও মহেশ্বর হইতে বিষ্ণুর প্রাধান্য, এবং শক্তি প্রধান তন্ত্রাদিতে বিষ্ণু প্রভৃতি হইতে শক্তির প্রাধান্য বর্ণন, অতএব প্রত্যেক বর্ণনকে স্তুতিপর স্বীকার করা কর্ত্তব্য হয়, অন্যথা পরস্পর বিরোধোক্তি দ্বারা কোন শাস্ত্রের প্রামাণ্য থাকে না। যেমত ব্রত মাত্রে ঋষিরা কহিয়াছেন যে এ ব্রত সকল ব্রতের উত্তম হয়, তাহাতে সেই ব্রতের স্তুতিই তাৎপর্য্য হয়, নতুবা, অন্য ব্রতের লঘুত্বে তাৎপর্য্য বোধ হয় না। তথা দেবতা ও অধিকার ও ভাব ভেদে সেই২ শাস্ত্রের বচনোৎপন্ন যে পরস্পর বিরোধ তাহার সমাধা করিবেক।

প্রশ্ন। শ্রুতি ও স্মৃতি, বিরুদ্ধ যে আগম তাহাকে অস আগম কেন না কহি।

উত্তর। ইহা সাব্যস্ত রাখা যায় না, যেহেতুক বামাচারিরা কহিবেক যে স্মৃতি সংহিতা ও পুরাণাদিতে কলিযুগে

অধম জাতি কর্ত্তৃক পক্কান্ন উত্তম জাতির ভোজ্য নহে, কিন্তু উৎকল খণ্ডে জগন্নাথের নিবেদিতান্ন সর্ব্বজাতি একত্র হইয়া ভোজন করিবার বিধি আছে, বরং পরিত্যাগ করিলে দোষ শ্রুতি লিখেন, ইহাতে ঐ উৎকল খণ্ডকে শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধ শাস্ত্র অথবা অসৎ পুরাণ বলিয়া কোন্ গ্রন্থকর্ত্তা কহেন না, এবং তদনুসারে জগন্নাথক্ষেত্রে বিষ্ণু, কাঞ্চি, প্রভৃতি দ্রাবিড় দেশস্থ ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে সর্ব্বজাতি একত্র হইয়া পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে পুরুষোত্তমের নিবেদিতান্ন ব্যঞ্জন ভোজন করিয়া ও পাপগ্রস্ত ও জাতিভ্রষ্ট হয়েন না। অতএব সত্যাদি যুগে যে শ্রৌত মদ্য সেবা বিধি প্রাপ্ত ছিল, কলিতে তাহারি নিষেধ স্মৃতিতে ভূয়োভূয় করেন এমত বোধ হয়, কিন্তু মহাবিদ্যাদি দেবতা বিশেষের উদ্দেশে তন্ত্রোক্ত বিশেষ সংস্কারে মদ্য মাংস গ্রহণের নিষেধ শাস্ত্রানুসারে বলা হয় না। কিন্তু সৌর, গানপত্য, শৈব, বৈষ্ণব, এবং দক্ষিণাচারী শাক্ত অবশ্যই মদ্য, মাংস, মৎস্য, এবং আমিষ মাত্রই ত্যাগী হইয়া লোক যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন।

প্রশ্ন। কেহ২ কহেন যে যে তন্ত্রেতে মদ্যপানের কর্ত্তব্যতা লিখিয়াছে সে সকল কল্পিতাগম, অতএব তাহাই কেন সাব্যস্ত হয় না।

উত্তর। কুলার্ণবের প্রতি যে সন্দেহ সম্ভবে না তাহার কারণ অনেক প্রসিদ্ধ টীকাকারের ধৃত, এবং তাহাকে বেদঃ স্বরূপ কহেন, কিন্তু এমত সন্দেহ অবশ্যই হইতে পারে যে

কোনং তন্ত্রে কোনং ব্যবহার অতি কদর্য্য জ্ঞান হয়, এবং তদ্রূপ ব্যবহার বেদের অত্যন্ত বিরুদ্ধ, এবং নীতি শাস্ত্রেও নিন্দা করে, সেই সমস্ত বচন বরং কল্পিত সন্দেহ হয়, নতুবা সাধারণ যে কথা সংস্কৃত মদ্যপান করিতে পারে ইহা লোপ করা যায় না। যেহেতুক বেদেও তাহার প্রমাণ থাকাতে উভয় ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে।

প্রশ্ন। মদ্য পানতো সদ্ব্যবহার, কিম্বা সদাচার বোধ হয় না।

উত্তর। ইহা যথার্থই বটে, তাহার কারণ, লোক সকল যথার্থ পথ বিস্মৃত হইয়া সুখের অনুসন্ধানে গিয়া উন্মত্ত হয়, শাস্ত্রে লিখেন যজ্ঞ, দান, অধ্যয়ন, তপস্যা, সত্য, ধৃতি ক্ষমা, অলোভ, এই অষ্টপ্রকার ধর্ম্মের পথ, তাহার পূর্ব্ব চতুষ্টয় দম্ভের নিমিত্তেও লোক সেবা করে, কিন্তু উত্তর চতুষ্টয় কোন মহাত্মাতেই থাকে. এ দ্রব্যের গুণ হঠাৎ অজ্ঞান এবং রাগী করে, সুতরাং রাগ জন্মিলে ভ্রম হয়, ভ্রম জন্মিলে পাপ, এবং পাপির মুক্তি নাই, এই জন্যই যুক্তিমূলক স্মৃতিকার দেশ হিতার্থী রাজা ভূয়ং নিষেধ করেন। নতুবা সদাচার সদ্ব্যবহার পক্ষে মনু কহেন। সরস্বতীদৃশদ্বত্যোর্দেবন দ্যোর্যদন্তরং। তদ্দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে। তস্মিন্‌দেশে যআচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ। বর্ণানাং সান্ত রালানাং স সদাচারউচ্যতে। এ বচনদ্বারা যে সম্প্রদায়ে পরম্পরা ক্রমে আগত যে আচার তাহা সেই উপাসনা বিশে

যে সদাচার শব্দ প্রতিপাদ্য হয়। অতএব বিধি পূর্ব্বক আচরণ করিতে পারিলে শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া দোষ দেওয়া যায় না বটে," কিন্তু কৌল ধর্ম্ম রক্ষা অতি কঠিন এই হেতু মনু লিখেন। ন মাংসভক্ষণে দোষোন মদ্যে নচ মৈথুনে। প্রবৃত্তি রেষা ভূতানাং নিবত্তিস্তু মহাফলা। অর্থাৎ বিধি পূর্ব্বকে দোষ নাই, কিন্তু নিবর্ত্ত ভালো।

প্রশ্ন। মদিরা পান যদি এমন ক্ষতির সম্ভাবনা দায়ক তবে ব্রাহ্মণ প্রতিই কেবল বিশেষ নিষেধ লিখেন অন্যবর্ণ প্রতি তদ্রূপ কহেন না ইহার কারণ কি।

উত্তর। এই স্থলে পূর্ব্বে যে কথিত আছে যেকালের পরিবর্ত্তে কারণের অপ্রত্যক্ষতা তাহাই প্রকাশ হইল। দেখ যৎকালে ঐ সমস্ত মনু উপস্থিত ছিলেন, সেকালে উচ্চ পদাভিষিক্ত প্রায় ব্রাহ্মণেরাই ছিলেন উচ্চ পদাভিষিক্ত ব্যক্তির অত্যাচরণে দেশের ভদ্রাভদ্র সম্ভাবনা, প্রত্যক্ষ প্রমাণ এইক্ষণে ভারতবর্ষে ম্লেচ্ছরাজা, সুতরাং উচ্চ পদাভিষিক্ত, তাঁহারদিগের মদ্যপান জাতীয় ধর্ম্ম হইয়াও প্রধান লোকেরা উন্মত্ততা জন্মে, এমত মদ্য সভায় কি সর্ব্বদা ব্যবহার করেন না, যে করে তাহাকে রাজকীয় সমাজে নিন্দা করিয়া থাকে। ইদানীং কলিযুগে বিশেষ বঙ্গদেশে প্রায় চাতুর্বর্ণের এক ব্যবসায়, অর্থাৎ দাস্যকর্ম্ম, তাহাতেই উচ্চ নীচ পদ আছে, সুতরাং তাঁহারা উচ্চ পদস্থ, তস্মাৎ উচ্চ পদস্থ মাত্রেই ব্রাহ্মণের ন্যায় ব্যবহার করিবেন, কিন্তু

এ ব্যবস্থা আরং অশৌচাদি স্থলে ব্যবহার হইবেক এমত অভিপ্রায় নহে, পান ভোজন স্থলে অবশ্যই বিবেচনা কর্ত্তব্য, মদ্য পানের বিষয়ে আরো এক অনুভব সিদ্ধ, সাধারণ ব্যক্তি পর সন্তব্য এই যে ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গাদি দেশ অল্প দিন স্থাপিত, তন্ত্র শাস্ত্র একালের অনেক পূর্ব্ব, এবং তন্ত্রাদি শাস্ত্র হিমালয়াদি দেশে প্রকাশ হইয়াছিল, অতএব এস্থলে দেশ এবং কাল পরিবর্ত্তে কারণের অপ্রত্যক্ষতা বলা যায়, এদেশ অত্যন্ত উষ্ণ, এখানে মদ্য পারি মনুষ্যের হঠাৎ ভদ্রাভি প্রায় নষ্ট হইতে পারে, এই বিবেচনায় বোধ হয় ইহকালের এবং এদেশের ধর্ম্মশাস্ত্র সংগ্রহকার যে রঘুনন্দন, তিনি কলিতে বিশেষ নিষেধ করেন, এবং নীতি শাস্ত্রেও লিখেন যথা মদি রাপানে মত্ত, অকৃতাবধান বাতুল, ভ্রমযুক্ত রুষ্ট, ক্ষুধাতুর লোভী, ভীরু, সত্বর, এবং কামাতুর, এই কয়জন ধর্ম্মজ্ঞ হয় না।

প্রশ্ন। সঙ্করী করণ পাতকে ছাগাদিবধ নিষেধ লিখেন, পরে শক্তি পূজাস্থলে ছাগাদি বলি দিবেক লিখেন, এওতো বিরোধ।

উত্তর। ইহারো সমাধা পূর্ব্ববৎ, যেহেতুক বেদে এক স্থলে কহেন মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি, অর্থাৎ জীব মাত্রের হিংসা করিবেক না স্থানান্তরে কহেন, বায়ব্যাং শ্বেতং ছাগল মালভেত, অর্থাৎ বায় দেবতার উদ্দেশে শ্বেত ছাগল বলি দিবেক। অতএব বৈধাতি রিক্তে দোষ শ্রুতি অবশ্যই

বুঝায়। স্কন্দপুরাণে একস্থানেও নিষেধ লিখেন তাহাও অবৈধ প্রতি দৃষ্ট হয়, প্রমাণ যথা শ্লোক, যোজন্তুরাত্মতুষ্ট্যর্থং হিনস্তি জ্ঞানদুর্ব্বলঃ। দুরাচারস্য তস্যেহ নামুত্রাপি সুখং কৃচিৎ। এ বচনেও আত্মতুষ্ট্যর্থ শব্দ, অর্থাৎ স্বভক্ষণার্থ নিষেধ বুঝায়। বৈধ মাংস ভোজন প্রতি প্রবল প্রমাণ যথা। দেবান্ পিতৃন্ সমভ্যর্চ্চ্য খাদন্ মাংসং ন দোষভাক্। অর্থাৎ দেবতা পিতৃলোককে নিবেদন করিয়া মাংস ভোজন করিলে দোষ হয় না। মনু কহেন। নিযুক্তস্তু যথান্যায়ং যোমাংসং নাত্তি মানবঃ। স প্রেত্য পশুতাং যাতি সম্ভবানেকবিংশতিং। অর্থাৎ যে ব্যক্তি যজ্ঞাদিতে নিযুক্ত হইয়া মাংস ভোজন না করে সে মৃত্যুর পর এক বিংশতি জন্ম পশু হয়। অতএব এস্থলে ব্যবস্থা এই যে শক্তি উপাসকেরা বলিদান করিয়া মাংস ভোজন করিতে পারে আর বৈষ্ণবাদিরা তিথি বিশেষে পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া বিহিত মাংস ভোজন করিতে পারে যেহেতুক ইহকালে যজ্ঞ করার প্রথা বঙ্গদেশে নাই।

প্রশ্ন। বিহিত মাংস কি।

উত্তর। ছাগ, মৃগ, মেষ, বন্য শূকর, এবং পঞ্চনখী, পঞ্চনখী পদে শশারু, সজারু, স্বর্ণগোধা, কূর্ম্ম, এবং গণ্ডার।

প্রশ্ন। ভোজনের পর কি কর্ত্তব্য।

উত্তর। আচমন তাম্বূলাদি দ্বারা মুখশুদ্ধি এবং শতপাদ গমন পরে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম।

প্রশ্ন। ইহার কারণ কি অনুমান হয়।

উত্তর। মুখশুদ্ধিতে তৃপ্তি জন্মে এবং মুখের দুর্গন্ধ কারক কারণের বিনাশ করে। শতপাদ গমনে ভোজনোত্তর যে স্বাভাবিক শ্লেষ্মার প্রকোপ হইয়া থাকে, যাহা সঞ্চিত হইয়া ক্রমে কোন শ্লৈষ্মিক রোগ জন্মিবার কারণ জন্মায়, তাহার বিনাশ করে, এবং বায়ু সমতা হয়। বিশ্রামের কারণ ও বায়ু সমতা এবং ভুক্ত দ্রব্যকে পাক স্থলীতে স্থির করে।

প্রশ্ন। তদনন্তর কি কর্ত্তব্য।

উত্তর। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, এই চারি জাতি মধ্যে ব্রাহ্মণের কর্ম্ম ছয় যথা যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহ। ক্ষত্রিয় কর্ম্ম যুদ্ধ এবং রাজ্য শাসন। বৈশ্যের কৃষি এবং বাণিজ্য। শূদ্রের সেবা। অতএব স্ব২ কর্ম্ম নিয়ম পূর্ব্বক কর্ত্তব্য, ইহাতে এমন ব্যবস্থা বিবেচ্য নহে যে ব্রাহ্মণেরা স্বস্ত্যয়নাদি যাহা পূজার কালে কর্ত্তব্য তাহা ভোজনের পর গিয়া করিবেন, ফলত নিয়ম পূর্ব্বক শব্দ প্রয়োগের হেতু বিধি পূর্ব্বক জ্ঞাপক হয়। পরে সায়ংকালে সায়ংসন্ধ্যা কর্ত্তব্য, তাহার ব্যবস্থা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কহেন যে মাসান্তে পক্ষান্তে দ্বাদশী আর যে দিন শ্রাদ্ধ করে তাহাতে সায়ং সন্ধ্যা করিবেক না, কিন্তু এ ব্যবস্থার প্রমাণ শ্রুতিতে দৃষ্ট হয় না, এবং সর্ব্বদেশে প্রচলিত নহে, আর তান্ত্রিক সন্ধ্যার বাধ বঙ্গদেশে ব্যবহার নাই।

প্রশ্ন। দিবা রাত্রি ৬০ দণ্ড মধ্যে কতক্ষণ নিদ্রা, কতক্ষণ বা বিষয় চেষ্টা, আর কতক্ষণই বা ঈশ্বরারাধনায় লিপ্ত থাকা কর্ত্তব্য।

উত্তর। শ্রুতি স্মৃতি বিহিত ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত অবধি প্রদোষ পর্য্যন্ত, দিবসকে আট ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগের আদ্য অন্ত ভাগে অগ্নি হোত্র করিবেন। দ্বিতীয় ভাগে বেদের অধ্যয়ন, বিচার, অভ্যাস, জপ ও অধ্যাপনা। তৃতীয় ভাগে স্বং বৃত্তির দ্বারা ধনোপার্জ্জন। চতুর্থ ভাগে পুনঃস্নান। পঞ্চম ভাগে নিত্য শ্রাদ্ধ, বলি বৈশ্বদেব, ক্ষুধার্ত্ত জীবে অন্নদান, পশ্চাৎ অবশিষ্ট ভোজন। ষষ্ঠ ও সপ্তম ভাগে ইতিহাস পুরাণাদির আলোচনা। অষ্টম ভাগে লোকযাত্রা।

প্রশ্ন। অতিথি সেবা বৈশ্য প্রতি বিশেষ বিধি কিন্তু এখানে ব্রাহ্মণ প্রতিও তদ্রূপ করিতেছেন ইহার কারণ কি।

উত্তর। গৃহস্থ মাত্রেরি মহৎ ধর্ম্ম অতিথি সেবা, যদি ধন না থাকে তথাপি প্রিয় বাক্যেতে অতিথি অবশ্য পূজ্য হন, যেহেতুক আসন, ও স্থান, ও জল, ও প্রিয় বাক্য, এ সকল দ্রব্য সাধু লোকেরদের গৃহে কখন অপ্রাপ্য হয় না। অভ্যা গত যে শত্রু তাহারো আতিথ্য করিবেক, যেমন ছেদনকর্ত্তার সমীপবর্ত্তি ছায়াকে বৃক্ষ অপহরণ করে না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের গুরু অগ্নি, ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্রের গুরু ব্রাহ্মণ, স্ত্রীলোকেরদের পতিই গুরু, আর সকল বর্ণেতে অতিথি গুরু। অতিথি নিরাশ হইয়া যাহার গৃহ হইতে যায়,

সে আপন পাপ তাহাকে দিয়া তাহার পুণ্য লইয়া প্রস্থান করে। আর অধম বর্ণও যদি উত্তম বর্ণের ঘরে আইসে, তবে সে যথোপযুক্ত পূজ্য হয়। কেন না অতিথি সর্ব্বদেব স্বরূপ, এমত শাস্ত্রে লেখেন।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মণের উপজীবিকা কি।

উত্তর। ব্রাহ্মণের উপজীবিকা বিষয়ে মনু কহেন, ঋত, অমৃত, মৃত, প্রমৃত, সত্যামৃত, এই সকল বৃত্তির দ্বারা ব্রাহ্মণ ধনোপার্জ্জন করিবেন। শ্ববৃত্তি অর্থাৎ সেবা বৃত্তি দ্বারা কদাপি করিবেন না। পরের আজ্ঞা সম্পন্ন করাকে সেবা কহি, ইহাতে যজ্ঞাদিতে ব্রতী যজমানে করে; তাহা সম্পন্ন করাকে আজ্ঞা বহন হয় এমত শাস্ত্রের অভিপ্রায় বোধ হয় না, যেহেতুক যাজন করিবেক এমত স্বতন্ত্র শ্রুতি দৃষ্ট হই তেছে। ঋত শব্দের অর্থ, উঞ্ছবৃত্তি, ও শিলবৃত্তি, অমৃত শব্দে অযাচিত, মৃত শব্দে যাচিত, প্রমৃত শব্দে কৃষি, সত্যা নৃত শব্দে বাণিজ্য, অতএব ব্রাহ্মণ ভিক্ষোপজীবীই শ্রেষ্ঠ, তদিতর কৃষি এবং বাণিজ্য অগত্যা উঞ্ছ এবং শিল, সেবা আর শূদ্র যাজন অত্যন্ত নিষিদ্ধ। কিন্তু চারি যুগেই ব্রাহ্ম ণের রাজসেবা ব্যবহার দৃষ্ট হইবাতে ইহকালের ব্রাহ্মণেরা ম্লেচ্ছাদি দিগকে রাজ শব্দের প্রতিপাদ্য সাধারণ শুচি বিবে চনা করিয়া ম্লেচ্ছসেবা করিয়াও লোকে নিন্দিত হয়েন না। সৎশূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ সমস্ত পূর্ব্ব কথিত কাল সহকারে শূদ্রাদির উচ্চপদ প্রাপণ হেতুক, শুচিজ্ঞানে ব্যবহার স্থাপিত হইয়াছে

তজ্জন্য তাঁহারদিগকেও পতিত জ্ঞান কেহ করেন না। এত দুভয় ব্যবস্থা ব্যবহারোপি শাস্ত্র এই বচন বলে অবশ্যই সমাধা হইল।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মণের সেবা বৃত্তি অত্যন্ত নিষিদ্ধ কহেন ইহার কারণ কি।

উত্তর। প্রধান লোকের নীচ কর্ম্ম শোভাকর হয় না, সেবাকে নীতি শাস্ত্রে অতি ঘৃণিত করিয়া বর্ণন করেন, কহেন যেমন বেশ্যারা ধন প্রাপণের নিমিত্তে বেশ বিন্যাস করিয়া আপন শরীর বিক্রয়দ্বারা পরের উপকার করে, সেইরূপ ভৃত্য সকল আপন শরীর দ্বারা ধন লাভের নিমিত্ত পরের সুখ জন্মায় অতএব চাকর হইতে মূর্খ কে পৃথিবীতে আর আছে, দেখ যদি এক বেতন ভোগী পোষ্টার নিকট মৌনেতে থাকে, তবে তাহাকে মূর্খ বলে, বাক্‌পটু হইলে পাগল কিম্বা বহুভাষী কহে, যদি ক্ষমা থাকে, তবে তাহাকে ভীরু কহে, যদি কিছু সহ্য না করে, তবে তাহাকে প্রায় অনভিজাত বলে, সমীপে বসিলে অভব্য বলে, দূরে থাকিলে মৃদু কহে, চাকরের কিছু তেই যশ নাই।

প্রশ্ন। মনুষ্যের জীবদ্দশার কালকে কিরূপ বিভাগ করেন।

উত্তর। পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত কৌমার, পঞ্চমাবধি দশম পর্য্যন্ত পৌগণ্ড, দশমাবধি পঞ্চদশ পর্য্যন্ত কৈশোর পঞ্চদশাবধি পঞ্চবিংশতি পর্য্যন্ত প্রথম যৌবন, পঞ্চবিংশত্যবধি ত্রিংশৎ

বর্ষ পর্য্যন্ত যৌবন, ত্রিংশদবধি চত্বারিংশদ্বর্ষ পর্য্যন্ত শেষ যৌবন, চত্বারিংশদবধি পঞ্চাশদ্বর্ষ পর্য্যন্ত, প্রথম বৃদ্ধাবস্থা, ষষ্ট্যবধি সপ্ততি পর্য্যন্ত শেষ বৃদ্ধাবস্থা, সপ্তত্যবধি অশীতি বর্ষ পর্য্যন্ত, অতি বৃদ্ধাবস্থা, তদূর্দ্ধ ভীমরথী।

প্রশ্ন। ইহার কোন্‌কালে কি কর্ত্তব্য।

উত্তর। কৌমারকালে ক্রীড়া, পৌগণ্ড এবং কৈশোরে বিদ্যাভ্যাস, প্রথমাবধি শেষ যৌবন পর্য্যন্ত ধনোপার্জ্জন বিবাহ স্ত্রীরক্ষা সন্তানোৎপত্তি এবং সংসার নির্ব্বাহ। প্রথম বৃদ্ধাবস্থায় পুণ্য সঞ্চয়, শেষ বৃদ্ধাবস্থায় যোগ সাধন, অতি বৃদ্ধাবস্থায় প্রবৃত্তিমতে অনশন ব্রতদ্বারা দেহত্যাগ। ভীমরথীর এবং কুমারের পাপ পুণ্য গণ্য নহে।

প্রশ্ন। কৈশোরে বিদ্যাভ্যাস কিরূপে কর্ত্তব্য।

উত্তর। গুরুর উপদেশ সহ অনুশীলন করিবেক, তাহার নীতি এই যে গুরু সন্নিধানে সর্ব্বদা নির্লজ্জ হইবেক। উত্তম বিদ্যা যদি এক নীচব্যক্তি জানে তাহা হইতে সে বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে, বিদ্যার সমান বন্ধু আর কেহ নাই, জ্ঞান বৃদ্ধি আর শুদ্ধবাক্য কহিতে সর্ব্বদা যত্নবান হইবেক। বেদ বেদান্ত শাস্ত্রজ্ঞ যজ্ঞ পরায়ণ যে ব্যক্তি সে রাজপুরোহিত হইতে পারে, কুল শীল গুণবান ধার্ম্মিক প্রবীণ আলস্য রহিত ব্যক্তি রাজার ধনাধ্যক্ষ হইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রজ্ঞ, সুপরিচ্ছদ, সুশীল, সুগুণবান ব্যক্তি রাজ কবিরাজ হইতে পারে। উচ্চারণ মাত্র অর্থবোধ হয়, শীঘ্র লিখিতে

পারে, জিতাক্ষর হয়, আর অনেক শাস্ত্র যাহার অভ্যাস থাকে, এমত ব্যক্তি রাজলেখক হয়। নীতি শাস্ত্রজ্ঞ ঘোটকাদি আরোহণ করিতে পারে। সাবধান হয় শৌর্য্য বীর্য্য প্রভৃতি গুণেতে গণ্য যে হয় সে সেনাপতি হইতে পারে। মেধাবান, উপস্থিতবক্তা, অতি স্থির, মনোবৃত্তি বুঝিতে পারে, যথার্থবাদী এমত ব্যক্তি রাজদূত হইতে পারে। পুত্র পৌত্র থাকে, মিষ্টপাক করে, পাক শাস্ত্রেতে নিপুণ হয়, কঠিন স্বভাব হয়, আর পরাক্রম থাকে, এমত ব্যক্তি রাজার পাচক হয়। ইঙ্গিত বুঝে, চতুর হয়, বলবান হয়, এমত ব্যক্তি রাজার দ্বারী হয়। যেব্যক্তি এখানে কে ইহা শুনিলে আমি অমুক কহে, আজ্ঞা করুন কহে, আজ্ঞা হইলে তাহা লঙ্ঘন না করে, অল্পাকাঙ্ক্ষী হয়, এবং ধৈর্য্যবান হয়, ছায়ার ন্যায় প্রভুর অনুগত থাকে, সেই মনুষ্য রাজস্থানে বাস করিবার যোগ্য। আহূত না হইলে নিকটে যায়, জিজ্ঞাসিত না হইলে অনেক কহে, আর আপনাকে রাজার প্রিয় জানে, সে নির্ব্বোধ রাজার ভৃত্যযোগ্য নহে। প্রস্তাবের তুল্য বাক্য, সদ্ভাবের তুল্য প্রিয়, আর আপন শক্তি তুল্য ক্রোধ যে করে সেই পণ্ডিত।

প্রশ্ন। এ সমস্ত নীতি শিক্ষাতে সেবা দ্বারা ধনোপার্জন করিতে পারে, কিন্তু শরীর ক্ষণ বিধ্বংসী, অতি অল্পকাল স্থায়ী, ইহা কোনক্রমে যাপন হইলেই হয়, ধনের প্রয়োজন কি।

উত্তর। নির্দ্ধনের পর দোষ আর জগতে কিছু নাই শাস্ত্রে লিখেন, দরিদ্রতা হেতুক লজ্জা পায়, প্রাপ্তলজ্জ লোক বল হইতে ভ্রষ্ট হয়, বল রহিত পরাভূত হয়, পরাভূত হইলে জ্ঞান নাশ হয়, অজ্ঞানী জন শোক পায়, প্রাপ্ত শোকে হতবুদ্ধি হয়, বুদ্ধিভ্রষ্টে নষ্ট হয়, অতএব দেখ কি আশ্চর্য্য দরিদ্রতার ক্ষমতা।

প্রশ্ন। তথাপি যাহার পৈতৃক ধন আছে সে ব্যক্তির বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজন কি।

উত্তর। বিদ্যা নাথাকিলে ধন রক্ষা হয় না, শাস্ত্রে লিখেন বিদ্যা বিনয় দেন, বিনয়েতে যোগ্যতা পায়, যোগ্যতা হইতে ধন পায়, ধন হইতে ধর্ম্ম, পায়, ধর্ম্ম হইতে সুখপায়। অপ্রাপ্ত ধন পাইবার চেষ্টা, প্রাপ্তধন চৌরাদি হইতে রক্ষা, রক্ষিত ধন বাড়াইবার চেষ্টা, বর্দ্ধিত ধন সৎকর্ম্মে ব্যয়করা, এই ব্যবহার করিলে ধন নাশ হয় না, যেমন মসী অত্যল্প ব্যয় হইয়া কালেতে ক্ষয় পায়, সেইরূপ অবর্দ্ধিত অর্থ অত্যল্প ব্যয় হইলেও কালেতে নাশ হয়, তস্মাৎ যে ব্যক্তি ধন উপার্জ্জন করিতে পারে, সেই ধন রক্ষা করিতে পারে অতএব ধনোপার্জ্জনের নিমিত্ত বিদ্যা শিক্ষা অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

প্রশ্ন। যৌবনে ধনোপার্জ্জনের প্রথা কি।

উত্তর। যে কোনো ব্যবসায় করুক, তাবতে প্রতারণা শূন্য হইলে অধিক ধনোপার্জ্জন করিতে পারে। শাস্ত্রে লিখেন ঈর্ষা বিশিষ্ট, ঘৃণাযুক্ত, অসন্তুষ্ট, ক্রুদ্ধ, সর্ব্বদা সুশঙ্ক,

আর পরভাগ্যোপজীবী এই ছয়জন দুঃখভাগী হয়। উদ্যোগ বিশিষ্ট, অচির ক্রিয়, কর্ম্ম জ্ঞাত, ব্যসনেতে অসক্ত, বীর, কৃতজ্ঞ, অনেকের মিত্র, এতাদৃশ পুরুষকে লক্ষ্মী কৃপা করেন। এই সমস্ত রাজনীতি।

প্রশ্ন। রাজনীতি কি কি।

উত্তর। রাজনীতি চারিপ্রকারে বিভক্ত, যথা মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ, এবং সন্ধি।

প্রশ্ন। মিত্রলাভ কি।

উত্তর। আপনি রাজার উপযুক্ত হইয়া উত্তম মন্ত্রী লইবেক।

প্রশ্ন। কিপ্রকার হইলে রাজার উপযুক্ত হয়।

উত্তর। কুলাচারাদিতে পবিত্র, বলবান, ধর্ম্মিষ্ঠ, এবং জ্ঞানী, যে হয় সেই রাজার উপযুক্ত। আলস্য, স্ত্রী সেবা, রুগ্নতা, জন্ম স্থানের স্নেহ, পরিতোষ, এবং অতিশয় ভয়, এই ছয় মহত্ত্বের প্রতিবন্ধক।

প্রশ্ন। উত্তম মন্ত্রির প্রয়োজন কি।

উত্তর। যেমন স্তব্ধ লোকের যশ নষ্ট, অশিষ্ট লোকের মিত্রতা নষ্ট, অজিতেন্দ্রিয়ের কুল নষ্ট, ধনপর ব্যক্তির ধর্ম্ম নষ্ট, ব্যসনির বিদ্যা নষ্ট, কৃপণজনের সুখ নষ্ট, সেইরূপ প্রমত্ত মন্ত্রিতে রাজ্যনষ্ট হয়। অকার্য্যকে কার্য্যতুল্য করিয়া শাসন করে এমত মন্ত্রী রাখা, মাদক দ্রব্যের পান, স্ত্রী, মৃগয়া,

দ্যুতক্রীড়া, পর দ্রব্যাপহরণ, অবশ্য দেয়ের অদান, নিষ্ঠুর বাক্য, নিরপরাধির দণ্ড, এই সকল রাজার ব্যসন। উত্তম কার্য্য বিষয়কে স্মরণ, বিতর্ক, অবধারণ, আর গোপনে মন্ত্রণা এই সকল সচিবের গুণ,। পণ্ডিত ব্যক্তিকে রাজকর্ম্মে নিযুক্ত করিলে সে রাজা যশ ঐশ্বর্য্য, এবং, পুণ্য, এই তিন প্রাপ্ত হন। আর মূর্খকে কর্ম্মের ভারার্পণ করিলে অযশ, অধর্ম্ম এবং অর্থনাশ হয়। অতএব এই বিধানানুসারে রাজা পণ্ডিত মন্ত্রি প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়া রাজশাসন করিবেন, অপিচ রাজারদিগের কর্ত্তব্য সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তিকেই বশ করেন। বর্ণ, আকার, প্রতিধ্বনি, চক্ষু, এবং মুখ, বিচারদ্বারা পণ্ডিতেরা মানস তর্ক করেন। আর লোভিকে ধন, দাম্ভিককে অঞ্জলি, মূর্খকে ছল ও পণ্ডিতকে যথার্থের দ্বারা বশ করিবেন।

প্রশ্ন। সুহৃদ ভেদ কি।

উত্তর। যখন একব্যক্তি অন্য ব্যক্তির নিন্দা করে, তাহাতে রাজার নিন্দা করিয়াছে এমনো রচনা করিয়া দুর্জ্জন লোক কহিয়া থাকে, তৎকালে রাগ সম্বরণ করিয়া বিবেচনা কর্ত্তব্য, যে এই ব্যক্তি যথার্থ কহিতেছে কি রাগ দ্বেষাধীন অথবা স্বীয় লাভের নিমিত্তে কহিতেছে। নীতি শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা সর্ব্বদা এইরূপে লোকের সহিত কলহ করিয়া হাস্যাস্পদ এবং ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। অপর রাজারা যুদ্ধ বিগ্রহে পতিত হইয়া উচ্ছিন্ন হইয়া থাকেন, নীতি শাস্ত্রে লিখেন

ভৃত্যেরা কখন স্বামীকে নিরপেক্ষ করিবে না, অর্থাৎ রাজার আপন্ন থাকিলেই প্রজা এবং ভৃত্যের আদর থাকে। যে অমঙ্গল হইতে বারণ করে, সেই বয়স্য, সেই কর্ম্ম যে নির্ম্মল, সেই স্ত্রী যে সহকারিণী, সেই বুদ্ধিমান যে পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্মানিত, সেই ঐশ্বর্য্য যে মত্ততা না জন্মায়, সেই সুখী যে তৃষ্ণা রহিত, সেই মিত্র যে অকৃত্রিম, সেই পুরুষ যে ইন্দ্রিয়ের বশ নয়। ঘৃণাযুক্ত রাজা, সর্ব্বভক্ষ ব্রাহ্মণ, অবশীভূতা ভার্য্যা, দুষ্টস্বভাব সহায়, প্রতিকূল ভৃত্য, অনব ধানী নিযুক্ত লোক, আর যে লোক কৃত কর্ম্মকে নামানে এই সাত ত্যাজ্য।

প্রশ্ন। বিগ্রহ কি।

উত্তর। বালক, বৃদ্ধ, চিররোগী, জ্ঞাতি বহিষ্কৃত, ভীরু, এবং ব্যসনি সৈন্য বিশিষ্ট, লুব্ধ, লোভি সমভিব্যাহৃত, বিরক্ত স্বভাব, অত্যন্ত বিষয়াসক্ত, অনবস্থিত চিত্ত, দেব দ্বিজ নিন্দক, দৈবোপহত, দৈবপরায়ণ, দুর্ভিক্ষেতে ব্যাকুল, বিদেশস্থ, বহু শত্রুবিশিষ্ট, অসময়োদ্যোগী, সত্যধর্ম্ম চ্যুত এই বিংশতি প্রকার রাজার সহিত যুদ্ধ করিলে অবশ্যই জয়ী হয়। কেবল সাহস মাত্রাবলম্বী, উপায় রহিত লোক, ঐশ্বর্য্য পায় না, কিন্তু ন্যায়েতে এবং শৌর্য্যেতে সম্পত্তি হয়।

প্রশ্ন। সন্ধি কি।

উত্তর। উপকার দ্বারা এক শত্রুকে বশ করিয়া অন্য শত্রুকে দমন করিবেক। এই সন্ধি ষোড়শ প্রকার হয় যথা,

কেবল সমতাতে মেলের নাম কপাল ১। ধনাদিদ্বারা মেলকে উপহার কহে ২। দাসী বেশ্যাদি দানদ্বারা যে মেল সে সন্তান সন্ধি জানিবা ৩। মিত্রতা পূর্ব্বক যে সন্ধি, আর যাবজ্জীবন উভয়েরি এক বিষয়, এক প্রয়োজন, এবং সম্পত্তি বিপত্তিতে ভয় হয় না, এই উভয়কে সঙ্গত শব্দে কহে, অথবা ইহার উত্তমতা হেতুক সুবর্ণের ন্যায় বলিয়া কাঞ্চন সন্ধিও কহে ৪। ধন ও নিজকার্য্য নিষ্পত্তিকে উদ্দেশ করিয়া যে মেল তাহাকে উপন্যাস সন্ধি বলে ৫। আমি পূর্ব্বে ইহার উপকার করিয়াছি, আমারো উপকার করিবেক ইহাকে এবং আমি ইহার উপকার করিতেছি, এও আমার উপকার করিবে, এই উভয়কে প্রতিকার সন্ধি বলিয়া কহে ৬। যেখানে এক কার্য্যকে উদ্দেশ করিয়া তাহার প্রমাণের সহিত গমন করে, তাহাকে সংযোগ বলে ৭। তোমরাও আমার সহিত আপনং সেনাপতি দ্বারা আমার কার্য্য নিষ্পত্তি কর, ইহা কহিয়া যাহাতে পণ করে তাহাকে পুরুষান্তর সন্ধি কহে ৮। কেবল তোমা কর্ত্তৃক আমার এই অর্থ সুসাধ্য হইবেক এরূপ যে স্থলে শত্রু পণ করে তাহাকে অদৃষ্ট নর কহে ৯। যেখানে শত্রু কর্ত্তৃক ভগ্ন হইয়া ভূম্যক দেশ পণেতে যে মেল হয় তাহাকে আদিষ্ট সন্ধি কহে ১০। আপন সৈন্যের সহিত বিপক্ষের সঙ্গে মেল করে তাহাকে আত্মাদৃষ্ট কহে ১১। জীবন রক্ষার কারণ সর্ব্বস্ব দানেতে যে মেলন তাহাকে উপগ্রহ বলে ১২

অবশিষ্ট প্রকৃতি রক্ষার নিমিত্ত কোষস্থ কিয়ৎ পরিমিত স্বর্ণ রৌপ্যের দান দ্বারা কিম্বা সমস্ত দান দ্বারা যে মেল, তাহাকে পরিক্রম বলে ১৩। উত্তম ভূমি দান প্রযুক্ত যে সন্ধি, তাহাকে উচ্ছন্ন শব্দে কহে ১৪। ভূম্যুৎপন্ন ভূরিশস্য দান দ্বারা মেলকে, পরভূষণ কহে ১৫। ভূম্যুৎপন্ন শস্যকে প্রত্যেকেতে বহন করিয়া দেওয়াতে যে মেল, তাহাকে স্কন্ধোপন শব্দে কহে ১৬।

প্রশ্ন। যৌবনে বিবাহ কিরূপ কর্ত্তব্য।

উত্তর। বিদ্যোপার্জ্জনানন্তর ধনোপার্জ্জন এবং ধন রক্ষা ক্ষম হইলে বিবাহের চেষ্টা ভাল। কিন্তু বিবাহ করিবার পূর্ব্বে এক উত্তম রাজার অধিকারস্থ হইয়া পরে স্ত্রী এবং ধনের চেষ্টা কর্ত্তব্য, কেন না রাজা ব্যতীত কোথা ভার্য্যা কোথা ধন।

প্রশ্ন। বিবাহের প্রকার কি।

উত্তর। স্মৃতি শাস্ত্রে বিবাহ আট প্রকার লিখেন, যথা ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুরিক, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পৈশাচ। কুলীনবর আহ্বান করিয়া অলঙ্কার এবং আচ্ছাদন যুক্তা কন্যা দানকে ব্রাহ্ম্য শব্দে কহে। যজ্ঞ করিয়া পুরোহিতকে বিধিবৎ কন্যাদানকে দৈব শব্দে কহে। এক কিম্বা দুই গো পণ করিয়া বিধিবৎ কন্যাদানকে আর্ষ শব্দে কহে। কন্যা এবং বর উভয়কে ধর্ম্মাচরণ করাইয়া যে কন্যাদান করে তাহাকে প্রজাপত্য শব্দে কহে। জ্ঞাতিবর্গকে কিঞ্চিৎ২

এবং কন্যাকে ধন দিয়া আপনার ইচ্ছানুসারে বরকে কন্যা দান করাকে আসুরিক শব্দে কহে। কন্যা এবং বর উভয়ে ইচ্ছাধীন কামুক হইয়া আপনারা বিবাহ করে, তাহার নাম গান্ধর্ব্ব কহে। যুদ্ধাদিতে ছেদ ভেদ করিয়া রোদন বিশিষ্টা কন্যা আনিয়া যে বিবাহ করা তাহাকে রাক্ষস শব্দে কহে। সঙ্কেত স্থানে গুপ্তা কিম্বা প্রমত্তা কন্যা পাইয়া যে গ্রহণ করে তাহাকে পৈশাচ বিবাহ কহে।

প্রশ্ন। অষ্ট প্রকার বিবাহের ব্যবহার এইক্ষণে দৃষ্ট হয় না।

উত্তর। তাহা কাল পরিবর্ত্তে ব্যবহারের অন্যথা হইয়াছে কিন্তু দেশ বিদেশে ব্যবহার থাকিবেক এমত বোধ হইতেছে, যথা ইংলণ্ডাদি ইউরোপ দেশে গান্ধর্ব্ব এবং পৈশাচ এই দুই প্রকার বিবাহের ব্যবহার দৃষ্ট হইতেছে।

প্রশ্ন। তাহা কি প্রকার।

উত্তর। তদ্দেশীয় ভদ্রলোকেরদের মধ্যে প্রায় গান্ধর্ব্বই হয়, ইতর মধ্যে অনেক পৈশাচ। তাহা এইরূপে অনুমেয়, যে অনেক ইংরাজকে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ে ২ কিম্বা ৪ সন্তান হইয়াছে এমত বৃদ্ধাবস্থায় বিবাহের উৎসব করে। রাক্ষস বিবাহ যবন রাজারদিগের মধ্যে ঘটিয়া থাকে।

প্রশ্ন। হিন্দুদিগের মধ্যে কোন বিবাহ এক্ষণে ব্যবহৃত অনুমান হয়।

উত্তর। পাশ্চাত্য এবং দক্ষিণাত্য মধ্যে দাস দাসীর মধ্যে যে গৃহস্থেরা বিবাহ দেওয়ায় তাঁহাকে প্রাজাপত্য বোধ হয়। বঙ্গদেশে অতিকদর্য্য ব্যবহার কন্যা বিক্রয় করাকে বিবাহ বলা যায় না, যেহেতুক শাস্ত্রে নাই ইহা বল্লালসেন রাজা কর্ত্তৃক কুল ভঙ্গ নিয়ম স্থাপন করাতে ঘটিয়াছে, কিন্তু গোষ্ঠী পতি এবং বংশজ ব্রাহ্মণেরা কুলীন বর আনিয়া তাঁহাকে পণ দিয়া যে কন্যা দান করেন, তাঁহাকে আর্ষ বিবাহের মত বোধ হয়, আর কুলীনেং অর্থাৎ সমানং ঘরে বিনাপণে বস্ত্রালঙ্কার যুক্তা কন্যাদান যে হইয়া থাকে, তাহাকেই ব্রাহ্ম বিবাহ কহি, সেই উত্তম, তস্মাৎ ব্রাহ্ম এবং আর্ষ এ দুই এক্ষণে প্রচলিত, এবং ভদ্রের কর্ত্তব্য, তাহারি ব্যবস্থা লিখি, যথা পিতৃ গোত্রে এবং মাতামহ গোত্রে করিবেক না, পিতৃ সপিণ্ডের প্রত্যেকের সপ্তমী কন্যা বিবাহ করিবে না, সমান প্রবরা কন্যা বিবাহ করিবে না, মাতামহ পক্ষে পঞ্চ পুরুষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক পঞ্চমী কন্যা বিবাহ করিবে না, জ্যেষ্ঠসত্ত্বে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করিলে পরিবেত্তা হয়, জ্যেষ্ঠ পরিবিন্ন পরিবেদনীয়া কন্যা, পরিদায়ী, দাতা পরিকর্ত্তা যাজক ইহারা পতিত হয়। কিন্তু দেশান্তর, এবং আগমন না করে, আর ক্লীবাদি দোষ বিশিষ্ট হইলে দোষ হয় না। অনূঢ়া জ্যেষ্ঠা কন্যা সত্ত্বে কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহও ঐরূপ জানিবা। দশম বৎসরের পর কালদোষ হয়, পিতৃ গৃহে যদি কন্যা দৃষ্ট রজস্কা হয় তবে সেই কন্যারপিতা ভ্রূণহা হয়। কিন্তু

প্রশস্তবর অপ্রাপ্ত হইলে দোষ হয় না। প্রশস্ত পক্ষে বঙ্গ দেশের রাজা বল্লালসেন কর্ত্তৃক নিয়ম স্থাপিত করা মেলবন্ধ প্রযুক্ত অপ্রশস্ততা শাস্ত্রের ব্যবস্থার সহিত যোগ হইতে পারে এমত বোধ হয় না, নবগুণ বিশি ষ্টত্ব কুলীনত্ব, সুতরাং তদ্রূপ বর অপ্রাপ্ত হইলে অবশ্যই উপরের ব্যবস্থা প্রবল। প্রশস্তবর অভাব ভয়ে লোকে অতিবালিকা কন্যা দান করিয়া থাকেন, কিন্তু সেও অব্যবস্থা তাহার কারণ শাস্ত্রে লিখেন, বর এবং কন্যার উভয়ের বিবাহ বোধ বিবাহত্বের প্রতি কারণ।

প্রশ্ন। স্ত্রী বিয়োগ হইলে পুরুষ পুনরায় বিবাহ করে, কিন্তু পুরুষ মরিলে স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করিতে নিষেধ এব্যাপার অস্মিন্‌দেশে পক্ষপাত এবং ক্রূরত্বও বোধ হয় কি না।

উত্তর। শাস্ত্রের নিগূঢ়াভিপ্রায় বুঝিলে এতদ্রূপ ভ্রম হয় না। কারণ স্বত্ব নাশের হেতু দান, এবং বিক্রয়, স্বত্বোৎ পত্তির জনক প্রতিগ্রহ, এবং ক্রয়, তথাচ কন্যাদাতা বিধি বোধিতরূপে কন্যাকে দান করেন, এবং প্রশস্ত বরে স্বস্তি উচ্চারণ করিয়া স্বীকার করিলে ব্রাহ্ম এবং আর্ষ বিবাহ সিদ্ধ হয়, সুতরাং প্রতিগ্রহীতারি স্বত্বাস্পদীভূত দ্রব্য স্ত্রী এবং এই স্বত্বাস্পদীভূত প্রযুক্ত গোত্রাস্পদীভূতাও হয়, তস্মাৎ যাহার বিবাহিতা স্ত্রী, তাহারি স্বত্বাস্পদীভূতা অন্য কোন ব্যক্তির স্বত্ব নাই, এতাবতা প্রতিগ্রহীতার অভাবে ঐ স্ত্রীর দানাদি

নামকরণে, চূড়াকর্ম্মে, সীমন্তোন্নয়নে, পুত্রমুখ দর্শনে, পিতা আপনার পিত্রাদির বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবেন। সামবেদির গর্ব্ভাধানে বৃদ্ধি নাই।

প্রশ্ন। সংসার নির্ব্বাহের নীতি কি।

উত্তর। উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, শত্রুবিগ্রহে, রাজদ্বারে, এবং শ্মশানে, যে সাহায্য করে তাহার সহিত বন্ধুতা করিবেক। সমক্ষে প্রিয় এবং মধুর বাক্য কহে, আর পরোক্ষে কার্য্য নাশ করে, এমত ব্যক্তিকে সর্ব্বদা ত্যাগ করিবেক। গুপ্ত বিষয় মিত্রকেও কহিবেক না, দুর্জ্জনের বাক্যে কদাচ বিশ্বাস করিয়া সহসা কোন কর্ম্ম করিবেক না। নদী, নখী, শৃঙ্গী রাজা আর স্ত্রী, ইত্যাদিকে বিশ্বাস করিবেক না। যে ধন উপার্জ্জন হয় তাহা চতুরংশ করিয়া এক ভাগ ধর্ম্মার্থে ব্যয় করিবেক, দ্বিতীয় ভাগ দ্বারা পরিবার পোষণ করিবেক, তৃতীয় ভাগ আত্ম সুখ অথবা রক্ষার্থে ব্যয় করিবেক, চতুর্থ ভাগ সঞ্চয় করিবেক। এক স্থান নিশ্চয় না করিয়া পূর্ব্ব স্থান ত্যাগ করিবেক না। অর্থ নাশ, মনস্তাপ, গৃহচ্ছিদ্র, অপমান, প্রকাশ করিবেক না। আহারে ব্যবহারে লজ্জা করিবেক না। কোন বিষয় করিতে হইলে মনে চিন্তা করিবেক, প্রকাশ করিবেক না, অতিদর্প, অতিমান, অতিকাম, ইত্যাদি কিছুই অতি করিবেক না। কুলীনের সহিত সম্বন্ধ, পণ্ডিতের সহিত মিত্রতা, আর জ্ঞানির সহিত মেলন করিবেক, পরাধীন জীবন, নিরাশ্রয় বাস, নির্ধন ব্যবসায়, করিবেক না।

নিশ্চিত বিষয় ত্যাগ করিয়া অনিশ্চিত বিষয়ের চেষ্টা করিবেক না। অল্প কিম্বা বহুকার্য্য করিতে সিংহের ন্যায় অর্থাৎ সংপূর্ণরূপে উদ্যোগ করিবেক। সর্ব্ব প্রকারে তৎপর হইয়া কাল দেশ বুঝিয়া কর্ম্ম করিবেক। সর্ব্বদা সন্তোষ চিত্ত থাকা ভাল। সঙ্গম অতি গোপনে করা কর্ত্তব্য। মিষ্টভাষী হওয়া উচিত। ইন্দ্রিয়ের অদমন হইলে অনেক উপদ্রব উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ভিক্ষোপজীবী অসন্তুষ্ট হইলে তাহার বিস্তর ক্ষতি হয়, কিন্তু রাজা অর্থাৎ করগ্রাহির হঠাৎ সন্তুষ্ট হওয়া ভাল নহে, যেমন লজ্জাবতী বেশ্যার ধন ক্ষতি, আর নির্লজ্জ কুলবতীর মান হানি। ধন পরহস্তে ভাল নহে, তাহার কারণ সময়ে পাওয়া যায় না, যেমন পুতিগত বিদ্যা সময়ে উপস্থিত হয় না। দুর্জনকে সর্ব্বদা ভয় করিবেক অসম্ভব প্রত্যক্ষ দেখিলেও ব্যক্ত করিবেক না, কারণ ইহাতে মনুষ্য হাস্যাস্পদের ভাজন, এবং মিথ্যাবাদী রূপে খ্যাত হইতে পারে। নদীতীরে কৃষি, স্ত্রীলোকের হস্তে কর্ম্ম সমর্পণ করিবেক না। রাত্রিপর্য্যটন অকর্ত্তব্য। তাবৎ পর্য্যন্ত সৎপথ, ইন্দ্রিয়ের প্রভু, লজ্জা, বিনয় ইত্যাদি বিশিষ্ট থাকে, যাবৎ পর্য্যন্ত কামিনীর কটাক্ষ বাণ পুরুষের হৃদয়ে বিদ্ধ না হয়। দূর হইতে দেখা হইলে হাস্য প্রশ্নেতে আদর, অসাক্ষাতে প্রশংসা, উত্তম দ্রব্য দেখিলে স্মরণ, সেবা ব্যতিরেকে আনুরক্তি, প্রিয়বাক্যের সহিত দান, দোষেতেও গুণ গ্রহণ, এই সকল অনুরক্তের চিহ্ন। প্রত্যাশার কালযাপন,

কলরহিত বাড়ান, এই দুই বিরক্ত চিহ্ন। সর্পের দুগ্ধপান যেমন বিষ বর্দ্ধক সেইরূপ মূঢ় দিগকে উপদেশ ক্রোধের নিমিত্ত হয় শান্তির নিমিত্ত হয় না। ক্রূরের সহিত সদ্ব্যবহার কারন্যায় যেমন সতের সহিত কুব্যবহার। ক্ষুদ্রের সেবা কর্ত্তব্য নহে তাহাতে দোষ সম্ভাবিত, দৃষ্টান্ত শৌণ্ডিক হস্তস্থিত দুগ্ধকেও লোকেরা মদিরা অনুমান করে। যে সভাতেবৃদ্ধ নাই, সে সভা নহে, যে বৃদ্ধ ধর্ম্ম জানেনা সে বৃদ্ধ নহে, যে ধর্ম্মে সত্য নাই সে ধর্ম্ম নহে, যে সত্যেতে ছল আছে সে সত্য নহে। নির্ব্বোধ লোক অল্প কর্ম্ম করে আর মহা ব্যস্ত হয়। কিন্তু বুদ্ধিমান বড় কর্ম্ম করে, তথাপি ব্যাকুল হয় না। নীতি দোষ কোন মন্ত্রকারকে না পায়, রোগ কোন কুপথ্যাশিকে তাপ না দেয়। সম্পত্তি কোন লোককে গর্ব্বিত না করে। যম কাহাকে নষ্ট না করে, স্ত্রীকৃত বিষয় কাহাকে তাপিত না করে। বিষণ্ণতা হর্যকে, শীত কাল শরৎকে, সূর্য্য অন্ধকারকে, কৃতঘ্ন পুণ্যকে, মিত্র দর্শন শোককে, ন্যায় বিপত্তিকে, দুর্নীতি অতিরিক্ত ঐশ্বর্য্যকে নষ্ট করে। গুরু, গরু, রাজা, ব্রাহ্মণ, বালক, এবং আতুরেতে ক্রোধ কর্ত্তব্য নহে। ভূমি, স্বর্ণ, গো, অন্নদান, অপেক্ষা অভয়দানকে মহাদান বলিয়া শাস্ত্রে কহে। আর অশ্বমেধ তুল্য শরণাগত রক্ষা যজ্ঞ অতএব এই দুই কর্ম্ম কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন। প্রথম বৃদ্ধাবস্থায় পুণ্যসঞ্চয় যে কহিয়াছেন সে কিরূপ।

উত্তর। প্রথম বৃদ্ধাবস্থা ৫০ বর্ষ পর্য্যন্ত ইহাতে নানাপ্রকার তিথি মাহাত্ম্যতে বিশ্বাস করিয়া সাধ্যানুসারে নিত্য নৈমিত্ত কর্ম্ম করিবেক।

প্রশ্ন। কোন্ তিথিতে কি কর্ত্তব্য।

উত্তর। এই স্থলে কিঞ্চিৎ তিথিতত্ত্ব সংক্ষেপে বর্ণন করা যাইতেছে তাহাতে তাবৎকাল এবং স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম দর্শাইবেক।

প্রতিপৎ।

শুক্লপক্ষে অমাবস্যা কিম্বা দ্বিতীয়া যুক্তাস্থলে অমাবস্যা যুক্তাতে দৈবাদি কর্ম্ম। কৃষ্ণপক্ষে দ্বিতীয়া যুক্তাতে, কিন্তু দ্বিতীয়া যুক্তাতে উপবাস করিবেক না। কার্ত্তিক মাসের শুক্ল প্রতিপদে বলিপূজা, ইহার প্রমাণ বামন পুরাণে ভগবান বলি রাজাকে কহিয়াছিলেন যে এই দিন তোমার পূজা নর লোক করিবেক তুমি সুসজ্জ হও। কার্ত্তিক প্রতিপদে দ্যূত ক্রীড়ায় জয় হইলে সর্ব্বত্র জয় হয়। কার্ত্তিক পূর্ণিমার পর রোহিণীযুক্তা প্রতিপদ গঙ্গাস্নানে মাহাত্ম্য লেখেন ইহার সঙ্কল্পে মার্গশীর্ষ উল্লেখ।

দ্বিতীয়া কৃষ্ণপক্ষে তৃতীয়া যুক্তাতে দৈবাদি কর্ম্ম।

আষাঢ়ের দ্বিতীয়াতে রথযাত্রা ইহার কারণ ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে এই পর্ব্ব করিতে আকাশ বাণী হয় তাহাতেই ভুক্ত ফল পাও। কার্ত্তিক শুক্ল। দ্বিতীয়ার নাম ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, ইহাতে ভগিনীকে দানাদিরূপ পূজা করিবেক, এবং ভগিনী ভ্রাতা

দিগকে ভোজন করাইবেন, ইহার কাল পঞ্চম যামার্দ্ধ, অপ্রাপ্তে সামান্য কাল, এ বিধি লিঙ্গপুরাণে আছে। প্রেত পক্ষের পর শুক্লা দ্বিতীয়া ও কোজাগরের পর কৃষ্ণা দ্বিতীয়া এবং চৈত্র পূর্ণিমার পর কৃষ্ণা দ্বিতীয়া ও কার্ত্তিক পূর্ণিমার পর কৃষ্ণা দ্বিতীয়া এ সকলে অধ্যয়ন নিষেধ।

তৃতীয়া রম্ভাব্রতেতর দৈবকর্ম্মে চতুর্থীযুক্তা গ্রাহ্যা।

বৈশাখী শুক্ল তৃতীয়া সত্যযুগাদ্যা নাম অক্ষয়া। জ্যৈষ্ঠের দ্বিতীয়া যুক্তা শুক্ল তৃতীয়া রম্ভা ইহাতে রম্ভানামে স্বর্গ বেশ্যা ব্রত করিয়াছিলেন। ভাদ্র এবং চৈত্রের শুক্ল তৃতীয়া মন্বন্তরা অর্থাৎ ইহাতে এক২ মনুর জন্ম হইয়াছিল।

চতুর্থী পঞ্চমীযুক্তাতে দৈবকর্ম্ম।

মঙ্গলবার শুক্ল চতুর্থী অক্ষয়া। তৃতীয়া যুক্তা চতুর্থীতে গণেশব্রত। চতুর্থী মাত্রেরি প্রদোষে অধ্যয়ন নিষেধ। জ্যৈষ্ঠের চতুর্থী উমাচতুর্থী। সিংহ রাশির চন্দ্র দর্শনে নিষেধ, প্রমাণ ভোজরাজ নামে প্রাচীন স্মৃতিতে লিখেন। মাঘীয় শুক্লা চতুর্থী বরদা চতুর্থী, প্রমাণ ভবিষ্যোত্তরে।

পঞ্চমী চতুর্থীযুক্তাতে দৈবাদি কর্ম্ম।

আষাঢ়ে হরি শয়নের পর কৃষ্ণাপঞ্চমীতে নাগের পূজা। মাঘের শুক্ল পঞ্চমীতে বাগ্‌দেবীর পূজা বিধি, লিখন নিষেধ।

ষষ্ঠী সপ্তমীযুক্তা কার্য্যা।

জ্যৈষ্ঠের শুক্লা ষষ্ঠী অরণ্য ইতিখ্যাতা ইহাতে বিন্ধ্যবাসিনীর পূজা আর কার্ত্তিকেয়ের এবং ষষ্ঠীর পূজা পুত্রার্থিনী স্ত্রী করি

বেক। ভাদ্রের শুক্লাষষ্ঠী অক্ষয়া, প্রমাণ ভবিষ্যে। আশ্বিনের শুক্লা ষষ্ঠীর সায়ংকালে দুর্গার বোধন, এই শারদীয়া মহাপূজার কাম্যত্বের হেতু ফলশ্রুতি আর ব্রহ্মার বচনানুসারে নিত্যত্ব। এ কর্ম্ম প্রাচীন মতে চৈত্র মাসে যাহাকে বাসন্তী কহে আশ্বিন মাসে প্রকাশ শ্রীরামচন্দ্র হইতে। মার্গশীর্ষের শুক্লাষষ্ঠী গুহ ইতি খ্যাতা ইহাতে পুত্রার্থিনী স্ত্রী কার্ত্তিকেয় পূজা করে। চৈত্রীয় শুক্লা ষষ্ঠী স্কন্দ, ইহারো ফল গুহ ষষ্ঠীর ন্যায়. কিন্তু পঞ্চমীযুক্তা কর্ম্মার্হা।

সপ্তমী ষষ্ঠীযুক্তা গ্রাহ্যা।

রবিবারযুক্তা শুক্লা সপ্তমী বিজয়া এবং অক্ষয়া ইতি খ্যাতা। বৈশাখের ও আষাঢ়ের শুক্লা সপ্তমীতে জহ্নু মুনি গঙ্গাপান করিয়াছিলেন তদবধি ইহাতে মনুষ্যের গঙ্গাস্নান বিধি। আর ইহার নাম বিবস্বৎসপ্তমীও কহে। ভাদ্রের শুক্লাসপ্তমী ললিতা ইহাতে ললিতা চণ্ডীর পূজা করেন, প্রমাণ কালিকা পুরাণ। আশ্বিনের শুক্লপক্ষে উদয় গামিনী সপ্তমীতে কন্যা লগ্নে কিম্বা তুলা লগ্নে পত্রী প্রবেশ। মার্গশীর্ষের শুক্লা সপ্তমী মিত্র সপ্তমী, এই দিন সূর্য্যদেব রথারূঢ় হইয়াছিলেন ইহা পুরাণের কল্পনা। মাঘের শুক্লা সপ্তমীকে অরুণোদয় কহে, ইহাতে গঙ্গাস্নান বিধি, ইহাকে আরোগ্য সপ্তমীও কহে তাহার কারণ এ দিন আরোগ্যকামী উপবাস করিবে। আরোগ্য ব্রতে অষ্টমী যুক্তা, এবং মলমাসে করিবে না। গঙ্গাস্নানে উভয় দিন অরুণোদয় কালে মুহূর্ত্তান্যূনলাভে পূর্ব্ব

অরুণোদয় কাল স্নানার্হ। এ সপ্তমী মন্বাদি অর্থাৎ আর এক মনুর জন্মদিন।

অষ্টমী শুক্লে নবমী আর কৃষ্ণে সপ্তমী যুক্তা কর্ম্মার্হা।

শনি মঙ্গলবার যুক্তা কৃষ্ণাষ্টমী অতি পুণ্যা। গুরুবার যুক্তা শুক্লাষ্টমী অক্ষয়া। বৈশাখের কৃষ্ণাষ্টমীর নাম ত্রিলোচনাষ্টমী, ইহাতে শিব পূজা করিবেক, প্রমাণ ভবিষ্যে। শ্রাবণের কৃষ্ণাষ্টমী জন্মাষ্টমী কারণ শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি, ইহাতে উপবাস, সঙ্কল্পে ভাদ্র উল্লেখ। এ অষ্টমী মন্বন্তরা। ভাদ্রের শুক্লাষ্টমী দূর্ব্বাষ্টমী ইহা সপ্তমী যুক্তা, ইহাতে সন্তান বৃদ্ধি কাম নায় দুর্গার পূজা। কার্ত্তিক শুক্লাষ্টমী গোষ্টবিহার মার্গশীর্ষের কৃষ্ণাষ্টমী পূপাষ্টকা ইহাতে পিষ্টক দ্বারা পিতৃ লোকের শ্রাদ্ধ করিবেক, বাক্য রচনা পৌষ উল্লেখ। পৌষের কৃষ্ণাষ্টমী মাংসাষ্টকা ইহাতে মাংসদ্বারা পিতৃ লোকের শ্রাদ্ধ,বাক্য রচনা মাঘ। মাঘীয় কৃষ্ণাষ্টমীশাকাষ্টকা অর্থাৎ শাকদ্বারা শ্রাদ্ধ, বাক্য ফাল্গুন। মাঘীয় শুক্লাষ্টমীতে ভীষ্মতর্পণ, কারণ ভীষ্মের মৃততিথি। চৈত্রের শুক্লাষ্টমী ব্রহ্মপুত্রের জন্মতিথি, ইহাতে অশোক কামনায় অশোক কলিকা ভোজন, পঞ্চম যামার্দ্ধ ব্যাপিনী গ্রাহ্যা। উভয় দিন লাভে বা অলাভে পরদিন। ইহাতে পূর্ব্বাহ্ণে বুধবার যোগ হইলে এবং পুনর্ব্বসু থাকিলে লৌহিত্য স্নানে অনেক ফল লিখেন।

নবমী অষ্টমীযুক্তা কার্য্যা।

ভাদ্রের শুক্লা নবমী দুর্গানবমী, কৃষ্ণা আর্দ্রাযুক্তাতে বোধন, আর্দ্রার অভাব হইলেও বোধন হয়, ইহার বাক্যে আশ্বিন

উল্লেখ। আশ্বিনের শুক্লা নবমী উদয়গামিনী মহানবমী, এবং মন্বাদি। কার্ত্তিকের শুক্লানবমী ত্রেতা যুগাদ্যা, তন্ত্র মতে জগদ্ধাত্রী পূজা। মাঘের শুক্লানবমী মহানন্দা ইহাতে গঙ্গাস্নান। ফাল্গুনের শুক্লানবমী অনন্তফলা। চৈত্রের শুক্লা নবমী শ্রীরামনবমী অর্থাৎ রামচন্দ্রের জন্মতিথি ইহাতে স্নান এবং উপবাস করিবেক। এই বাসন্তী পূজার মহানবমী।

দশমী শুক্লা একাদশী আর কৃষ্ণা নবমী যুক্তা গ্রাহ্যা।

জ্যৈষ্ঠ শুক্লা দশমী দশহরা, এই দিনে গঙ্গা মর্ত্যলোকে আগমন করেন অতএব গঙ্গাস্নান বিধি। উভয় দিনে হস্তা নক্ষত্র যোগে পরদিন স্নান। কিন্তু পূর্ব্বদিন যদি মঙ্গলবার যোগ হয় তবে পূর্ব্বদিন স্নান। আষাঢ়ে শুক্লা দশমী মন্বন্তরা। আশ্বিনের শুক্লা দশমী উদয়গামিনী বিজয়া।

একাদশী দ্বাদশী যুক্তাতে উপবাস।

একাদশীর উপবাসে অশৌচ প্রতিবন্ধক হয় না তাহার কারণ উপবাস নিত্য অর্থাৎ অকরণে প্রত্যবায়। ইহাতে অষ্টম বৎসরের পর অশীতি বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ক মানবেরা নিত্যাধিকারী। অশক্ত পক্ষে অনুকল্প, অর্থাৎ রাত্রে অন্নোদনাদি ভোজন করিবে। অনুকল্পেতেও বিষ্ণুর উপাসনা করিবে। অনুকল্পে অশক্ত হয় এক জন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেক, ভোক্তা ব্রাহ্মণের অভাবে ভোজনের দ্বিগুণ্য ধন দান। পৌষ মাসের শুক্লা একাদশী মন্বন্তরা। মাঘের শুক্লা একাদশী ভৈমী ইহাতে তিল দান করিবে।

কর্ত্তারো অভাব, এই জন্য স্ত্রীলোক পতিহীনা হইলে তাহাকে অস্বামিকা হইয়াছে কহে, তাহার কারণ এই যে ইহার স্বামী নাই, অতএব অস্বামিকা প্রযুক্ত দান ঘটিত বিবাহ কিরূপে সম্ভবে, যদি বল পতির মরণান্তে সেই পতির স্বত্বাদি নাশ হয়, ইহাও কহিতে শক্ত হইবা না, তাহার কারণ, তাহা হইলেও সেই স্ত্রীর গোত্রাদি নিশ্চয় থাকে না, সে স্ত্রী নিধি স্বরূপ হয়, তন্নিমিত্ত সে স্ত্রীতে রাজার স্বত্ব হইতে পারে, সুতরাং তাহাতেও পুনর্ব্বার বিবাহের আপত্তি, অতএব শাস্ত্রবোধ যে ব্যক্তির আছে, সে এরূপ ক্রিয়া কদাচ করে না, এবং ইহার আরো তাৎপর্য্য এই যে শাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্ম বিবাহ সুখভোগের নিমিত্ত কেবল এমত অভিপ্রায় বোধ হয় না, অর্থাৎ পুত্রার্থে বিবাহ, তাহার অভাব হইলে পুরুষের প্রতি পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি দেন, পুত্র সত্ত্বে করিবেক না এমত নিষেধ বাক্য শাস্ত্রে নাই, কিন্তু অভিপ্রায়ে নিষেধ বোধ হয়। মহর্ষি মনু যাজ্ঞবল্ক্য বিষ্ণু অঙ্গিরা নারদাদি কর্ত্তৃক প্রণীত ধর্ম্মসংহিতাতে এবং মিতাক্ষরা রত্নাকর বিবাদকল্পতরু শুদ্ধিতত্ত্ব উদ্বাহতত্ত্বাদি সংগ্রহ সকলে রমণীগণের পতি মরণানন্তর ব্রহ্মচর্য্য মুখ্যকল্প, তাহার কারণ সে মুক্তির সাধন। সহগমনানুগমন মধ্যম কল্প, তৎ কারণ তদ্দ্বারা স্বর্গাদি ভোগ মাত্র। আর পুনর্ভবন হীন কল্প যেহেতুক দত্তা কন্যার পুনর্ব্বার দান হয় এমত স্পষ্ট কোন স্থানে দেখা নাই কেবল এই মাত্র পাওয়া যায় যে স্বামি

কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা অথবা মৃত ভর্ত্তৃকা ক্ষত বা অক্ষতযোনি স্ত্রী আপন ইচ্ছাক্রমে পুনর্ব্বার অন্যের ভার্য্যা যদি হয় তবে তাহার পুনর্ব্বার বিবাহ সংস্কার করিবেক এবং সেই গর্ব্ভজাত সন্তানকে পুত্র প্রতিনিধি রূপ কিন্তু প্রকৃত পুত্র নহে, আর এ কর্ম্ম দুঃখ মিশ্রিত ঐহিক সুখ মাত্র ফল। অতএব এ হীনকল্প ব্রাহ্মণের প্রতি কদাচ যুক্তিসিদ্ধ হয় না তাহার কারণ, ব্রাহ্মণেরা কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলেই তপস্বী, তাঁহারদিগের কামাদি অল্প হওনের আবশ্যক, সুতরাং প্রয়োজনাভাব, কিন্তু অন্যান্য জাতির প্রতি তদ্রূপ নিষেধ বুঝায় না, পরন্তু ব্যবহার বঙ্গদেশে প্রায় সকল জাতিই ব্রাহ্মণের ন্যায় ব্যবহারকরিয়া থাকে, অন্যান্য দেশে নীচ জাতিরা কি ক্ষত, কি অক্ষত যোনি তাবৎ বিধবার বিবাহ দিয়া থাকে, ম্লেচ্ছাদিরা ইদানীং সভ্য হইয়াছেন, তথাপি তজ্জাতীয় প্রধান লোকেরা তাঁহারদিগের প্রাচীন অন্ত্যজ ব্যবহার ত্যাগ করেন নাই, তাহা করিতেও পারেন না, তাহার কারণ মদ্য মাংস পান ভোজনের ব্যবহার সত্ত্বে যতি ধর্ম্ম আশ্রয় করা হয় না।

প্রশ্ন। হিন্দুর মধ্যে বীরাচারির মদ্য মাংস পান ভোজন ব্যবস্থা আছে, তবে তাঁহারদিগের এ ব্যবহার কর্ত্তব্য কেন না হয়?

উত্তর। বীরাচার সুখ ভোগের নিমিত্তে নহে, ভোগ ও মোক্ষ কামনায় ভোগযুক্ত হইয়া মোক্ষ সাধন করিবেক এই বিধি, ফলত তন্ত্রে শৈব বিবাহও কথিত আছে, তাহার

ব্যবস্থা। বয়োজাতিবিচারত্বং শৈবোদ্বাহে ন বিদ্যতে। অসপিণ্ডাং ভর্তৃহীনামুদ্বাহেচ্ছম্ভুশাসনাৎ। কিন্তু একপ স্ত্রী পুত্র কামনাহীন নহে, পুত্র জন্মিলেও সে সন্তান বৈদিক পিণ্ড দানার্হ হয় না।

প্রশ্ন। স্ত্রীরক্ষা কিরূপ।

উত্তর। যে স্ত্রী গৃহ ব্যাপারে নিপুণা, পুত্রবতী, পতির প্রিয়া, সাধ্বী, সেই পত্নী। আর যাহাকে স্বামী তুষ্ট না হয়, তাহাকে ভার্য্যা বলা যায় না, যেহেতুক শাস্ত্রে কহে স্বামী তুষ্ট থাকিলে সকল দেবতা তুষ্ট থাকেন, যে স্ত্রীর স্বভাব আর ধর্ম্ম, প্রশংসা স্বামী করে, সেই উত্তমা। স্ত্রীলোকের কর্ত্তৃত্ব, পিতৃগৃহে বাস, যাত্রোৎসবে গমন, অনেক পুরুষের সন্নিহিত বাস, বিদেশে বাস, ভ্রষ্টা স্ত্রীর সহিত বাস, আপন বৃত্তির বারবার ক্ষতি, পতির বার্দ্ধক্য, পতির ঈর্ষা, পতির প্রবাস, এই সকল স্ত্রীর ধর্ম্মনাশের কারণ। মাদক দ্রব্যের পান, দুর্জ্জন সংসর্গ, পতির বিরহ, যথেষ্ট গমন, স্বপ্ন, অন্য গৃহে বাস, এই ছয়, স্ত্রীলোকেরদিগের দূষণ। যেমন কাষ্ঠেতে অগ্নি তৃপ্ত হয় না, নদীতে সমুদ্র, সমস্ত প্রাণিতে যম, সেই রূপ পুরুষেতে দুষ্টাস্ত্রী তৃপ্তা হয় না। স্ত্রী জাতি দানেতে সম্মানেতে, সারল্যেতে, সেবাতে, তুষ্ট হয় না, শস্ত্রেতে শাস্ত্রেতে বশীভূত হয় না। স্ত্রীলোক কখন সাম্য নয়, গুণের আধার, কীর্ত্তিমান, সুন্দর, রতি পণ্ডিত, ধনবান, এবং যুবা, এতাদৃশ পতির সহিত উত্তম পালঙ্কে শয়ন করিয়াও

প্রীতি পায় না, কিন্তু এক নির্গুণ, কুরূপ, নীচ, পরপুরুষ লইয়া দূর্ব্বাঘাস বিকীর্ণ ভূমিতে শয়ন করিয়া সুখপ্রাপ্ত হয়। রক্ষার হেতু, নির্জ্জন স্থান থাকে না, অবকাশ কাল থাকে না, প্রার্থনা কর্ত্তা মনুষ্য থাকে না, তাহাতেই স্ত্রীর সতীত্ব থাকে পুরুষ হইতে স্ত্রীলোকের আহার দ্বিগুণ, দুষ্টবুদ্ধি চতুর্গুণ ব্যবসায় ছয়গুণ, কাম অষ্টগুণ, অতএব এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া স্ত্রীলোকের সহিত ব্যবহার কার্য্য করিবেক।

প্রশ্ন। সন্তান উৎপত্তির ব্যবস্থা কি।

উত্তর। গর্ব্ববতী স্ত্রীর তৃতীয় মাসের প্রথম দশম দিনে পুংসবন করিবে। তৃতীয়, পঞ্চম, অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন করিবে, বালক জন্মিলে, পুত্রের ষষ্ঠ মাসে, অশক্ত হইলে অষ্টম মাসে স্ত্রীর পঞ্চম, কিম্বা সপ্তম মাসে অন্নপ্রাশন দিবে। জননানন্তর বর্ত্তমান তৃতীয় বর্ষে চূড়া সংস্কার করিবে কিন্তু যথা শাস্ত্রোক্ত উদগয়নাদি কালে করিবে। এবং প্রথ মাব্দে পঞ্চমাব্দে করিবে। কুলাচারানুসারে গর্ব্ভাষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের উপনয়নের মুখ্যকাল। গর্ব্ভ একাদশ বর্ষে ক্ষত্রি য়ের মুখ্যকাল। গর্ব্ভ দ্বাদশ বর্ষে বৈশ্যের মুখ্যকাল। ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের গৌণকাল। বেদাধ্যয়নের নিমিত্ত আচার্য্য সমীপে গমন করে যে কর্ম্মদ্বারা তাহার নাম উপ নয়ন। ব্রাহ্মণ বালক ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত অকৃতোপনয়ন থাকিলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত, কিন্তু পিতৃ মাতৃ রহিত বালকের প্রাজাপত্য মাত্র করিয়া উপনয়ন বিধি। কন্যা পত্র বিবাহে,

দ্বাদশী একাদশীযুক্তা দৈব কর্ম্মার্হা।

বৈশাখের শুক্লা দ্বাদশী পিপীতকী, ইহা ত্রয়োদশীযুক্তা। জ্যৈষ্ঠের শুক্লা দ্বাদশী বিশোকা, কারণ বিশোকা নামে কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রকাশ। আষাঢ়ে শুক্লা দ্বাদশীতে অনুরাধার পাদ যোগ হয় কিম্বা না হয় তথাপি নিশিতে বিষ্ণুর শয়ন করাইবেক, দ্বাদশীতে না হইয়া যদি অন্য তিথিতে অনুরাধার আদ্যপাদ যোগ হয় তবে তাহাতেই শয়ন করাইবে। পার্শ্ব পরিবর্ত্তে এবং উত্থানে এক ব্যবহার। ভাদ্রের শ্রবণা যুক্তা শুক্লাদ্বাদশী শ্রবণদ্বাদশী, ইহা বামনদেবের জন্মতিথি। ইহার ব্যবস্থা একাদশীতে শ্রবণা লাভ হইলে একাদশীর উপবাস করিলেই সিদ্ধ হয়, কেবল দ্বাদশীতে শ্রবণা হইলে দুই উপবাস হয়, দ্বাদশীর উপবাস কাম্য অর্থাৎ অকরণে প্রত্যবায় নাই। মার্গশীর্ষের শুক্লা অখণ্ড দ্বাদশী। ফাল্গুনে শুক্লা দ্বাদশী গোবিন্দ দ্বাদশী ইহাতে গঙ্গাস্নান বিধি।

ত্রয়োদশী শুক্লা দ্বাদশীযুক্তা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীযুক্তা কার্য্যা।

শ্রাবণে কৃষ্ণা ত্রয়োদশী দ্বাপর যুগাদ্যা, ইহার মানে ভাদ্র উল্লেখ। ভাদ্রে কৃষ্ণা ত্রয়োদশী মঘা ইহাতে শ্রাদ্ধের আবশ্যক, মধুপায়সেতে করিলে ফলাধিক্য লিখেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের অন্নদ্বারা আবশ্যক। হস্তা নক্ষত্রে সূর্য্য থাকিলে কুঞ্জর চ্ছায়া যোগ কহে, এই হেতুক আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষে মঘাযুক্তা ত্রয়োদশী শ্রাদ্ধ করিয়া একাদশ দিনে যদি মঘা যুক্তা ত্রয়োদশী থাকে তবে কুঞ্জর চ্ছায়া যোগ নিমিত্ত শ্রাদ্ধ

পুনর্ব্বার করিবে না, যেহেতুক মঘা ত্রয়োদশী শ্রাদ্ধেতে কুঞ্জরচ্ছায়া যোগ হইলে ফলাধিক্য হয়। আর ইহাতে বিভক্ত অবিভক্ত সাধারণে শ্রাদ্ধ করিবে, তাহাতে আশ্বিন উল্লেখ। পুত্রবান পিণ্ডরহিত শ্রাদ্ধ করিবে। এই অপি শুক শ্রাদ্ধ করিলে পক্ষশ্রাদ্ধ সিদ্ধ হইবে। চান্দ্রফাল্গুনের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী শতভিষা নক্ষত্র যুক্তা বারুণী, শনিবার যুক্তা মহা বারুণী, শুভযোগ সমাযুক্তা মহা মহা বারুণী। ইহার স্নানেতে চৈত্রমাস উল্লেখ করিবে। কিন্তু বারুণীর উল্লেখ করিবে না। এস্নান বিধবাদি সকলে করিতে পারে, নিশিতে যদি যোগহয় তথাপি স্নান করিতে পারে। এই স্নান দিনে যদি একাদশীর পারণ হয় তবে নিত্যস্নান করিয়া পারণ করিবে, নতুবা স্নানের অনুরোধেতে দ্বাদশীতে পারণ ত্যাগ করিবে না। চৈত্র শুক্লা ত্রয়োদশী মদন ত্রয়োদশী ইহাতে কন্দর্প দমন কামনায় ব্রত।

চতুর্দ্দশী শুক্লে পূর্ণিমাযুক্তা কৃষ্ণে ত্রয়োদশী
যুক্তা দৈবকর্ম্ম করণার্হা।

বৈশাখের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে সাবিত্রী ব্রত করিবেক, সাবিত্রী নাম্নী স্ত্রী হইতে প্রকাশ, ইহার বাক্যে জ্যৈষ্ঠমাস উল্লেখ। শ্রাবণীয় কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী অঘোরা। ভাদ্রে শুক্লা চতুর্দ্দশী অনন্ত, এব্রতে মধ্যাহ্ন ব্যাপিনী তিথির পূজ্যতা। আশ্বিনে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী পূর্ব্বাহ্ণ ব্যাপিনী ভূত চতুর্দ্দশী ইহাতে স্নান, যম তর্পণ, দীপদান, এবং চৌদ্দশাক ভোজন। বাক্যে কার্ত্তিক

উল্লেখ। মার্গশীর্ষে শুক্লা চতুর্দ্দশী পাষাণ চতুর্দ্দশী, পৌষে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী রটন্তী ইহাতে কালীপূজা, স্নান এবং যম তর্পণ। বাক্যে মাঘ উল্লেখ। মাঘের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী শিবরাত্রি, ইহাতে উপবাস এবং রাত্রি ৪ চারিপ্রহরে চারি শিব পূজা। পারণ চতুর্দ্দশীতে ফলাধিক্য, বাক্য ফাল্গুন মাস উল্লেখ। ফাল্গুনের মঙ্গলবার যুক্তা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে গঙ্গাস্নান এবং গঙ্গাজল পান। চৈত্রে শুক্লা মদন চতুর্দ্দশী, ইহাও মদন ত্রয়োদশীর ন্যায়। আর শিবস্থাপনের নিকট গঙ্গাস্নান।

পূর্ণিমা চতুর্দ্দশী যুক্তা দৈবকর্ম্মার্হা।

শ্রাবণ পূর্ণিমাতে স্রোতোজলে স্নান কর্ত্তব্য। বৈশাখী পূর্ণিমাতে দান কর্ত্তব্য। জ্যৈষ্ঠ সম্বৎসরে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রযুক্ত জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা মহা জ্যৈষ্ঠা। জ্যৈষ্ঠী বৃশ্চিক রাশিতে গুরুচন্দ্র থাকিয়া রোহিণী বৃষেতে যদি সূর্য্য থাকেন এবং বৃহস্পতি বার পূর্ণিমা যদি হয় তবে মহা জ্যৈষ্ঠী। গুরুবার লইয়া যদি এইরূপ হয় তথাপি মহা জৈ্যষ্ঠী। অনুরাধা বৃশ্চিক রাশিতে চন্দ্র এবং গুরু যদি থাকেন তবে জ্যৈষ্ঠমাসের মহা পূর্ণিমা তিথি মহা জ্যৈষ্ঠী। ইহাতে স্নান এবং পুরুষোত্তম দর্শন করে এই স্নানযাত্রা। এ পূর্ণিমা মন্বন্তরা এবং আষাঢ়ী পূর্ণিমাও মন্বন্তরা। তাহাতেও স্নানদানের আবশ্যক। শ্রাবণের পূর্ণিমাতে স্নান এবং শ্রাদ্ধ আবশ্যক। ইহার ব্যবস্থা যেদিনে সঙ্গব কালে পূর্ণিমার লাভ হয় সেই দিন শ্রাদ্ধ। উভয়

দিনে সঙ্গবকালে অপ্রাপ্তিতে পরদিন মাঘী পূর্ণিমারও এইরূপ ব্যবস্থা। শ্রাবণী পূর্ণিমাতে লোক ঝুলন যাত্রা করে কিন্তু ইহা স্মার্ত্ত লিখেন না। ভাদ্রে প্রৌষ্ঠ পদী ও আশ্বিনে প্রদোষ নিশীথোভয় ব্যাপিনী যে পূর্ণিমা তাহাতে কোজাগর কৃত্য, ইহা প্রদোষ এবং নিশীথ ব্যাপিনী কর্ম্মাহা। কার্ত্তিকী পূর্ণিমা মন্বাদি। ইহাতে দানের আবশ্যক। কৃত্তিকাযুক্তা পূর্ণিমা মহা কার্ত্তিকী, ভাগবত মতে ইহাতে রাসযাত্রা। আর পৌষী পূর্ণিমার পর মাঘী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত মূলক ভোজন নিষেধ। মাঘী পূর্ণিমা কলিযুগাদ্যা। ইহাতে শ্রাদ্ধ এবং দানের আবশ্যক। ফাল্গুনী পূর্ণিমা মন্বন্তরা। ইহাতে দোল যাত্রা কর্ত্তব্য, শ্রীকৃষ্ণ এই লীলা করিয়া ছিলেন। সোমবার যুক্তা শিনীবালী ও কুহূতে মৌন স্নানে গোসহস্র দানজন্যফলসমফলদা।

## অমাবস্যা

ভাদ্রের অমাবস্যা মহালয়া, ইহাতে শ্রাদ্ধ এবং ষোড়শ পিণ্ডদান। ইহার বাক্যে আশ্বিন মাস উল্লেখ। আশ্বিনের অমাবস্যা দীপান্বিতা। ইহাতে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। এবং প্রদোষে লক্ষ্মীপূজা। ইহার বাক্যে কার্ত্তিকমাস উল্লেখ। রবিবার ব্যতীপাত শ্রবণা নক্ষত্র যুক্তা পৌষমাস কিম্বা মাঘ মাসের যে অমাবস্যা ইহার নাম অর্দ্ধোদয় ইহাতে স্নান পুণ্য জনক। ইহা পৌষে হইলে মাঘের উল্লেখ, মাঘে হইলে ফাল্গুনের উল্লেখ। ফাল্গুনের অমাবস্যা মন্বাদি। চৈত্র অমা

বস্যা গোসহস্রী। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণে স্নানের আবশ্যক এবং দান, এ কর্ম্মে অশৌচ প্রতি বন্ধক হয় না। সোমবার চন্দ্রগ্রহণ রবিবার সূর্য্য গ্রহণ হইলে চূড়ামণি যোগ হয়। যে ব্যক্তির রাশির অনুসারে গ্রহণ দর্শনে নিষেধ সে মুক্তির পর স্নান করিবে। সূর্য্য গ্রহণের পূর্ব্ব চতুঃপ্রহর এবং চন্দ্রগ্রহণের পূর্ব্ব তিনপ্রহর পর্য্যন্ত ভোজন করিবেক না। গ্রস্তোদয় চন্দ্রে দিবাতে ভোজন করিবে না। কিন্তু এ ব্যবস্থা আতুর ব্যক্তির প্রতি নহে সায়ংকালে গ্রহণ হইলে অপরাহ্নে অপরাহ্নে হইলে মধ্যাহ্নে ভোজন করিবে না। মধ্যাহ্নে হইলে সঙ্গবে ভোজন করিবে না। সঙ্গবে হইলে পূর্ব্ব ভোজন করিবে না। গ্রস্তাস্ত হইলে পরদিন চন্দ্র দর্শন করিয়া স্নান ভোজন। মেঘদ্বারা দর্শন যদি না হয় তবে সেই কাল অবসানে স্নান ভোজন। গ্রস্তাস্ত হইলে তিন দিবস বেদাদি পাঠ নিষেধ। গ্রহণ দিনে পুত্রবান ব্যক্তি পারণ ও উপবাস করিবে না। দ্বাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, সংক্রান্তি, আর শ্রাদ্ধ দিনে বস্ত্র নিষ্পীড়ন নিষেধ, এজন্যে তর্পণে বস্ত্র নিষ্পীড়নোদক ও নিষেধ। সপ্তমী, জন্মতিথি, গঙ্গাতিরিক্ত জলে, তীর্থাতিরিক্ত স্থলে এবং যুগাদ্যা, অমাবস্যা প্রেতপক্ষাতিরিক্ত কালে তিল তর্পণ নিষেধ। অমাবস্যা, অষ্টকাত্রয়, নিরগ্নির চতুর্দ্দশী ব্যতিরিক্ত কৃষ্ণপক্ষের যে তিথি এবং ভাদ্র মাসের পূর্ণিমার পর পঞ্চদশ তিথি কিম্বা ষষ্ঠ্যাদি দশ তিথি কিম্বা

একাদশ্যাদি পঞ্চতিথি কিম্বা ত্রয়োদশ্যাদি তিথিত্রয় কল্প কল্প চতুষ্টয়ের অন্যতম। মঘা ত্রয়োদশী কন্যাস্থ রবি কালীন কৃষ্ণপক্ষ তিথি শ্রাবণী পূর্ণিমা এবং মাঘীপূর্ণিমা আর আষাঢ় মাসের চত্বারিংশদ্দণ্ডাধিক ষষ্ঠদিনোত্তর বিংশতি দণ্ডাধিক ত্রয়োদশদিন পর্য্যন্ত যেকোন তিথিতে নবোদক শ্রাদ্ধ, নবান্ন শ্রাদ্ধ, গ্রহণ শ্রাদ্ধ, এই সকল শ্রাদ্ধের আবশ্য কতা। প্রতিমাসের অমাবস্যাতে শ্রাদ্ধ করিতে অশক্ত হইলে, কন্যা, কুম্ভ, কিম্বা বৃষ রাশির অমাবস্যাতে করিবে। ইহার বাক্যে সৌরমাস উল্লেখ। মলমাসে অমাবস্যার শ্রাদ্ধ হয় না। অষ্টকা শ্রাদ্ধ অন্নদিয়া করিবে। নবান্ন শ্রাদ্ধের মুখ্য কাল আশ্বিনের শুক্ল পক্ষ, অশক্ত হইলে বৃশ্চিকের শুক্ল পক্ষ, ইহাতে অশক্ত হইলে মাঘ, ফাল্গুন কিম্বা বৈশাখের শুক্ল পক্ষ। ইহার বাক্যে মুখ্য চান্দ্রমাস উল্লেখ। বৈশাখের শুক্ল পক্ষে যবশ্রাদ্ধ। অশক্তপর আষাঢ় কিম্বা জ্যৈষ্ঠের শুক্ল পক্ষ, শয়নে করিবে না। নূতন তণ্ডুল না পাইলে পুরাতন তণ্ডুলে করিতে পারে। এ সকল শ্রাদ্ধ পিতা বর্ত্ত মানে করিবে না। পিতা অবর্ত্তমানে পিতামহ থাকিলে পিতা প্রপিতামহ বৃদ্ধপ্রপিতামহ লইয়া পার্ব্বণ বিধি। পিতামহ প্রপিতামহ স্বত্ত্বে পিতা বৃদ্ধপ্রপিতামহ অতিবৃদ্ধপ্র পিতামহ লইয়া পার্ব্বণ। মাতামহাদি ত্রয় বর্ত্তমান স্থলে কেবল পিত্রাদি ত্রয়ের পার্ব্বণ। অমাবস্যা ও পর্ব্বেতে ক্রিয় মান যে শ্রাদ্ধ তাহার নাম পার্ব্বণ, অন্যত্র পার্ব্বণ বিধিক।

প্রশ্ন। তিথি বিশেষে স্নানাদি একমাসের তিথিতে অন্য মাসের উল্লেখ বাক্য ব্যবহারের কারণ কি।

উত্তর। তিথিকৃত্য অর্থাৎ স্নান এবং শ্রাদ্ধাদিতে গৌণ চান্দ্র মাসের উল্লেখ। ব্রতেতে মুখ্য চান্দ্র মাসের উল্লেখ। আর বিবাহাদিতে সৌর মাসের উল্লেখ।

প্রশ্ন। গৌণচান্দ্র, মুখ্যচান্দ্র, এবং সৌরমাস কি।

উত্তর। কৃষ্ণ প্রতিপদাদি পৌর্ণমাস্যন্ত গৌণচান্দ্র, শুক্ল প্রতিপদাদি দর্শান্ত মুখ্যচান্দ্র, আর সূর্য্য যে যে রাশিতে থাকেন তাহাতে যে মাস হয় সে সৌর মাস এই সৌর মাসের সংক্রান্তিতে স্নান দান কর্ত্তব্য, এবং কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তিতে কার্ত্তিক পূজা ব্রত হয়। তদিতর যে পর্ব্ব বিশেষ ব্যবহার সে ব্যবহার মাত্র তাহা কর্ত্তব্য যেহেতু শাস্ত্রে ব্যবহারোপি শাস্ত্র এমত লিখেন।

প্রশ্ন। শেষ বৃদ্ধাবস্থায় যোগ সাধন সে কেমন।।

উত্তর। শেষ বৃদ্ধাবস্থাই যোগ সাধনের মুখ্যকাল বটে, কিন্তু তদ্রূপ বয়ঃপ্রাপ্তে মনুষ্য প্রায় দুর্ব্বল হইয়া থাকে, এ জন্যে শাস্ত্রে পঞ্চাশদূর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ লিখেন, অর্থাৎ তৎ কালে স্বীয়ধন পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়া আপনি দণ্ড গ্রহণ করিবেক, তাহার কারণ শাস্ত্রে লিখেন শরীরিরক্ষের প্রাণ জলমধ্যস্থ চন্দ্রের প্রায়, আর মৃগতৃষ্ণার ন্যায় সংসারকে ক্ষণ বিধ্বংশী জানিয়া ধর্ম্মের কারণ এবং সুখের কারণ সাধুসঙ্গ করিবেক। তীর্থ আর দেবস্থান শাস্ত্র জ্ঞান

হেতুক তপস্বি চিহ্নেতে চিহ্নিত হয়। শরীর মৃত্যু, সম্পত্তিই বিপত্তির স্থান, ধর্ম্মাদির আগমনই অপগম, এই প্রকারে তাবৎ জন্য বস্তুই নশ্বর। ইহা জানিয়া জ্ঞানিরা বিষয় ত্যাগ করিয়া থাকেন।

প্রশ্ন। যদি তদ্রূপ বৈরাগ্য উদয় না হয় তবে কি হয়।

উত্তর। স্বোপার্জ্জিত ধন পুত্রদিগকে অল্প দিয়া আপনি অধিক লইয়া নিশ্চিন্ত বাস করিলেও হয়, ফলত আর বিষয়ে চ্ছা না করিয়া নিরন্তর ঈশ্বরারাধনায় রত থাকিয়া চরমে যোগে দেহত্যাগ করিবে। বিষয়ে অনুরাগ না থাকিয়া যদি গৃহে থাকে তাহাতেও যোগসাধন হয় এমত শাস্ত্রে দৃষ্ট হই তেছে। যথা রাগি লোকেরদের কাননেতেও দোষ প্রভব হয়, গেহেতেও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যে দমন করা সেই তপস্যা, যে ব্যক্তি অনিন্দিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় সেই বিরাগি লোকের গৃহই তপোবন। অহিংসা পরমধর্ম্ম, ইহাতে পর স্পর বিবদমান সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রের সম্মতি আছে। ধনের নিমিত্ত অত্যন্ত চেষ্টা ভাল নহে, যেহেতুক বিধাতাই বৃত্তি স্থির করিয়াছেন উত্তম লোকের রহস্য এই যে অর্থোপার্জ্জনে ক্লেশ, নষ্টেতে তাপ, সম্পত্তিতে মোহ, তবে অর্থ কি প্রকারে সুখদায়ক হয়। কার্পণ্য রহিত প্রিয় করে, শ্লাঘা রহিত শূর সুপাত্রদায়ী দাতা, বাবদূক ব্যক্তি অনিষ্ঠুরভাষী, এই মহা পুরুষ লক্ষণ। প্রিয়বাক্য সহিত দান, অহঙ্কার রহিত জ্ঞান, ক্ষমাযুক্ত শূরতা, দান নিযুক্ত ধন, এই চারি সংসারে দুর্লভ।

আপন অপেক্ষা ক্ষুদ্র লোককে দেখিলে কাহার মহত্ব না যাতে আর তদ্রূপ আপনা অপেক্ষা বড় লোককে দেখিলে সকলেই আপনাকে দরিদ্র জ্ঞান করে। অতএব যে কোন প্রকারে অত্যল্প কালযাপন করি এই বিধান উচিত আর এই জন্যেই ধর্ম্মশাস্ত্রে এরূপ ব্যবস্থা লিখিয়াছেন।

প্রশ্ন। এরূপে অধিক দিন জীবিত থাকিলে যদি ধন ব্যয় হইয়া যায় পরে আহারের কষ্ট হইবেক।

উত্তর। তাহার উপায় ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিয়াছেন যে পুত্র সহিত বিভাগের পর ধন ক্ষয় হইলে পুনরায় পুত্রাদি হইতে লইতে পারে। পিতামহাদি ধন পুত্রের সহিত সমানাংশ হয়। কিন্তু পিতা যদি উদ্ধার করিয়া থাকেন তবে স্বোপার্জ্জিতের ব্যবস্থা। বিভাগানন্তর অন্য পুত্র জন্মিলে পিতৃ ভাগে তাহার অধিকার, তত্রাপি তথা। বিভাগ ব্যতিরেকে পিতার লোকান্তর হইলে পিতৃঋণ ও প্রতিশ্রুত পরিশোধ এবং অসংস্কৃত পুত্র কন্যা থাকেতে তাহার সংস্কারানন্তর অব শিষ্ট সমানাংশ হয়। ইহাতে মাতাও স্ত্রীধন না পাইয়া থাকিলে এক অংশী জানিবা। প্রপৌত্র পর্য্যন্ত রহিত হইয়া যদ্যপি মরে তবে তাহার ধনে প্রথম পত্নী অধিকারিণী, কিন্তু শরীর রক্ষার্থ ভোগ আর স্বামির স্বর্গার্থ কিঞ্চিৎদান করিতে অধিকার, স্থাবরা দিতে দান বিক্রয়ের অধিকার নাই। তাহার অভাবে কুমারী দুহিতা, বাগ্‌দত্তা, দত্তার, ক্রমে অধিকার। ইহারো অভাবে স্বভারিত পুত্রা, পুত্রবতীর একদা অধিকার তদভাবে দৌহিত্র।

ইহার অভাবে পিতা, তদভাবে মাতা, তদভাবে ভ্রাতা, তদভাবে ভ্রাতৃপুত্র, তদভাবে ভ্রাতৃপৌত্র, ইহাতে সংসৃষ্ট এবং অসংসৃষ্ট বিশেষ আছে। তদভাবে পিতৃ দৌহিত্র, তদভাবে পিতামহ, তদ ভাবে পিতামহী, তদভাবে পিতামহের দৌহিত্র, তদভাবে প্রপিতামহ, তদভাবে প্রপিতামহী, তদভাবে প্রপিতামহের দৌ হিত্র, তদভাবে মাতামহ, তদভাবে মাতুল, তদভাবে প্রপৌত্রের প্রপৌত্র পুরুষত্রয়, তদভাবে বৃদ্ধ প্রপিতামহাদি ঊর্দ্ধ পুরুষ ত্রয়, তদভাবে সমানোদক, তদভাবে আচার্য্য, তদভাবে শিষ্য, তদভাবে সহাধ্যায়ী, তদভাবে সগোত্র, তদভাবে সমান প্রবর, তদভাবে ব্রাহ্মণ ভিন্নের রাজা অধিকারী। স্ত্রীধনে পুত্র আর অবিবাহিতা কন্যার একদা অধিকার। একের অভাবে অন্যের, উভয় অভাবে পুত্রবতী ও সম্ভাবিত পুত্রার একদা অধিকার। পুত্র কন্যা অভাবে পৌত্র, তদভাবে দৌহিত্র। স্ত্রীধন নিরূপণ এই যে স্ত্রীলোক শিল্পদ্বারা লব্ধ আর পিতৃ মাতৃ ভর্ত্তৃ কুল ব্যতিরিক্ত হইতে লব্ধ যে ধন তাহাতে স্বামির স্বত্ব। স্বামী বিদ্যমানে অলঙ্কার পত্তি না দিলেও তাহাতে স্ত্রীর স্বাম্য। ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবর ভিন্ন স্ত্রীর দান বিক্রয়ে অধি কার। দুর্ভিক্ষে ভোজন প্রতিরোধ কৃত উত্তমর্ণাদির নিমিত্ত স্ত্রীধন স্বামী লইয়া দিতে না পারিলে প্রত্যবায় হয় না।

প্রশ্ন। মনুষ্য মরিলে সে দেহ সংস্কার কিরূপ কর্ত্তব্য।

উত্তর। জীব মাত্রেরি শরীরের তিন প্রকার গতি সম্ভা বিত যথা বিষ্ঠা, কৃমি, আর ভস্ম, অর্থাৎ ইতস্তত নিক্ষেপ

করিলে পশু পক্ষিতে ভোজন করে তাহাতে বিষ্ঠা হয়, মৃত্তিকাতে প্রোথিত হইলে তাহাতে কৃমি জন্মে, আর অগ্নিদ্বারা দাহ করিলে ভস্ম হয়। সুতরাং বিবেচনা কর বিষ্ঠা এবং কৃমি অপেক্ষা ভস্ম উত্তম। এ জন্য স্মৃতিকারেরা দাহ করিতে কহেন। কিন্তু দুই বৎসর সমাপ্ত না হইয়াছে এমত বয়স্ক বালক মরিলে তাহাকে দাহ না করিয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত করিতে কহেন।

প্রশ্ন। মৃত শরীর সর্ব্বাপেক্ষা ভস্ম করাই উৎকৃষ্ট জানা গেল তবে কেন দুই বৎসরের মধ্যে বালক বালিকা মরিলে তাহারদিগের শরীর দাহ করা নিষিদ্ধ এবং দোষ শ্রুতি।

উত্তর। তাহার কারণ বেদে লিখেন দুই বৎসরাবধি বালকের পাপ পুণ্য নাই সুতরাং পাপ পুণ্য শূন্যত্ব দেবত্ব তস্মাৎ দেব শরীর দাহনে পাপ আছে, তাহার প্রত্যক্ষ দণ্ডি শরীর অদাহ্য শাস্ত্রে কহেন, এবং ব্যবহারও আছে, তবে যে মার্কণ্ডেয় মুনি কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত পাপ পুণ্য রহিত, সে অধুনা, তাহার পূর্ব্বে এ নিয়ম বেদে হইয়াছিল, সুতরাং বেদ মূলক স্মৃতি তদনুসার কহিয়াছেন।

প্রশ্ন। মৃত দেহের দাহাধিকারী কে হয়।

উত্তর। পুরুষ মরিলে জ্যেষ্ঠ পুত্র, কনিষ্ঠ পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, অপুত্রা পত্নী, অদত্তা কন্যা, দত্তাকন্যা, দৌহিত্র, কনিষ্ঠ সহোদর, জ্যেষ্ঠ সহোদর, কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয়, জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয়, সহোদর পুত্র, বৈমাত্রেয় পুত্র, পিতা, মাতা, পুত্র

বধূ, পৌত্রবধূ, অদত্তা পৌত্রী, দত্তা পৌত্রী, প্রপৌত্রবধূ, প্রপৌত্রী, দত্তা প্রপৌত্রী, পিতামহ, পিতামহী, পিতৃব্যাদি সপিণ্ড, সমানোদক, শ্বশুর, জামাতা, ভ্রাতার শিষ্য, ঋত্বিক, আচার্য্য, মৈত্র, পিতৃমৈত্র, একত্রবাসী, গৃহীত বেতন, ইত্যাদি ক্রমে জানিবা। স্ত্রীলোক মরিলে জ্যেষ্ঠ পুত্র, কনিষ্ঠ পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, কন্যা, দত্তা কন্যা, দৌহিত্র, সপত্নী পুত্র, স্বামী, স্বামিবধূ, সপিণ্ড, সমানোদক, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী পুত্র, স্বামির ভাগিনেয়, ভ্রাতার পুত্র, জামাতা, স্বামির মাতুল, স্বামির শিষ্য, পিতৃবংশ, মাতৃবংশ, দ্বিজোত্তম ইত্যাদি ক্রমে জানিবা। শব কিম্বা অস্থি প্রাপ্ত না হয় তবে পর্ণনর করিয়া দাহ হয়।

প্রশ্ন। সপিণ্ড এবং সমানোদক কাহাকে বলে।

উত্তর। পরস্পর সপ্তম পুরুষ সপিণ্ড, কোনমতে পিতা পিতামহ জীবদ্দশাতে থাকে তবে দশম পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ড হয়। অবিবাহিতা কন্যার তিন পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ড। সপিণ্ডের পর চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত সমানোদক হয়, তাহার পর সম্বন্ধ স্মৃতি পর্য্যন্ত সকুল্য হয়।

প্রশ্ন। মৃত শরীর দাহাদি করিয়া সপিণ্ডবর্গ কি ব্যবহার করিবে।

উত্তর। অশৌচ ব্যবহার করিবে, অর্থাৎ অশৌচ মধ্যে নিত্য এবং কাম্য কোন কর্ম্ম করিবেক না। সপিণ্ডবর্গের জনন মরণে সম্পূর্ণ অশৌচ। পূর্ণাশৌচ ব্রাহ্মণের দশ দিন

ক্ষত্রিয়ের বারো দিন, বৈশ্যের পনের দিন, শূদ্রের ত্রিশ দিন, আর পিতা মাতা মরণে পুত্রেরা এক বৎসর পিতৃকর্ম্ম দেবকর্ম্ম করিবেক না। কিন্তু সন্ধ্যোপাসনা আর মাতৃ মরণের পর পিতার পিতৃ মরণানন্তর মাতার শ্রাদ্ধ করিতে পারে। সপিণ্ডা নন্তর দশম পুরুষ পর্য্যন্ত তিন দিবস অশৌচ হয়। দশম পুরুষা নন্তর চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত পক্ষিণী অশৌচ হয়। তাহার পরে সম্বন্ধ নাম স্মৃতি পর্য্যন্ত এক দিন, তদনন্তর স্নান মাত্র শুদ্ধি। বর্ত্তমান দিবস এবং আগামি দিবস রাত্রি সহিত দ্বাদশ প্রহরের নাম পক্ষিণী। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব অশৌচ হইলে পূর্ব্ব দিবসাবধি গণনা। অশৌচ প্রকৃতরূপ জ্ঞাত না হইলে অশৌচ হয় না। খণ্ডাশৌচ সর্ব্ববর্ণের সমান।

প্রশ্ন। খণ্ডাশৌচ কি।

উত্তর। অশৌচের মধ্যে জ্ঞাত হইলে শেষ যে দিবস থাকে তাহাতেই শুদ্ধি হয়। অশৌচানন্তর এক বৎসরের মধ্যে জ্ঞাত হইলে ত্রিরাত্র, তদনন্তর স্নানে শুদ্ধি। কিন্তু পিতা মাতা স্বামির মরণে বৎসরানন্তর দুই বৎসর পর্য্যন্ত এক দিবস, তদনন্তর স্নানে শুদ্ধি। জননাশৌচে অশৌচানন্তর জ্ঞাত হইলে অশৌচ হয় না। নিজ পুত্র স্থলে স্নানে শুদ্ধি। অষ্টম মাস গর্ভের পর গর্ভস্রাব হইলেও জননাশৌচের ব্যবস্থা।

প্রশ্ন। অষ্টম মাসের পূর্ব্ব কি ব্যবস্থান্তর আছে।

উত্তর। অষ্টম মাস পর্য্যন্ত গর্ভস্রাবাশৌচের অধিকার, ইহাতে ছয় মাসের মধ্যে গর্ভস্রাব হইলে সে স্ত্রীর অশৌচ

স্ত্রী। দুই মাসের মধ্যে হইলে তিন দিবস তদনন্তর ছয় মাস পর্য্যন্ত যত মাসে গর্ভ তত দিবস অশৌচ, ইহাতে ব্রাহ্মণের এক দিবস, ক্ষত্রিয়ের দুই, আর বৈশ্যের তিন, শূদ্রের ছয় দিবস অধিক হয়। অপর ছয় মাসের অনন্তর সপ্তম অষ্টম মাস পর্য্যন্ত, সে স্ত্রীর সম্পূর্ণাশৌচ হয়। জনকাদির তিন দিবস হয়। যদি অপত্য জীবিতবান্ থাকে, তবে সকলের পূর্ণাশৌচ হয়। অল্প দিবসের পর মরিলে বালকাশৌচের ব্যবস্থা।

প্রশ্ন। বালকাশৌচ কেমন।

উত্তর। নবম মাস গর্ভ হইতে বালকাশৌচের বিচার, বালক যদি গর্ভ হইতে মরিয়া জন্মে, তবে পিতা মাতা সপিণ্ড বর্গের সম্পূর্ণাশৌচ। জন্মিয়া অশৌচের মধ্যে মরিলে সপিণ্ড বর্গের স্নান মাত্রে শুদ্ধি। পিতা মাতার জননাশৌচ হয়। এ ব্যবস্থা সর্ব্ববর্ণের সমান।

প্রশ্ন। জননাশৌচের পর মরিলে কি হয়।

উত্তর। ব্রাহ্মণের জননাশৌচের অনন্তর ছয় মাসের মধ্যে দন্তহীন মরিলে পিতা মাতা সহোদরের এক দিন রাত্র, আর সপিণ্ডবর্গের স্নানে শুদ্ধি। যদি দন্ত হইয়া থাকে তবে পিতা মাতার তিন দিন, সপিণ্ডবর্গের এক দিন। ছয় মাসের পর দুই বৎসরের মধ্যে চূড়াহীন মরিলে পিতা মাতার তিন দিন, সপিণ্ডবর্গের এক দিন। কৃত চূড় হইলে পিতা মাতা সপিণ্ড সকলের তিন দিন। দুই বৎসরের পর ছয় বৎসর তিন বৎসর

মধ্যে যজ্ঞোপবীত হীন মরিলে পিতা মাতা সপিণ্ডবর্গের তিন দিন। যজ্ঞোপবীত হইলে সকলের সম্পূর্ণাশৌচ। শূদ্রের ছয় মাস পর্য্যন্ত ত্রিরাত্রাশৌচ, দন্ত হইয়া থাকিলে পাঁচ দিন, ছয় মাসের পর দুই বৎসরের মধ্যে চূড়াহীন মরিলে পাঁচ দিন, আর কৃতচূড় হইলে বারো দিন। দুই বৎসরের পর ছয় বৎসর পর্য্যন্ত বিবাহ রহিত মরিলে বারো দিন, বিবাহ হইলে সকলের এক মাস। ছয় বৎসরের অনন্তর বিবাহ না হইলেও মাসাশৌচ।

প্রশ্ন। ইহা পুত্রের কহিলেন কন্যার কি রূপ।

উত্তর। অবিবাহিতা কন্যার তিন পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ড। কন্যা মরণে সর্ব্ববর্ণের সমান ব্যবস্থা। নবম মাস গর্ভ মধ্যে থাকিয়া কন্যা জন্মে তবে পিতা মাতা সপিণ্ডবর্গের সম্পূর্ণাশৌচ। জন্মিয়া দুই বৎসরের মধ্যে মরিলে স্নান মাত্রে শুদ্ধি। দুই বৎসরের অনন্তর বাগ্দান পর্য্যন্ত সকলের এক দিন। বাগ্দান হইলে পিতৃ কুলে এবং স্বামি কুলে তিন দিন, বিবাহিতা কন্যা পিতৃ গৃহে প্রসব কিম্বা মরে তবে পিতা মাতার তিন দিন সহোদরবর্গের এক দিন, সপিণ্ডের হয় না। জন্ম দিবস অবধি দন্ত জনন পর্য্যন্ত ভগিনী মরণে স্নানে শুদ্ধি। তদনন্তর দুই বৎসর পর্য্যন্ত এক দিবস, বিবাহানন্তর স্বামি কুলের অশৌচ।

প্রশ্ন। স্ত্রী লোক প্রসব হইলে দীর্ঘকাল অশৌচ ব্যবহার দৃষ্ট হইতেছে ইহার ব্যবস্থা কি।

উত্তর। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের স্ত্রী, পুত্র প্রসব হইলে সে স্ত্রীর ২০ দিন, কন্যা হইলে এক মাস, শূদ্রের উভয়েতেই মাসাশৌচ ব্যবস্থা। আর স্ত্রীলোক রজস্বলা হইলে তাহার তিন দিন অশৌচ হয়। স্বামির পূরক পিণ্ডদানের কালে রজস্বলা হইলে স্নান করিয়া পিণ্ড দিবেক। স্বামির আদ্যিক দিনে রজস্বলা হইলে তাহার পঞ্চম দিনে শ্রাদ্ধ হইবেক।

প্রশ্ন। দুই তিন অশৌচ একত্র হইলে তাহাতে কি কর্ত্তব্য।

উত্তর। অশৌচ তিন প্রকার অর্থাৎ গুরু, লঘু, এবং সমান, তাহাতে জননাশৌচ হইতে মরণাশৌচ গুরু, সপিণ্ড জননাশৌচ হইতে মরণাশৌচ গুরু, সপিণ্ড জননাশৌচ হইতে নিজ পুত্র জননাশৌচ গুরু, সপিণ্ড মরণাশৌচ হইতে নিজ পিতা মাতা স্বামির মরণাশৌচ গুরু, অল্প দিবস থাকে এমত অশৌচ হইতে অধিক দিবস আছে এমত অশৌচ গুরু। ইহাতে যাহা হইতে যে অশৌচ গুরু, তাহা হইতে সে লঘু হয়। দুই সপিণ্ড জননে এবং মরণে সমানাশৌচ। পূর্ণাশৌচের মধ্যে সমান অশৌচ হইলে পূর্ণাশৌচে শুদ্ধি হয়। কিন্তু পূর্ণাশৌচের অন্ত দিবসে হইলে দুই দিবস অধিক হয়। সে দিবসের প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইলে তিন দিবস অধিক হয়। গুরু অশৌচের মধ্যে লঘু অশৌচ হইলে কথিত সমান অশৌচের ন্যায়, অর্থাৎ পূর্ব্বাশৌচে শুদ্ধি। কিন্তু লঘু অশৌচের মধ্যে গুরু অশৌচ হইলে,

দ্বিতীয় অশৌচ হয়। এই দৃষ্টিতে তর্ক দ্বারা ব্যবস্থা করিবে। অশৌচানন্তর খণ্ডাশৌচের শ্রবণ হইলে অশৌচ হয় না।

প্রশ্ন। জ্ঞাতি ভিন্ন নানা প্রকার নিকট কুটুম্ব আছে তাহার দিগের মরণে অশৌচ হয় কি না।

উত্তর। পিতামহের ভগিনী পুত্র, পিতামহীর ভ্রাতৃ ও ভগিনী পুত্র, মরণে পক্ষিণী অশৌচ হয়। মাতামহীর ভগিনীর পুত্র, ও ভ্রাতুষ্পুত্র, মাতামহ ভগিনী পুত্র মরণে অহোরাত্র। বিবাহিতা ভগিনী, মাতুলানী, মাতুল, পিতার ভগিনী, মাতার ভগিনী, মাতামহী দৌহিত্র, ভাগিনেয়, মরণে পক্ষিণী। শ্বশুর শাশুড়ী যদি ভিন্ন গ্রামে মরে তবে এক দিন, নিকটে মরিলে ত্রিরাত্র। পিতৃ স্বসা, মাতৃ স্বসার পতি মরণে অশৌচ হয় না। গুরুর স্ত্রী মরণে পক্ষিণী। বিমাতার ভ্রাতা, আচার্য্য পত্নী, আচার্য্য পুত্র, শিষ্য, উপাধ্যায়, শ্যালক, মরণে অহোরাত্র। গুরু পুত্র, মণ্ডলাধিপ, মরণে এক দিন। মাতামহ মরণে ত্রিরাত্র। ভগিনীপতি, জামাতা, বৈমাত্রেয়, বিবাহিতা ভগিনী, সপত্নী দৌহিত্র, মরণে স্নান মাত্রে শুদ্ধি। পিতা মাতা মরণে বিবাহিতা কন্যার তিন দিবস। পুত্রহীন পুরুষ মরিলে অবিবাহিতা কন্যার পূর্ণাশৌচ। এক গ্রামবাসি গোত্রজ মরিলে এক দিন। পিতৃ স্বসার এবং মাতৃ স্বসার পুত্র মরণে পক্ষিণী। পক্ষিণ্যাদি অশৌচ যত কথিত হইল ইহা যদি ঘরে মরে আর বহন হয় তবে সমস্তই ত্রিরাত্রাশৌচ। অপর যাহার মরণে যে যুক্ত

দিন অশৌচী হয় তাহার মরণেও সে তত দিন অশৌচী হয় জানিব।

প্রশ্ন। অপমৃত্যুাদিতে অশৌচ কি রূপ।

উত্তর। অনশন, বজ্র, অগ্নি, জল, উচ্চদেশ হইতে পতন, বন্ধ, শৃঙ্গি দংষ্ট্রি, নখি, বিষভক্ষণ, বন্ধন, পক্ষি, মৎস্য, মৃগ হইতে আর ক্ষত ব্যতিরেকে শস্ত্রাঘাত হইতে যদি তিন দিনের মধ্যে মরে তবে তিন দিবস অশৌচ হয়। তিন দিনের অন্তর পূর্ণাশৌচ। ইহা ব্যতিরেকে অন্য প্রকার ক্ষত হইয়া সাত দিনের মধ্যে মরিলে তিন দিবস অশৌচ হয়।

প্রশ্ন। অশৌচ হয় না এমত কি আছে।

উত্তর। স্ত্রীর সহিত এবং ব্যাঘ্র সর্পাদির সহিত ক্রীড়া করিতে মরিলে অশৌচ হয় না। চৌর্য্য দোষে রাজা মারে, পরস্ত্রীগমনে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে সেই স্ত্রীর পতি মারে, ব্রাহ্মণ হইয়া চাণ্ডালাদির সহিত মল্লযুদ্ধে মরে, চাণ্ডালাদিকে জাতি দিয়া থাকে, আর মহাপাতকী হয়, এবং ক্রোধ বশত আত্ম হত্যা করে, এই সমস্ত ব্যক্তিদিগের দাহাদি এবং অশৌচ নাই। ব্যভিচার ব্যক্তি মরিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দাহাদি করিবেক।

প্রশ্ন। যে সমস্ত অশৌচ লিখিলেন ইহা আচরণ করাতে ফল কি।

উত্তর। অনেক ফল অনুমান হয় তাহা পৃথক্ বর্ণন করাতে বাহুল্য আর সে সমস্ত কারণ [illegible] হয় না

তথাপি অভিজ্ঞ ক্রমে কিঞ্চিৎ লিখি এই যে, আদৌ জনন মরণ ইত্যাদির অশৌচ গ্রহণে সসম্পর্কের সহিত যথা ক্রমে এক বিশেষ আত্মীয়তা প্রকাশ। দ্বিতীয়ত পিতা মাতার শ্রাদ্ধাদি ব্যয় এবং আয়োজন সাধ্য তাহার সময় পাওয়াতে উপকার। তৃতীয় স্ত্রীলোক প্রসব হইলে সেই স্ত্রীর দীর্ঘকাল অশৌচ এবং প্রসূতি স্বতন্ত্র গৃহে বাস করাতে তাহার এবং জাত শিশু ও অন্যান্য ক্ষুদ্র শিশুর রক্ষা, চিকিৎসা, ইত্যাদি কত বিশেষ উপকার আছে তাহা যে ব্যক্তি ভোগ করিয়া সুখ দুঃখ অনুভব করিয়াছে তাহার সমক্ষ কারণ অপ্রকট নাই, তর্ক দ্বারা কোন২ স্থলে নিষ্প্রয়োজন, অনুমান করিলে শাস্ত্র কারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিবেচনা করিলে সমাধা হই বেক। অতএব ধর্ম্মশাস্ত্র প্রতি তর্ক না করিয়া যেমন২ আছে তাহা সাধ্যানুসার প্রতিপালন করা ভদ্র ব্যবহার। ভদ্র ব্যব হার প্রতি বিশেষ শ্রুতি আছে।

প্রশ্ন। অশৌচ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি জাতি মাত্রের উল্লেখ কিন্তু ভারতবর্ষে হিন্দুর মধ্যে বহুতর জাতি দৃষ্ট হইতেছে তাহার কোন ব্যবস্থা নাই কেন।

উত্তর। সৃষ্টির প্রথম স্বায়ম্ভুব মনু মনুষ্যদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন অর্থাৎ চারি জাতি স্থির করিয়াছেন, অতএব সেই মনুসংহিতা প্রমাণে ইদানীন্তনের পণ্ডিতেরা ক্রমে ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন সুতরাং সেই চারি জাতির কথাই লেখেন। মধ্যে বেণ রাজা নাস্তিক বেদ না মানিয়া প্রজাদিগের মধ্যে ব্যভি

ক্রমে বিবাহাদি দেওয়াইয়া কতক গুলি মিশ্র জাতি উৎপত্তি করাইয়া ছিলেন কিন্তু সে সমুদয় সঙ্কর জাতি প্রভৃতি শূদ্রের ব্যবস্থা প্রচলিত, তন্মধ্যে কেবল বিশেষ রাঢ়ীয় বৈদ্যের বল্লাল সেনের প্রযত্নে বৈশ্যমত ব্যবস্থা অর্থাৎ ১৫ দিন অশৌচ স্থির হইয়াছে, আর মাতৃবৎ বর্ণ সঙ্করাঃ এই প্রমাণানুসারে চাণ্ডালেরা দশ দিন অশৌচ ব্যবহার করিয়া থাকে, এবং পাশ্চাত্যাদি দেশে আরো কোনং জাতি দশ দিন ব্যবহার করিয়া থাকে।

প্রশ্ন। সঙ্কর জাতি কিং জাতি হইতে কোনং জাতি হইয়াছে তাহার কিছু নির্ণয় আছে।

উত্তর। সমুদয় নিশ্চয় হয় না তাহার কারণ নানা দেশে ক্রমেং নানা প্রকার ঘটনায় নানা জাতি হইয়াছে কিন্তু বেণ রাজার পর তৎপুত্র কর্ত্তৃক কতক গুলিন বর্ণসঙ্কর পৃথক্ জাতি রূপে শ্রেণীবদ্ধ যে হইয়াছিল তাহা শাস্ত্রে আছে যথা।

উত্তম শ্রেণী।

বৈশ্য ও শূদ্রাতে করণ কায়স্থ, তিলি, এবং তামুলি। ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠ বৈদ্য, গন্ধবণিক, কাঁসারি, শঙ্খবণিক। ক্ষত্রিয় ও শূদ্রাতে টক্কারি, নাপিত, এবং ময়রা। শূদ্র ও ক্ষত্রিয়াণীতে, তন্তুবায়, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, এবং মালু। বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়াণীতে, মাগদেয়, গণৎকার, এবং কুণ্ড। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রাতে বারুই। ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণীতে মালাকার এবং সূত।

## মধ্যম শ্রেণী।

কায়স্থ ও বৈশ্যাতে সূত্রধর ও রজক। অম্বষ্ঠ ও বৈশ্যাতে, স্বর্ণকার এবং সুবর্ণবণিক। কূপ ও শূদ্রাতে ধীবর এবং শৌণ্ডিক। মালাকর ও শূদ্রাতে নট এবং মবক। মাগদের ও শূদ্রাতে, সীকর এবং জালিক। কূপ ও বৈশ্যাতে, কলু এবং আভীর।

## অধম শ্রেণী।

স্বর্ণকার ও অম্বষ্ঠীতে মালকরণী। সুবর্ণবণিক ও বৈশ্যাতে কুরুবে। শূদ্র ও ব্রাহ্মণীতে, চাণ্ডাল। আভীর ও কূপনীতে, বোরুর। আভীর ও বৈশ্যাতে চর্ম্মকার। রজক ও বৈশ্যাতে, পাটনি। কলু ও বৈশ্যাতে, ডোলা, এবং দোলাবাই। ধীবর ও শূদ্রাতে মল।

প্রশ্ন। মরণাশৌচের পর কি কর্ত্তব্য।

উত্তর। দাহকর্ত্তা দশ পিণ্ড পর্য্যন্ত দিবেক, কিন্তু উত্তরাধিকারী অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির ধন যে পায় দায়তত্ত্বে লিখিত হইয়াছে সেই২ ব্যক্তি ক্রমে বিহিত অশৌচান্তের আদ্যকৃত্য অর্থাৎ শ্রাদ্ধ করিবেক। দানাদি সকলে করিতে পারে। পুত্র প্রতিমাসে এক বৎসর পর্য্যন্ত মাসিক শ্রাদ্ধ করিয়া বৎসরান্তে সপিণ্ডন করিবে, অশক্ত পক্ষে দ্বিমাসান্তর। তাহাতে অপারগ হইলে ষণ্মাসে, তাহাতেও অপারগ হইলে এককালে বৎসরান্তে করিবেক। তাহার পর প্রতিবৎসর মৃত তিথিতে

একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবেক। এক পুত্রস্থলে অপকর্ষ বিধি, অর্থাৎ ত্রিপক্ষে সপিণ্ডীকরণ করিতে পারে। ব্রাহ্মণের একাহে সপিণ্ডীকরণ হয়। এতদ্ভিন্ন তারবর্ণের বৃদ্ধি উপ স্থলে অপকর্ষ হয়। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ অষ্টম মুহূর্তে আরম্ভ করিয়া নবম মুহূর্তে সমাপন করিবে। বিদেশে মরণে তিথি না জানিতে পারে, মাস জানে, তবে সেই মাসের কৃষ্ণা একাদশী কিম্বা অমাবস্যাতে শ্রাদ্ধ হয়। তিথি জানে মাস জানে না এমত স্থলে মার্গশীর্ষ, আষাঢ় কিম্বা ভাদ্র, অথবা মাঘ, ইহার মধ্যে যে মাস শ্রবণের সান্নিধ্য হয় সেই মাসেতে শ্রাদ্ধ করিবে। মাস এবং তিথি উভয় না জানিলে প্রস্থান তিথি মৃত তিথি হয়। প্রস্থান তিথি জানে না কেবল মাস জানে সেই স্থলে সেই মাসের কৃষ্ণা একাদশী। মাস জানে না তিথি জানে, সে স্থলে মার্গশীর্ষাদি। প্রস্থান দিন এবং মাস জানে না সে স্থানে শ্রবণ দিন মৃত তিথি হয়। দেশা স্তর ব্যক্তির বার্ত্তা দ্বাদশ বর্ষ না পাইলে মৃতাবধারণ করিয়া অমাবস্যাতে পর্ণনর দাহানন্তর ত্রিরাত্রাশৌচে শ্রাদ্ধ আর গমন দিন মৃত তিথি ধার্য্য করিবেক। অমাবস্যা এবং প্রেত পক্ষেতে মরিলে পুত্র সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ ত্রৈপুরুষিক পার্ব্বণ বিধানে করিবে। মৃতাহ তিথিতে শ্রাদ্ধ যদি ঘটিতে না করিতে পারে তবে কৃষ্ণা একাদশীতে, অথবা অমাবস্যাতে করিবে। ত্রৈপুরুষিক পার্ব্বণ করিলে ষাট্‌পুরুষিক পার্ব্বণ

সিদ্ধ হয়। পরিত্যক্ত কৈমাত্রের পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিলে আপনার মাতামহ শ্রাদ্ধের নিমিত্ত পুনর্ব্বার পার্ব্বণ করিবে।

প্রশ্ন। মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ করিলে কি হয়।

উত্তর। বেদ বচন সর্ব্বদা মান্য, ইহাতে কারণ কা[illegible] এই আছে যে মনুষ্য মরিলে তাহার সন্তানাদিরা আদ্য কৃত্যাদি সপিণ্ডন পর্য্যন্ত করিলে সেই মৃত জীবের আতিবাহিক শরীর অর্থাৎ প্রেতত্ব বিমুক্তি হইয়া এক বৎসরে পিতৃলোক প্রাপ্তি হয়।

প্রশ্ন। পঞ্চভূত সম্বন্ধে শরীর সেই পঞ্চভূতের পঞ্চত্ব প্রাপ্তিই মৃত্যু, তন্মাৎ শরীর কার্য্যের কারণের নাশ হয়, অতএব নির্ব্বাণ দীপে তৈল দিলে তাহা যেমন পুনঃ প্রজ্বলিত হয় না, সেইরূপ মৃত জীবের শ্রাদ্ধ অন্যে করিলে মৃতের উপকার এ অতি অসম্ভব কল্পনা বোধ হয়।

উত্তর। এ পূর্ব্বপক্ষ নাস্তিকে করে কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রেই জীবের নিত্যত্ব কথন, আর এ কল্পনা সম্ভব বা অসম্ভব হউক, জম্বু দ্বীপস্থ ভারতবর্ষীয় নাস্তিক ভিন্ন যাবদীয় লোক বিশ্বাস করিয়া থাকেন, সেথ অন্যাপরে কা কথা ম্লেচ্ছ যবনাদি শাস্ত্রের কতকদেশীয় পণ্ডিতেরা এইরূপ কল্পনা করিয়াছেন, যথা, কোরাণ ও বাইবেল ইত্যাদিতে লেখে, মনুষ্য মরিলে সে জীব এইরূপে কিছুকাল অমনি [illegible] থাকে, শেষ বিচারের দিন হইবেক, সেইকালে এই সমস্ত মৃত জীবকে ঈশ্বর এক এক শরীর দিয়া আপন সম্মুখে লইয়া গিয়া বিচার দ্বারা

পাপিকে নরকে আর পুণ্যাত্মাকে স্বর্গে পাঠাইবেন। এ কথা হিন্দুশাস্ত্রের সহিত প্রায় ঐক্য, কেবল বিশেষ মাত্র এই যে সর্ব্ব শেষ দিন অর্থাৎ মহাপ্রলয় কালে স্বয়ং ঈশ্বর আকার বিশিষ্ট বিচার করিবেন। সুতরাং সে মতে শ্রাদ্ধ না থাকাতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত প্রেতত্ব স্বীকার, এবং যোগ সাধন অগ্রাহ্য হেতুক, বিচার কর্ত্তা যম রাজাই পরব্রহ্ম ইত্যাক্যার এক ঈশ্বর জ্ঞান। সনাতন মতে মৃত মাত্র প্রেতত্ব, চিতা পিণ্ডদান হইলে আতিবাহিক শরীর পাইয়া যমালয়ে যায়, এবং সেই ঈশ্বরাংশ ধর্ম্মরাজ সমীপে মৃত জীবের সদসৎ কর্ম্ম বিষয়ে সন্ধ্যাদি কালের স্যাক্ষ্য দ্বারা দোষ সাব্যস্ত হইলে দুষ্কার্য্যানুযায়ি দণ্ড, এবং পুণ্যানুসারে পুরস্কার অর্থাৎ স্বর্গ নরকাদি ভোগ হইয়া কোন২ মতে কিঞ্চিদবশিষ্টে পুনর্জ্জন্ম, কিন্তু মনু কহেন, পূর্য্যষ্টক রূপ লিঙ্গ শরীর অর্থাৎ ভূত, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, সংস্কার, কর্ম্ম, প্রাণ, অবিদ্যা, এই আট সূক্ষ্ম অংশ যুক্ত হইয়া, স্থাবর অথবা জঙ্গম কারণ যে বীজ তাহাতে আশ্রয় করে এবং তদ্দ্বারা পুনরায় স্থূল দেহকে গ্রহণ করে। ইহা সাধারণ্যত কর্ম্মি জীব প্রতি জানিবা, কিন্তু আত্মজ্ঞানিরু পাপ পুণ্য রাহিত্যপ্রযুক্ত অনিত্য দেহত্যাগ মাত্রেই নির্ব্বাণ, অর্থাৎ সে জীব পরমেশ্বরের সত্তাতে গিয়া লীন হয়, এই মুক্তি ভক্তেরা নানা প্রকার বর্ণন করেন, যথা সালোক্য, সামীপ্য এবং সারূপ্য, অর্থাৎ বিষ্ণু ভক্ত বৈকুণ্ঠ কল্পনা করেন শিব ভক্ত শিব লোক ইত্যাদি।

প্রশ্ন। অদ্যাপি মরণাবধির আদ্যকৃত্যাদি সপিণ্ডীকরণপর্য্যন্ত হইলেই উদ্ধার কল্পনা আরবার প্রতিবৎসর এবং বিবিধ কারণে পুনঃ২ শ্রাদ্ধের প্রয়োজন কি —

উত্তর। সে এক প্রকার পিতৃ লোক উদ্দেশে বিষ্ণু পূজা বিশেষ, হিতাকাঙ্ক্ষি মহর্ষিদিগের অভিপ্রায়, কোন প্রকারে লোক সকল সর্ব্বদা অন্নদানাদি সৎকর্ম্মে নিযুক্ত থাকে তদর্থে বান। প্রবোধ এবং ভয় প্রদর্শনও আছে, দেখ শাস্ত্রে লেখে মৃতাহে ভূরিভোজনং অর্থাৎ মৃত তিথিতে বহুতর ক্ষুধিত ব্যক্তিকে ভোজন করাইবেক। আর এই সমস্ত শ্রাদ্ধের ফলশ্রুতি এইরূপ কথিত আছে যে মৃত ব্যক্তির নাম গোত্র উল্লেখপূর্ব্বক পিতৃ লোক উদ্দেশে জল পিণ্ডাদি দান করিলে সেই মৃত জীব যে কোন শরীর ধারণ করিয়া থাকুক তাহার সম্বন্ধে তৃপ্তিজনক হইবেক, অর্থাৎ দেবতা হইয়া থাকেন তবে তৎসম্বন্ধে অমৃত, মনুষ্য সম্বন্ধে অন্ন, পশু সম্বন্ধে তৃণ, বৃক্ষ সম্বন্ধে জল ইত্যাদি ভাব।

প্রশ্ন। জীবের পূর্ব্ব জন্ম কৃত কর্ম্মের অনুসার স্বভাব ও বুদ্ধি ইত্যাদি যে কহিতেছেন, ইহাতে এক মহাসন্দেহ এই যে ঈশ্বর যখন প্রথম সৃষ্টি করিলেন তখনতো জীবের পূর্ব্ব কৃত কর্ম্ম ছিল না তবে পাপ ও পুণ্যকে নিয়োজন করিলেক।

উত্তর। সৃষ্টির প্রথম, একবারই অপ্রসিদ্ধ, বরং চিরকাল আছে মধ্যে২ প্রলয় হইয়া জলময় হয় মাত্র, পুনর্ব্বার

সেই সময়েই হয় ইহার প্রমাণ মনুসংহিতাতে স্পষ্টই আছে। যথা। সর্ব্বেষান্তু স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্২। বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে। অর্থাৎ সেই প্রজাপতি সৃষ্টির প্রথমে বেদের পদ হইতে অবগত হইয়া সকলের নাম ও কর্ম্ম এবং ব্যবসায় পৃথক২ অর্থাৎ পূর্ব্ব কল্পে যাহারং যেং নাম প্রভৃতি ছিল তাহাং নিরূপণ করিলেন।

প্রশ্ন। পূর্ব্ব কল্প এবং পর কল্প কি।

উত্তর। চক্ষুর দুই পলকের স্বাভাবিক সংযোগ বিয়োগে যে কাল তাহার নাম নিমেষ, আঠারো নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিশ কলায়, এক মুহূর্ত্ত, ত্রিশ মুহূর্ত্তে এক দিবারাত্রি, মনুষ্য ও দেব সম্বন্ধে দিবারাত্রিকে সূর্য্য বিভাগ করেন, মনুষ্যের এক মাস পিতৃ লোকের এক দিবারাত্রি, তাহার বিভাগ চন্দ্র করেন, অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষ দিন আর শুক্ল পক্ষ রাত্রি, মনুষ্যের একবর্ষে দেবতার এক দিবারাত্রি, তাহার বিভাগ, উত্তরায়ণ দিবা আর দক্ষিণায়ন রাত্রি, দেব পরিমাণের বারো সহস্র বৎসরে, সত্য ত্রেতা দ্বাপরাদি চারি যুগ তদ্রূপ সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন, আর রাত্রিও সেই পরিমাণ। যখন এবম্ভূত প্রজাপতি দিবাতে জাগ্রত হন তখন এই জগৎ নিঃশ্বাস প্রশ্বাস এবং চেষ্টা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সৃষ্টি হয়, আর রাত্রে যখন শয়ন করেন তখন সকল লয়কে পায়, এই পুনঃ২ হইতেছে এবং তিনি নিত্য, অতএব, এ সৃষ্টি করণে

অপরিমিত শক্তিমান, মন ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অবয়ব রহিত, অচিন্তনীয় এবং সকল বিশ্বের পরমাত্মা স্বরূপ।

প্রশ্ন। তবে প্রজাপতি কি।

উত্তর। বেদে কর্ম্ম বিশেষে স্থান বিশেষে নাম বিশেষ উল্লেখ কিন্তু মূল এক, সৃষ্টি প্রকরণে যেখানে সেই আদিকে প্রজাদিগকে জাতি বিশেষ ও কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন কথা, সেই স্থানে প্রজাপতি উল্লেখ। যেখানে দেবগণ এবং জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ সৃষ্টি এবং সনাতন বেদ যাহা ব্রহ্মার স্মৃতিতে উপস্থিত হইয়াছিল তাহা প্রকাশ করিয়া মরীচি প্রভৃতি ঋষিদিগকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন কথা, সেখানে ব্রহ্মা নাম উল্লেখ,। যেখানে মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার তত্ত্ব ও পঞ্চ তন্মাত্রের কর্ম্ম জন্মাইতে সমর্থ, সেখানে পুরুষ উল্লেখ,। যেখানে অণ্ড মধ্যস্থ এবং তাহা দুই ভাগ করিয়া ভূর্ভুবঃস্বঃ এই তিন লোকের নির্ম্মাণ করেন কথা, সেখানে হিরণ্য গর্ভ উল্লেখ। যেখানে জলময়, সেখানে নারায়ণ নাম উল্লেখ, তাহার ব্যুৎপত্তি নর অর্থাৎ পরমাত্মা ইহাতে জলের উৎপত্তি প্রযুক্ত নার, সেই জল আত্মার পূর্ব্ব অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় প্রযুক্ত নারায়ণ নাম হইল। যে স্থানে সেই প্রভু আপন শরীরকে দুই ভাগ করিয়া অর্দ্ধ ভাগে পুরুষ অর্দ্ধ ভাগে স্ত্রী হইয়া বিরাটকে উৎপন্ন করিলেন সেই বিরাট পুরুষ তপস্যা করিয়া আমি মনু, ইহা মনু কহেন।

প্রশ্ন। সৃষ্টি প্রকরণ কিরূপ।

উত্তর। মনু প্রণীত সৃষ্টিক্রমকে, বেদান্ত মতের সহিত ঐক্য করিবার নিমিত্ত কুল্লুক ভট্ট টীকাকার যেরূপ লিখেন তাহারি মর্ম্ম সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ এ স্থলে প্রকাশ হইল যথা, এই সকল জগৎ প্রলয়কালে তমেতে অর্থাৎ তমের ন্যায় প্রকৃতি যাহা ব্রহ্মস্বরূপ হইতে অভিন্ন ছিল, তাহাতে সূক্ষ্মরূপে লীন হইয়া প্রত্যক্ষের অগোচর এবং চিহ্ন রহিত, এ কারণ অনুমানের অগম্য, আর তর্কের অযোগ্য, এবং শব্দের দ্বারাও অজ্ঞেয়, অতএব সুষুপ্তি তুল্য অর্থাৎ স্বীয় কার্য্যে অক্ষম ছিল, যেমন অন্ধকারে লীন বস্তু সকল লোকের অদৃশ্য হয়, সেই রূপ প্রকৃতিতে লীন বস্তু সকলও জ্ঞানের বিষয় হয় না। তমঃ শব্দ গৌণরূপে প্রকৃতির বোধক হয়। অতএব অব্যাকৃত যে সেই প্রকৃতি, অর্থাৎ পঞ্চভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন, কর্ম্ম, অজ্ঞান, সংস্কার, ইহারা সূক্ষ্ম হইয়া ব্রহ্ম শক্তিস্বরূপ হইতে অভিন্ন থাকিলে তাহাকে অব্যাকৃত শব্দে কহা যায়। তাঁহার সৃষ্ট্যুন্মুখ ভাবের নাম মহত্তত্ত্ব মহত্তত্ত্বের আমি অনেক হই, এই অভিমানরূপ ঈক্ষণ কালে প্রকৃতির যে সম্বন্ধ সেই অহঙ্কার তত্ত্ব, তাহা হইতে আকাশাদির সূক্ষ্মাংশ পঞ্চ তন্মাত্র জন্মে, এবং ঐ তন্মাত্র হইতে স্থূল ভূতের উৎপত্তি। অর্থাৎ পরমাত্মার সৃষ্টি করণেচ্ছা দ্বারা মহত্তত্ত্ব প্রেরিত হইয়া তাহা হইতে অহঙ্কার তত্ত্ব জন্মে, অহঙ্কার তত্ত্ব হইতে পঞ্চ তন্মাত্র জন্মে, এবং মন যিনি অবিনাশী

তিনি এ অহঙ্কার তত্ত্বরূপে অবস্থিতি করেন, পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চভূত অর্থাৎ আকাশ, তাহার গুণ শব্দ, আর কার্য্য অবকাশ দান, এই বিকারযুক্ত আকাশ হইতে বায়ু জন্মে, তাহার গুণ স্পর্শ এবং কার্য্য চালন, এই বিকারযুক্ত মরুৎ হইতে তেজ জন্মে, তাহার গুণ রূপ, এবং কার্য্য পাক, এই বিকার জনক তেজ হইতে জল জন্মে, তাহার গুণ রস, এবং কার্য্য পিণ্ডীকরণ, জল হইতে পৃথিবী জন্মে, তাহার গুণ গন্ধ, এবং কার্য্য ধারণ, আর মনের কার্য্য শুভাশুভ সঙ্কল্প এবং সুখ দুঃখ বোধ, আর এই পঞ্চভূতের মধ্যে পূর্ব্ব২ ভূতের গুণকে পর২ ভূতেরা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ আকাশের এক গুণ শব্দ, বায়ুর দুই গুণ শব্দ ও স্পর্শ, তেজের তিন গুণ শব্দ স্পর্শ ও রূপ, জলের চারি গুণ শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস, এবং পৃথিবীর পাঁচ গুণ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ। এই পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাংশ, যাহারা মহাভূতরূপে পরিণত হয়, তাহারদিগের সহিত এই সমুদয় জগৎ সূক্ষ্ম হইতে স্থূল, স্থূল হইতে স্থূলতর ক্রমে উৎপন্ন হয়, ইহাতে যে জাতি বিশেষ অর্থাৎ জরায়ুজ পদে মনুষ্য ও পশু, অণ্ডজ পদে পক্ষি সর্পাদি, স্বেদজ পদে দংশমশকাদি, উদ্ভিজ্জ পদে তরু গুল্মশৈলাদি, উত্তমাধম নানা প্রকার জাতি বিশেষ, বুদ্ধি বিশেষ, ও গুণ বিশেষ, ও কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহা পুনঃ২ জন্ম পাইয়া যে কর্ম্মকে স্মরং আচরণ করিয়াছিল, কোন ব্যক্তি বিশেষের রাগ দ্বেষ

ঠিক নহে। যেমন ঋতু সকল আপনং কার্য্য সময়ে স্বীয়ং চিহ্নকে স্বয়ং প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ দেহী সকল স্বীয়ং কর্ম্মকে প্রাপ্ত হয়। এই অনুলোমে সৃষ্টি আর বিলোমে লয় অর্থাৎ সৃষ্টির বিপরীত ক্রমেতেই লয় যথা। আকাশাজ্জায়তে বায়ু র্বায়োরুৎপদ্যতে রবিঃ। রবেরুৎপদ্যতে তোয়ং তোয়াদুৎপদ্যতে মহী। মহী বিলীয়তে তোয়ে তোয়ং বিলীয়তে রবৌ। রবি র্বিলীয়তে বায়ৌ বায়ুর্বিলীয়তে ভুখে। পঞ্চ তত্ত্বাৎ ভবেৎ সৃষ্টি স্তত্ত্বে তত্ত্বং বিলীয়তে। পঞ্চ তত্ত্বাৎ পরং তত্ত্বং তত্ত্বাতীতং নিরঞ্জনং। অতএব এই তত্ত্বাতীত পরম কারণ যে নিত্য ব্রহ্ম তাহাই উপাস্য হয়েন ইহা মনু কহিয়াছেন।

ইতি সমাপ্তং।